সুবিখ্যাত ধর্ম্মবীর

মহাত্মা সেণ্টপলের জীবনবৃত্তান্ত।

Be bold as a leopard, swift as an eagle, bounding as a stag, brave as a lion to do the will of thy Father which is in heaven.

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

Calcutta.

PRINTED AND PUBLISHED BY JADAB CHANDRA LAHIRI
AT THE BHARAT MIHIR PRESS
46, PONCHANANTALA LANE.

1887.

মূল্য ১৲ এক টাকা।

1220

বিজ্ঞাপন।

আশ্বিন মাসের মধ্যেই এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার কথা ছিল; কিন্তু নানা কারণ বশতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। সেণ্টপল যে একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী লোক ছিলেন, তাহা একবাক্যে সকলেই স্বীকার করিবেন। বিশেষতঃ তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব, অসামান্য বিনয়, সার্ব্বজনীন প্রেম, বিশ্বাসে দৃঢ়তা, ধর্ম্মপ্রচারের নিমিত্ত অতুলনীয় স্বার্থ বিসর্জ্জন, নির্য্যাতন, প্রহার, কারাযন্ত্রণা, অনাহার দারিদ্র্য নিবন্ধন অশেষ ক্লেশ, দুর্জ্জয় উৎসাহ, অদ্ভুত নির্ভীকতা ও তেজস্বিতা এবং অবশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ; ইত্যাদি বিষয় সকল পাঠ করিলে মন বিস্ময়রসে পরিপ্লুত ও শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। পল যে এমন একজন অলৌকিক শক্তিশালী মহৎ লোক ছিলেন, বোধ হয় এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহা অনেকে বুঝিতে পারিবেন। আশা করি এই গ্রন্থের উজ্জ্বলচিত্র সকল একদিকে যেমন সাধারণ লোকের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিবে, অপর দিকে সেইরূপ ধর্ম্মপ্রচারের নিমিত্ত কিরূপ দৃঢ় বিশ্বাস, সত্যনিষ্ঠা এবং ত্যাগ স্বীকার আবশ্যক, তাহা জগতের হিত-ব্রতপরায়ণ সাধু সজ্জন ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে শিক্ষা দিবে।

কলিকাতা,
২১০।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
১৮৮৬।৩০শে ডিসেম্বর।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

SOURCE OF INFORMATION.

1. Commentary on the newtestament.
2. Exposition of the Acts of the Apostles, by Rev. James Thomson. D. D.
3. Footsteps of St. Paul.
4. The Life and Work of St. Paul 2 vol. By F, W, Farrar, F. D. D. R. S.
5. History of the Christian church, by Burton.
6. Howson and Conybeare's Life and Epistles of St Paul.

সূচীপত্র।

সুবিখ্যাত ধর্ম্মবীর

মহাত্মা সেণ্টপলের জীবন-বৃত্তান্ত।

উপক্রমণিকা।

ঈশ্বর-প্রেমিক মহাত্মা খৃষ্ট ক্রুশদণ্ডে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। শিষ্য-দল পথপরিত্যক্ত পিতৃহীন বালকের ন্যায় শোকের ঘনতর তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। তাহাদিগের প্রাণের গভীর প্রদেশে গাঢ়-বিষাদের রেখা অঙ্কিত হইয়াছে। চারিদিকে নিরাশার বিবিধচ্ছবি মুহুর্ম্মুহু নিরীক্ষণ করিয়া তাহারা আতঙ্কিত হইতেছে। যাজকশ্রেণী আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছে, কারণ তাহারা সিদ্ধ-কাম হইয়াছে। ফিরুশী * ও স্যাডিউসিদের উল্লাসধ্বনিতে নগরবক্ষ

* তৎকালে য়িহুদী জাতির মধ্যে বিভিন্নমতাবলম্বী নানা সম্প্রদায় ছিল। তাহাদিগের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান।

ফিরুশী।—ইহারা বাইবেলের আদিম-বিভাগকে যথেষ্ট সম্মান করিত, মুসার প্রবর্ত্তিত বিধিসকল নিষ্ঠার সহিত যাজন করিত। লম্বা পোষাক পরিধান করিয়া, বাজারে দাঁড়াইয়া খুব দীর্ঘ দীর্ঘ প্রার্থনা করিতে ভাল বাসিত। ধর্ম্ম উপার্জ্জন অপেক্ষা ধর্ম্মাভিমানের দিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এবং ঈশ্বর অপেক্ষা মনুষ্যের নিকট হইতে ধার্ম্মিকতানিবন্ধন সম্মান ও যশোলাভ করিতে ব্যগ্র হইত। ইহারা ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বাহ্যাড়ম্বরপ্রিয় ছিল। ইংরাজিতে ইহাদিগকে Externalist বলা যায়। বাইবেলের স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, মহাত্মা ঈশা ইহাদিগের এই অসার ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি তীব্র প্রতিবাদ নিক্ষেপ করিয়াছেন।

স্যাডিউসি।—ইহারা একেশ্বরে বিশ্বাস করিত, কিন্তু কার্য্যে সম্পূর্ণ সংশয়বাদী ছিল। ইহারা গ্রীক সাহিত্যও দর্শন-শাস্ত্রের অনুশীলনে বিশেষ অনুরক্ত ছিল। আত্মা, পরকাল, পুনরুত্থান এ সকলে বিশ্বাস করিত না। এই দুই সম্প্রদায়ই সে সময়ে খৃষ্টশিষ্যদিগের ঘোর প্রতিপক্ষ ছিল।

মধ্যে মধ্যে কম্পিত হইয়া উঠিতেছে। খৃষ্টের সুকোমল পবিত্র দেহক্ষরিত বিন্দু বিন্দু রক্তকণায় জেরুসালেমের পুণ্যভূমি কলুষিত হইয়াছে এবং তাহা হইতে এক প্রকার বিষাক্ত বাষ্প উত্থিত হইয়া পুণ্যনগরীর চারিদিক শোকচ্ছায়ায় পরিব্যাপ্ত করিয়াছে। শিষ্যদল নিতান্ত শোচনীয় ভাবে দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতেছে। এইরূপে ক্রমে চল্লিশ দিন গত হইলে শিষ্যবৃন্দ অলিভট পর্ব্বতের নিকট গমন করিলেন। সৌম্যমূর্ত্তি খৃষ্ট তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন "তোমরা পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতিকে অভিষিক্ত কর, পৃথিবীর শেষদিন পর্য্যন্ত আমি তোমাদের সহিত বর্ত্তমান আছি, আমি স্বর্গে গিয়া তোমাদের জন্য পবিত্রাত্মা প্রেরণ করিব," এই সকল কথা বলিতে বলিতে, তিনি শিষ্যদলের সম্মুখে মেঘারোহণ পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। তাহারা শোকসন্তপ্তচিত্তে গৃহে ফিরিয়া আসিল। য়িহুদীসমাজ সেই নিরাশ্রয় শিষ্যদলের প্রতি যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। দ্বাদশজন প্রেরিতের মধ্যে এখন এগারজন বিদ্যমান আছে; কারণ বিশ্বাসঘাতক জুডাস্ ইস্কেরিয়ট নিরপরাধে নিজ ধর্ম্মাচার্য্যকে শত্রুহস্তে সমর্পণ জন্য নিতান্ত অনুতপ্ত হইয়া, সেই দুর্ব্বিষহ অনুতাপানলের শান্তির জন্য আত্মহত্যা করিয়াছিল। সুতরাং জুডাসের স্থান অপূর্ণ ছিল। প্রেরিতেরা ম্যাথিয়েস্ নামক একজন ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিকে জুডাসের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দ্বাদশ সংখ্যার পূরণ করিলেন। দিনে দিনে শত্রুকুলের অত্যাচার প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল। একদিকে প্রেমাস্পদ আচার্য্যের বিরহজনিত বিষম শোক, অপর দিকে বিপক্ষ-কুলের ঘোর নিপীড়ন; এই উভয়ের

হেরোডিয়েন।—ইহারা রাজনৈতিক সম্প্রদায় ছিল, রাজনীতির আন্দোলনে ব্যাপৃত থাকিত এবং হেরোদ রাজাও তৎপরিবারবর্গকে যথেষ্ট সম্মান করিত। ইহাদের বিশেষ কোন ধর্ম্মমত ছিল না।

এসেনি।—এই শ্রেণীর লোকদিগকে এক প্রকার সন্ন্যাসী বলা যায়। সংসারের প্রতি ইহাদের তত মমতা ছিল না। কিন্তু ইহারা সমাজ-বদ্ধ ছিল এবং মরু সাগরের তীরে বাস করিত।

মধ্যে থাকিয়া তাহারা একান্ত ব্যথিত ও নিষ্পেষিত হইতে লাগিল। এই অচিন্তনীয় বিপদের সময় তাহারা আর অন্য উপায় না দেখিয়া কাতর হৃদয়ে ভগবানের দ্বারে শরণাপন্ন হইল। প্রার্থনাকেই তখন তাহারা জীবনের একমাত্র সম্বল করিল। প্রেরিত দ্বাদশজন এবং অন্যান্য লোক লইয়া সর্ব্বসমেত একশত কুড়িজন তাহাদিগের উপাসনা-মণ্ডপে সম্মিলিত হইয়া প্রাণপণে প্রার্থনা আরম্ভ করিল। হৃদয়ের গভীর কাতরতা-পূর্ণ প্রার্থনায় কত দিবা এবং রজনী অতিবাহিত হইয়া গেল।

অবিশ্বাসী জগত বলেন প্রার্থনার আবার মূল্য কি? নিয়মবাদী বলেন প্রার্থনা দ্বারা কি কখন নির্ব্বিকার পরমেশ্বর বশীভূত হন,—সন্তুষ্ট হন? কিন্তু তা নয়; আমরা বলি প্রার্থনার প্রচুর মূল্য আছে। পৃথিবীর ধন রত্নের কথা দূরে থাক্, প্রার্থনার শক্তিতে বিশ্ববিধাতা স্বয়ং মানবপ্রাণে আসিয়া অবতীর্ণ হয়েন। সংসারের পাপতাপ দুঃখবিপদে নিষ্পেষিত মনুষ্য যখন শুষ্ককণ্ঠে ঊর্দ্ধমুখে পরম পিতার মুখপানে অবিশ্রান্ত চাহিয়া থাকে এবং তাহার হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে প্রাণস্পর্শী ক্রন্দনধ্বনি নীরবে উত্থিত হইয়া যখন বলিতে থাকে "পিতা গো রক্ষা কর, রক্ষা কর" তখন কি আর করুণাসিন্ধু পরমেশ্বর উদাসীন থাকিতে পারেন? অচিরে ভগবানের কৃপা আসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করে। কিন্তু প্রার্থনা সরল চাই; জাগ্রত হওয়া চাই। প্রার্থনাই যাহার জীবনের সম্বল, সে পথের ভিখারী হইলেও লক্ষপতি অপেক্ষা বড় লোক; আর প্রার্থনাবিহীন যে লক্ষপতি, সে ভিখারী হইতেও দীন দরিদ্র। প্রার্থনা-স্রোত অবিরামগতিতে তাহাদের মধ্যে চলিতে লাগিল। পরমেশ্বরের কৃপা অকস্মাৎ একদিন সেই সমাজতাড়িত বিপদগ্রস্থ শিষ্যদলের উপরে অবতীর্ণ হইল। বাইবেলগ্রন্থে তাহা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পেণ্টিকষ্ট নামক য়িহুদীজাতির উৎসবদিবসে হঠাৎ আকাশমণ্ডল হইতে এক প্রবলাকার ঝটিকা ঘোর গর্জ্জনে উত্থিত হইয়া, অল্পে অল্পে তাহাদিগের ভজনা গৃহের উপরে নামিতে লাগিল। অবশেষে আসিয়া

সেই গৃহকে পূর্ণ করিল। উপাসকদিগের প্রাণে সেই ব্রহ্মশক্তি সংক্রামিত হইল, তাহাদিগের মৃতকল্প অবসন্ন-প্রাণ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। বাস্তবিক যে ইহা ঝটিকা তা নয়। ইহা বিশ্ববিজয়িনী ব্রহ্মশক্তি। নিরন্তর প্রার্থনার দ্বারা এই দেবদুর্লভ ব্রহ্মশক্তি তাহাদিগের প্রাণে অবতীর্ণ হইল।

শিষ্যদল মত্তমাতঙ্গের ন্যায় হুঙ্কার করিতে করিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তখন আর ভয় কি? অনন্তশক্তির কণামাত্র যাহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহার সম্মুখে পৃথিবীর কোন প্রতিবন্ধক ক্ষণকালের জন্যও তিষ্ঠিতে পারে না। মহাসমুদ্রের উদ্বেলিত প্রচণ্ড তরঙ্গমুখে যেমন পর্ব্বতপ্রমাণ আবর্জ্জনা নিমেষে ভাসিয়া যায়, সেইরূপ ঐশীশক্তি-প্রাপ্ত ভাগ্যবান্ পুরুষের নিকটেও পৃথিবীর বিপুল বাধাবিঘ্ন তৃণের ন্যায় কোথায় চলিয়া যায়। পূর্ব্বে যাহারা নিরাশার সাগরে ডুবিয়া ভগ্নহৃদয়ে পৃথিবীতে বাস করিতেছিল, এখন তাহাদিগের হৃদয়ে আশা-তরঙ্গ আসিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। যাহারা সামর্থ্যবিহীন ভীরুর ন্যায় ম্লানভাবে কালযাপন করিতেছিল, এখন তাহাদিগের প্রাণে দুর্জ্জয় বলের সঞ্চার হইল। বিশেষতঃ তাহাদিগের হৃদয়ে এমন এক চিরজীবনব্যাপিনী প্রবল উত্তেজনার শিখা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল যে, তাহারা প্রচার না করিয়া থাকিতে পারিল না। যে ব্যক্তি মূকের ন্যায় বাস করিতেছিল, ওজস্বিনী বাগ্মিতাশক্তি তাহার রসনাকে চঞ্চল করিয়া তুলিতে লাগিল। যে ব্যক্তি যে ভাষা জানিত না, সে ব্যক্তিও সেই ভাষায় সুন্দর বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিল।

আজ জেরুসালেম নগরে পেণ্টিকষ্ট * মহোৎসব। নানা দিগ-

* জেরুসালেম নগরে বৎসরের মধ্যে তিনটী মহোৎসব হইত, পেণ্টিকষ্ট তাহাদিগের মধ্যে একটি প্রধান। কি কারণে এই মহোৎসবের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা অসংশয়িতভাবে বলা যায় না। বাইবেল গ্রন্থের সুপণ্ডিত টীকাকারেরা বলেন, যে দিন পরমেশ্বর সিনাই পর্ব্বতের উপরে দশাজ্ঞা ঘোষণা করেন, সেই পবিত্র দিনের স্মরণোদ্দেশে এই

দেশীয় লোক এই মহোৎসব দর্শনে সমবেত হইয়াছে। জেরুসালেমের রাজপথে আজ নিরন্তর জনস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। নগরবক্ষ অসংখ্য নর নারীর কোলাহলে কল্লোলিত, নগরবাসীগণ আনন্দসাগরে নিমগ্ন। নরনারী সকলেই মনোরম পরিচ্ছদালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া প্রফুল্ল মনে উৎসব ক্ষেত্রে গমন করিতেছে। নানা-দেশীয় বণিকেরা রাজপথের উভয় পার্শ্বে বিবিধপ্রকার সুচিক্কণদ্রব্য-পরিপূর্ণ পণ্য-বীথিকা-শ্রেণী সজ্জিত করিয়া আগন্তুক জনের চিত্তহরণ করিতেছে। এদিকে খৃষ্ট শিষ্যদিগের এই অশ্রুতপূর্ব্ব পরমাশ্চর্য্য ঘটনার কথা নগরের চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়িল। দলে দলে লোক আসিয়া তাহাদিগের নিকট সমবেত হইতে লাগিল। সকলেই এই অত্যদ্ভুত ঘটনা দর্শনে একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া গেল। দর্শক-মণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে, এ ব্যক্তিরা হয়ত কোনরূপ নূতন মাদক-পদার্থ সেবন করিয়া এরূপভাব প্রকাশ করিতেছে। তখন মহাত্মা পিটর সেই লোকারণ্যের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন; "কেন তোমরা নিরপরাধে মহাত্মা খৃষ্টকে হত্যা করিয়াছ? পাপের জন্য অনুতাপ কর, তোমাদের পাপ ক্ষমা হইবে" ইত্যাদি অনেক কথা তিনি প্রচার করিলেন। সেই স্থানে আরব, লিবিয়া, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি নানা-দেশীয় লোক উপস্থিত ছিল। পিটারের ঐশীশক্তি-প্রণোদিত তেজোময় বাক্য সকল শ্রোতৃবর্গের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া, হৃদয়ে কণ্টকসম বিদ্ধ করিতে লাগিল। তাহাদের অন্তরে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাহারা নিতান্ত দীনভাবে পিটরের শরণাপন্ন হইয়া

পেণ্টিকষ্ট উৎসব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেহ বলেন "পাসওভার" নামক অত্যদ্ভুত ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই মহোৎসব প্রচলিত হইয়াছে। আবার অনেকে ইহাকে "শারদীয় উৎসব" বলিয়া উল্লেখ করেন, কারণ এই সময়ে ক্ষেত্রস্থ শস্য সকল পরিপক্ক হইয়া উঠিত। যাহা হউক এই তিনটী কারণের কোন না কোনটী অবলম্বন করিয়া এই মহোৎসব প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

বলিতে লাগিল "আমরা এখন কি করিব"? পিটর বলিলেন "পাপের জন্য অনুতাপ কর, এবং পরস্পরের দ্বারা অভিষিক্ত হও", সেই দিনেই প্রায় তিন সহস্র লোক খৃষ্টধর্ম্মে অভিষিক্ত হইল। সত্য প্রার্থনার এমনই শক্তি যে, ঈশ্বরের করুণা আকর্ষণ না করিয়া বিরত হয় না; এবং ঈশ্বর-কৃপার এমনি অসাধারণী মহিমা যে, তাহাতে ঘোর শত্রু ও বশীভূত হয়। পাঠক! একবার ভাবুন দেখি, খৃষ্ট-শিষ্যদিগের তৎকালীন অবস্থা কিরূপ। দেশের ধনী মানী সম্ভ্রান্ত লোক এবং রাজপুরুষেরা পর্য্যন্ত যাহাদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান, যাহারা নিরন্তর স্বজাতির নিকট তিরস্কৃত এবং অত্যাচারিত, বিপক্ষের চক্রান্তে যাহাদের প্রাণ, প্রতিক্ষণে যায় যায়; শত্রুর উপহাস বিদ্রূপে যাহাদের হৃদয় সর্ব্বদা ব্যথিত এবং সঙ্কুচিত, এমন দুরবস্থাপন্ন অসহায় যাহারা, তাহাদিগের কি সাধ্য যদি বিধাতার শক্তি আবির্ভূত না হইত যে, দুই এক শত নয় কিন্তু তিন সহস্র লোক একদিনে অভিষিক্ত হইল। মানুষের শত চেষ্টা শত আয়োজনে যেখানে কিছুই হয় না; পরমেশ্বরের কণামাত্র শক্তির বিকাশে সেখানে মহদ্ব্যাপার সাধিত হয়। নবাগত অভিষিক্তেরা মণ্ডলী মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রাণে স্বর্গীয় আনন্দ সম্ভোগ করিতে লাগিল। প্রেরিতদিগের উপদেশ এবং বাৎসল্যপূর্ণ ভ্রাতৃত্বে, তাহাদিগের সহিত প্রার্থনা ও সুমধুর ধর্ম্মালাপে অভিষিক্তদিগের হৃদয় পরম পরিতুষ্ট হইল, ধর্ম্মাগ্নি যখন মানব প্রাণে জ্বলিয়া উঠে, তখন স্বার্থের বন্ধন আপনাআপনি খসিয়া পড়ে। যাহারা তৃষ্ণার্ত্ত প্রাণে আকুল হইয়া ধর্ম্মসমাজে আসিয়া আশ্রয় গ্রহন করে, তাহাদিগের নিকট স্বার্থ অতি অকিঞ্চিৎকর হেয় বস্তু। এই তিন সহস্র লোকে যে কেবল খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিল তা নয়; কিন্তু তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া আনিয়া, প্রেরিতদিগের নিকট প্রদান করিল, ইহাদিগের প্রাণে কি স্বর্গীয় ভাব, স্বার্থান্ধ মনুষ্য একবার চাহিয়া দেখ। এইরূপেই ধর্ম্মের সেবা করিতে হয়। নচেৎ হে ভ্রান্ত মানুষ! মহান্ পরমেশ্বরের নামে কথন স্বার্থের পূজা করিও না।

প্রেরিতেরা তাহাদিগের সমর্পিত-সম্পত্তি সাধারণকে বিভাগ করিয়া দিলেন। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে এনেনিয়স্ নামক একজন নীচান্তঃকরণ ব্যক্তি ছিল। সে হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতার দ্বারা চালিত হইয়া আপন সম্পত্তির সকল অংশ প্রেরিতদিগের নিকট সমর্পণ না করত কিয়দংশ লুক্কায়িত রাখিয়াছিল। পিটর তাহা জানিতে পারিয়া, তাহাকে বিশেষরূপ তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এবং বলিলেন "তুমি যে এই অপরাধ করিয়াছ তাহা মনুষ্যের বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু মহান্ পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে"। এনেনিয়েস্ একদিকে এই স্বানুষ্ঠিত ঘৃণিত কপটাচরণের কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া, দুর্ব্বিষহ অনুতাপ ও ক্ষোভে মুহ্যমান হইল। অপরদিকে পিটারের নিকট তাহার প্রকাশ এবং তজ্জনিত তিরস্কার ও অপমানে আপনাকে নিতান্ত জঘন্য ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতে লাগিল। বাইবেলে উল্লিখিত আছে যে, এনেনিয়েস্ তৎক্ষণাৎ পিটারের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া কিছুক্ষণ পরে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এই হতভাগ্য ব্যক্তির স্ত্রী স্যাফেরিয়ারও এই অবস্থা ঘটিয়াছিল, কারণ সেই নারীও জ্ঞাতসারে এই পাপকার্য্যের প্রশ্রয় দিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় মৃত্যু কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে। কেন না, অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক ব্যক্তি ক্রোধ অথবা শোকের একান্ত আতিশয্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এনেনিয়েস্ ও তাহার পত্নীর হৃদয়ে যুগপৎ ঘৃণা ও লজ্জার প্রবলাধিক্য উপস্থিত হইয়াছিল। মণ্ডলীস্থ ব্যক্তিরা এই ব্যাপার সন্দর্শনে ভয় ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। শিষ্যদলের সংখ্যা দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাদিগের জীবন্ত ধর্ম্মভাব দর্শনে দলে দলে লোক আসিয়া তাহাদিগের সহিত মিলিত হইতেছে। এখন তাহাদিগের সংখ্যা তিন সহস্র হইতে পাঁচ সহস্রে পরিণত হইয়াছে। এদিকে লোক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিপক্ষ দলের উৎপীড়ন ও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে। বিপক্ষেরা একদিন তাহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে লইয়া গিয়া যন্ত্রণাময় কারাগৃহে রুদ্ধ ও হস্তপদ লৌহ-শৃঙ্খলে নিবদ্ধ

করিল। পরদিন প্রাতঃকালে মহাসভা আহ্বান পূর্ব্বক, সভাসমক্ষে তাহাদিগকে ঘোরাপরাধী ব্যক্তির ন্যায় উপস্থিত করিল। শিষ্যেরা নির্ভীক ও প্রশান্তভাবে সভাস্থলে উপনীত হইল। বিচারপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, নিষেধসত্বেও কেন তোমরা আমাদের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া খৃষ্ট এবং তৎসংক্রান্ত ব্যাপারে পুনঃ পুনঃ লিপ্ত হইতেছ? তখন পিটর অবিচলিতভাবে বীরের ন্যায় গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন "আমরা মনুষ্য অপেক্ষা ঈশ্বরাজ্ঞার অধিকতর বাধ্য" এই কথা বিদ্যুৎবেগে সভ্য গণের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তাহারা মনে মনে ভাবিতে লাগিল এই কয়েক জন নিঃসহায় অশিক্ষিত ইতর শ্রেণীর ধীবর চণ্ডালের এতদূর সাহসিকতা কোথা হইতে হইল। পৃথিবীর লোক ধন ঐশ্বর্য্যকেই প্রধান সহায় বলিয়া মনে করে। তাহাদের বিবেচনায় ধনসম্পদবিহীন যে ব্যক্তি, সেই যথার্থ নিরাশ্রয় সেই যথার্থ দীনহীন। আমি বলি ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। পরমেশ্বরে যাহার নির্ভরশীলতা নাই, হৃদয়ে যাহার ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ও প্রেম নাই; অসংখ্য দাস দাসীতে নিয়ত পরিবেষ্টিত থাকিলেও ইহসংসারে সেই ব্যক্তিই যথার্থ হতভাগ্য। প্রচুর বিত্তবিভবের অধিপতি হইলেও পৃথিবীতে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত দীন হীন অনাথ। আর একটী কথা এই স্থানে বলা আবশ্যক, ইহাদিগকে তখন লোকে অশিক্ষিত বলিয়া সম্বোধন করিত। বাস্তবিক ইহারা কখন কোন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে নাই। এমন কি ইহাদের মধ্যে অনেকে বর্ণজ্ঞান মাত্রবিহীন ছিল। সুতরাং বলিতে পার, ইহারা অশিক্ষিত। আমরা বলি তা নয়, ইহারাই যথার্থ শিক্ষিত। যে শিক্ষা দ্বারা মানবের চরিত্র মার্জ্জিত এবং বিশুদ্ধ না হয়,—অসত্য এবং কুসংস্কারের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা এবং তাহা বর্জ্জনের ইচ্ছা প্রবল না হয়; যে শিক্ষা দ্বারা সুনীতি এবং পবিত্রতার প্রতি আস্থা না জন্মে,—মনুষ্যকে নিষ্কলঙ্ক সত্যধর্ম্মে বিশ্বাসী এবং অনুরক্ত না করে; যে শিক্ষা দ্বারা সকল সুখের কারণ স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও গভীর শ্রদ্ধার উদয় না করে

অধিক কি অশেষদোষের আকরস্বরূপ জঘন্য পানাসক্তির প্রতিও ঘৃণার উদ্রেক না করে; সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়, তাহা শিক্ষা নামের কলঙ্কমাত্র। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! আমাদের দেশে এই অন্তঃসারশূন্য শিক্ষার প্রভুত্বই প্রবল। সেই জন্য এ জাতি আত্মোন্নতি সাধনে ব্যর্থ হইতেছে, উন্নতি শিখরে আরোহণ করিতে গিয়া বার বার অধঃপতিত হইয়া পড়িতেছে। শিক্ষার একমাত্র সুমহৎ লক্ষ্য ভগবানে ভক্তি, সৌভাগ্যক্রমে এই দেব-দুর্লভ ঈশ্বরভক্তি যাহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহার সকল শিক্ষার, সকল বিদ্যার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। সেই যথার্থ শিক্ষিত, সেই যথার্থ জ্ঞানী। যাহাদিগের কণ্ঠ হইতে এই পরম পবিত্র মহামূল্য বাণী উচ্চারিত হয় যে "মানুষ ঈশ্বরের নিকটেই অধিকতর বাধ্য হইবে" তাহারা কি অশিক্ষিত? তাহাদিগকে মনুষ্য পদবীর মধ্যে গণনা করিলে তাহাদিগের প্রতি অবিচার করা হয়। তাহারা মনুষ্য হইতে উচ্চতর মহত্তর পদবীর—দেবপদবীর যোগ্য লোক। যাহাহউক ইহাদিগের তেজোগর্ভ বাক্য সকল শুনিয়া মহাসভার সভ্যেরা একদিকে বিস্ময়ে অবাক্, অপর দিকে ক্রোধে উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিল। বিচারপতি তাহাদিগের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে গ্যামেলিয়েল নামক এক জন সম্ভ্রান্ত বিজ্ঞ ব্যক্তি সেই সভার সভ্য ছিলেন, তিনি উত্থিত হইয়া অপরাপর সভ্যদিগকে নানারূপে বুঝাইতে লাগিলেন। এই সদাশয় পুরুষের সাহায্যেই প্রেরিতেরা এ যাত্রা মুক্তি প্রাপ্ত হইল; এবং আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় নির্ভয়ে প্রচার করিতে লাগিল। জীবন্ত বিশ্বাসের কি দুর্দ্দমনীয় শক্তি, কি প্রভূত পরাক্রম! পৃথিবীতে এমন কোন শক্তিই নাই, যাহা প্রকৃত বিশ্বাসীর গতিকে রোধ করিতে পারে। শিষ্যমণ্ডলীর বার বার শত্রুর চক্রান্তে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিবার উপক্রম হইতে লাগিল, অথচ পূর্ব্বাপর সেই একই কথা। কি অসাধারণ দৃঢ়তা। এই সময়ে মণ্ডলী মধ্যে বিষয়বিশেষ লইয়া গ্রীসিয়ান্‌দিগের *

* বাইবেল গ্রন্থের অনেক স্থলে গ্রীসিয়ান্ শব্দ উল্লিখিত আছে।

সহিত হিব্রুদিগের বিসম্বাদ উপস্থিত হয়। কারণ দৈনন্দিন খাদ্য বিতরণের সময় তাহাদিগের বিধবাগণের প্রতি উপেক্ষা করা হইত। তাহারা যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অবহেলা প্রদর্শন করিত তা নয়; কার্য্য গতিকে হইয়া পড়িত। তখন তাহাদিগের সমাজ বহুসংখ্যক লোকে পূর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং বহুতর লোকের অভাব নিরাকরণ এবং তত্ত্বাবধান সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত হইত না। প্রেরিতেরা এই বিরোধ নিবারণের জন্য শিষ্যদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন, সাধনে অবহেলা বা প্রচার-কার্য্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়া, আমরা এই সামান্য বিষয়ে ব্যস্ত হইতে পারি না। অতএব তোমরা আপনাদিগের মধ্য হইতে এমন সাতজন ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত কর, যাহারা সৎস্বভাব বিশ্বাসী এবং ঈশ্বরানুপ্রাণিত লোক;—অথচ যাহারা তত্ত্বাবধান কার্য্যে সুনিপুণ। আমরা সেই সাত জন লোককে তত্ত্বাবধান কার্য্যে নিযুক্ত করিব। ইহা শুনিয়া তাহারা সন্তুষ্ট হইল; এবং সেইরূপ গুণশালী বিশুদ্ধ-স্বভাব সাত জনকে মনোনীত করিল। ইহারা মণ্ডলীর সুবন্দোবস্ত স্থাপনের জন্য পরিচারক (Deacon) পদে নিযুক্ত হইল। এই নির্ব্বাচিত সাত ব্যক্তির মধ্যে মহাত্মা ষ্টিফেন একজন। ইনি একজন বিশুদ্ধ-স্বভাব ঈশ্বরনিষ্ঠ লোক ছিলেন। উপাসনামন্দিরে ষ্টিফেনের সহিত প্রায়ই অপর লোকদিগের বিবাদ ও তর্ক বিতর্ক হইত। এই সময়ে জেরুসালেমে টার্সসনগরবাসী একজন শিক্ষিত যুবাপুরুষ খৃষ্টানদিগের পরমশত্রুস্বরূপ ছিলেন। এই যুবা নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং ঘোর তার্কিক ছিলেন। ইহারও সহিত ষ্টিফেনের তর্ক হইত। ষ্টিফেন বাইবেলের প্রাচীন বিভাগ হইতে ভবিষ্যৎবাণী উদ্ধৃত করিয়া বলিতে

কিন্তু তাহাতে গ্রীকজাতীর লোক বুঝাইবে না। গ্রীসিয়ানেরা য়িহুদী, ইহারা পৃথিবীর নানাদেশে বাস করিত, য়িহুদীজাতির কৌলিক ধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিল, এবং গ্রীক ভাষায় কথোপকথন করিত। ইহাদিগকে সে সময়ে হেলেনিষ্টও বলা হইত।

লাগিলেন, খৃষ্টই সেই মেশায়া।* এই বিষয় লইয়া সময়ে সময়ে ষ্টিফেনের সহিত ঘোর তর্কযুদ্ধ বাধিয়া যাইত। কিন্তু সেই যুবকের সমুজ্জ্বল তর্ক-শক্তি ষ্টিফেনকে পরাভূত করিতে পারিত না, প্রত্যুত তিনিই হারিয়া যাইতেন। প্রকৃত বিশ্বাসীর এক কথা দার্শনিক বৈজ্ঞানিকের স্তূপীকৃত যুক্তি তর্ককে নিমেষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। ধর্ম্মজগতে পুস্তকগত জ্ঞান অপেক্ষা সংশয়শূন্য সরলবিশ্বাসের মূল্য অনেক গুণে অধিক।

যাহাহউক তাহারা ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষপ্রণোদিত হইয়া ষ্টিফেনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল; এবং হত্যা করিবার জন্য সেই নিরীহ ঈশ্বর-সেবকের নামে বিবিধ মিথ্যা দোষারোপ করত তাহাকে বিচারালয়ে অভিযুক্ত করিল। কতকগুলি নীচান্তঃকরণ লোক এই সরল বিশ্বাসী ধার্ম্মিক ব্যক্তির নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হইল। তখন স্যানহিড্রিম † নামক মহাসভা সে দেশের উচ্চতম বিচারালয় ছিল। ষ্টিফেনের এই বিশ্বাস ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ মত শুনিয়া স্যানহিড্রিম সভার সভ্যেরা মহা-কোপাবিষ্ট হইলেন। প্রধান পুরোহিত থিওফিলাস সভাপতির আসন

---

* বাইবেলের প্রাচীন বিভাগস্থ ডানিয়েল, আইজায়া প্রভৃতি সকল ভবিষ্যদ্বক্তারাই পূর্ব্ব পূর্ব্বকাল হইতে বলিয়া আসিতেছেন যে, এই এই লক্ষণাক্রান্ত একজন মহাপুরুষ জেরুসালেমে অবতীর্ণ হইয়া য়িহুদীজাতির উদ্ধারসাধন করিবেন। তাঁহারা যে সকল লক্ষণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, খৃষ্টের জীবনে অবিকল সেই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইত, সেই জন্য শিষ্যেরা খৃষ্টকেই ভবিষ্যদ্বক্তাগণের নির্দ্দেশিত সত্য 'মেশায়া' বলিয়া প্রচার করি-তেন। কিন্তু য়িহুদীজাতি খৃষ্টকে 'মেশায়া' বলিয়া স্বীকার করিত না, এবং আজিও করে না; তাহারা বলে 'মেশায়া' পরে আসিবেন। মেশা-য়ার ঠিক ইংরাজি নাম Anointed.

† আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে যেমন হাইকোর্ট, স্যানহিড্রিম সভাও সে সময়ে সে দেশে সেইরূপ ছিল। নিম্নতম বিচারালয় সকলের নিষ্পত্তীকৃত বিষয়ের পুনর্ব্বিচারের ভার এই সভার হস্তে ছিল। এই সভায় সত্তর জন সভ্য থাকিত।

গ্রহণ করিয়াছেন। মিথ্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়া ঈশ্বরভক্ত ষ্টিফেন আজ বন্দীভাবে বিচারাসনের সম্মুখে উপস্থিত, সভ্যেরা বিচারপতির পুরোভাগে অর্দ্ধগোলাকৃতিভাবে তিন শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছেন।

এক শ্রেণী পুরোহিত, অপর শ্রেণী প্রাচীনদল, তৃতীয় শ্রেণী স্ক্রাইব্‌স্। * সভ্যবৃন্দের হৃদয় আজ উল্লাসে অধীর হইয়া পড়িতেছে, কারণ পরমেশ্বরের প্রিয়সেবক ষ্টিফেনের প্রাণবধ হইবে; সুবিস্তীর্ণ ধর্ম্মাধিকরণ আজ বিষাদে ও ক্ষোভে মুহ্যমান হইয়া রহিয়াছে, জগতে অধর্ম্মের কলঙ্ক রটিবে বলিয়া,—অসত্যের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইবে বলিয়া। ফিরুশী ও স্যাডিউসিদের অন্তর আজ মহানন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে, কারণ বিপক্ষের পরাজয় হইবে অথবা পরমেশ্বরের মহান্ নাম তাহাদিগের দ্বারা অবমানিত হইবে। আর পাঠক! ঐ দেখ বিশাল সভামণ্ডপের পার্শ্বভাগে ঐ একজন শিক্ষিত যুবাপুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, যাহার হৃদয়মন আজ উল্লাসতরঙ্গে তালে তালে নৃত্য করিতেছে। বলিতে পার, ঐ যুবাপুরুষ কে? অভিযুক্ত ষ্টিফেনের বদনমণ্ডলে নিরাশা ও ভীতির রেখামাত্রও অবলোকিত হইতেছে না। প্রত্যুত এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয়ভাব সেই মহাপুরুষের মুখমণ্ডলে প্রতিভাসিত হইয়া দৃঢ়তা ও অবিচলিততার পরিচয় প্রদান করিতেছে। ষ্টিফেনের হৃদয় অপার আশা ও আনন্দে পরিপূর্ণ; আশা এই যে,—আজ পরলোকে সেই আনন্দনিকেতনে পরমপ্রভুর সহিত মিলন হইবে; আনন্দ এই যে—আজ আমি ধন্য হইব—আমার মানবজন্ম সার্থক হইবে, আমার এই নশ্বরদেহ প্রভুর জন্য বিসর্জ্জিত হইবে। বিচারপতি প্রথমে সেই নীচান্তঃকরণ কাপুরুষদিগের নিকট হইতে মিথ্যা সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন এবং ষ্টিফেনের দিকে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন

* সে সময়ে মুদ্রাঙ্কণ প্রথা প্রচলিত ছিল না, ইহারা নিজ হস্তে বাইবেলগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিত; এবং ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বর লইয়া ব্যস্ত থাকিত। স্ক্রাইব্‌স্ কথার অর্থও লেখক।

এ সকল কথা কি সত্য ? ষ্টিফেন তখন ধীরভাবে আপনার বক্তব্য বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কথা সমাপ্ত হইবামাত্র, সভাস্থ সকলেই একেবারে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া দন্তঘর্ষণ সহকারে ষ্টিফেনের দিকে ধাবিত হইলেন। ষ্টিফেনের মুখে তখন এক অসামান্য তেজোরশ্মি প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি উর্দ্ধনয়নে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পরমেশ্বরের গৌরব ও মহিমা নিরীক্ষণ করিলেন, হৃদয়ে আরও অগ্নির সঞ্চার হইল। সে দেশে তখন ঈশ্বরনিন্দাকারী ব্যক্তিকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা হইত। ষ্টিফেনের প্রতি এই কঠোরতর দণ্ডের অদেশ হইল। ইহা শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত যুবাপুরুষের হৃদয়ে আরও আনন্দস্রোত বহিতে লাগিল। দুর্ব্বৃত্ত বিপক্ষেরা সেই ভগবদ্ভক্ত সাধুপুরুষকে বাহির করিয়া নগরপ্রান্তে লইয়া গেল। আমরা জিজ্ঞাসা করি শত্রুমণ্ডলীপরিবেষ্টিত হইয়া ষ্টিফেন ! তুমি কোথায় যাইতেছ ? পৃথিবীর অতীত ইতিহাস হুঙ্কার করিয়া বলিতেছে "ধর্ম্মের জন্য মরিতে"। তবে বলি যাও যাও, অগ্রসর হও। সংসার-মোহেনিমগ্ন অসাড়প্রাণ মানবজাতিকে শিক্ষা দাও। নগর প্রান্তে লইয়া যাওয়া হইল এই জন্য যে, নগরের মধ্যে অপরাধিকে হত্যা করা য়িহুদীজাতির রীতিবিরুদ্ধ ছিল। যে স্থানে ষ্টিফেনকে হত্যা করা হয়, তাহা একটী উপত্যকাভূমির নিম্নস্থিত এবং খৃষ্টরক্তে চিরকলঙ্কিত গেথ্‌সিমানি উদ্যান হইতে অদূরবর্ত্তী। এই ভয়াবহ নির্জ্জন প্রদেশে ষ্টিফেন আনীত হইলেন। পূর্ব্বোক্ত যুবা পুরুষ উৎফুল্ল হৃদয়ে হাস্যমুখে ষ্টিফেনের মৃত্যু অপেক্ষা করিতে লাগিল। যুবা ! তুমি ক্ষুদ্রজ্ঞান মনুষ্য, ভবিষ্যতের সুদূরগর্ভে কি নিহিত আছে, তাহা কি তুমি জান ? বিশ্বনিয়ন্তা বিধাতা তোমার অদৃষ্টপটে কি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা কি তুমি বলিতে পার ? ষ্টিফেনের যে দশা দেখিয়া, তোমার প্রাণে আজ উল্লাস ধরে না, ইহা নিশ্চয় যে তোমারও একদিন ঐ দশা দেখিয়া শত্রুমণ্ডলী হাস্য করিবে। বিপক্ষেরা আপনাদের বস্ত্রাদি সেই যুবাপুরুষের নিকট রাখিয়া, মহাবেগে ষ্টিফেনের

দিকে ধাবিত হইল এবং প্রস্তরখণ্ড সকল সজোরে পুনঃ পুনঃ তাঁহার গাত্রে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। প্রস্তরাঘাতে তাঁহার সুকোমল দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া প্রবলবেগে রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল। তথাপি পাষণ্ডদের হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্র নাই। সেই বীভৎসাকার রুধির-পরিপ্লুত দেহে প্রস্তরখণ্ড সকল অবিশ্রান্ত পড়িতে লাগিল। ষ্টিফেন! তুমিই ধন্য; যে মনুষ্যজাতি সত্যের অনুরোধে সামান্য অকিঞ্চিৎকর কণাপ্রমাণ স্বার্থকেও বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হয়; তুমি কিনা সেই মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ভগবানের জন্য আপনার পরমপ্রিয় জীবনকে বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছ; যে দেহে কণ্টকযাতনা সহ্য করা ক্লেশকর হইয়া উঠে, তুমি সেই দেহে কিনা সত্যের জন্য অম্লানবদনে অভাবনীয় যন্ত্রণারাশি সহ্য করিতেছ; ইহা যখন আমি চিন্তা করি, তখন আমার হৃদয় মন অপার বিস্ময় ও ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইয়া তোমার প্রতি অগণ্য ধন্যবাদ উদ্গীরণ করিতে থাকে। আমরা স্বার্থের কীট মনুষ্য, সত্য যে কি জিনিস—তাহা আমরা বুঝিতে পারি না, ধারণা করিতে সক্ষম হই না। সত্যের যে কি অপূর্ব্ব মহিমা,—কি মহাকর্ষণী শক্তি; তাহা তোমরাই বুঝিতে পার, সেই জন্য সত্যের নামে জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হও না। হে সত্যনিকেতন! এই অসত্যনিমগ্নজাতিকে তোমার সত্যের মহিমা বুঝাইয়া দাও।

অনবরত প্রস্তরাঘাতে ষ্টিফেনের শরীর ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু তখন তাঁহার মন এক নিরবচ্ছিন্ন শান্তির রাজ্যে বিচরণ করিতেছে, তিনি নতজানু হইয়া পরমপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, শত্রুকুল তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া আনন্দধ্বনি প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু ষ্টিফেন উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন Lord! lay not this sin to their charge অর্থাৎ হে প্রভো! এ পাপ ইহাদিগের পক্ষে গণনা করিও না। কি অমানুষিক

প্রেম। মানুষ! তুমি কি এমন প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পার? যে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা লইয়া তোমার কণ্ঠচ্ছেদ করিতেছে, তুমি কি তাহার সেই মহাপাতকের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত হও? আবার বলি ষ্টিফেন! তুমিই ধন্য; কারণ যে অনাবিল স্বর্গীয় প্রেমের তত্ত্ব জগতে প্রচার করিলে, মনুষ্যজাতি যুগে যুগে তাহা শিক্ষা করিতে চেষ্টা করুক। আমার অযোগ্য লেখনী তোমার অলৌকিক প্রেমের কথা লিখিতে পারিল না। তুমি মনুষ্যকুলের ভূষণ স্বরূপ; না না, তুমি মনুষ্য হইয়াও দেবতা। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। শত্রুকুলের মনোরথ সিদ্ধ হইল। সেই যুবাপুরুষ মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল, তাহার ঘন ঘন উল্লাসধ্বনিতে নগরপ্রান্ত কম্পিত হইতে লাগিল। বিপক্ষকুল আনন্দ কোলাহল করিতে করিতে নগরে ফিরিয়া আসিলেন। ওদিকে ষ্টিফেনের পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গেল, ষ্টিফেনের প্রেম ও পুণ্যালোকমণ্ডিত আত্মাকে স্বর্গারূঢ় জ্যোতির্ম্ময় দিব্যাত্মা সকল দুন্দুভি-ধ্বনি করিতে করিতে গ্রহণ করিল, পিতা পুত্রে মিলন হইল। হে পাঠক! এখন জিজ্ঞাসা করি; বল দেখি; সত্য সত্যই কি ষ্টিফেন মরিয়াছে? আমরা বলি না; ষ্টিফেন মরে নাই। বিধাতার সত্য রাজ্য বিস্তারের জন্য; যাহারা প্রাণ বিসর্জ্জন করে; তাহাদিগের প্রাণ বিসর্জ্জিত হয় না, কিন্তু তাহাদিগের দ্বারা প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ষ্টিফেনের দ্বারা ও তাহাই হইয়াছে। ষ্টিফেনের মৃত্যুর মধ্য দিয়া খৃষ্টজগতে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। ষ্টিফেনের দেহপতিত রক্তবিন্দু বসুন্ধরা সিক্ত করিয়া অচিরে এমন এক মহাশক্তির সঞ্চার করিল, যাহার তেজ সহ্য করা য়িহুদীজাতির পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহার নিস্তব্ধ ভয়াবহ সমাধিক্ষেত্র হইতে এমন এক শিখা উদ্গত হইল, যাহার উজ্জ্বল আলোক পুঞ্জে খৃষ্টসমাজ দিন দিন আলোকিত হইতে লাগিল। খৃষ্ট হত্যার সাঁইত্রিশ বৎসর পরে, মহাত্মা ষ্টিফেন শত্রুহস্তে প্রাণ-বিসর্জ্জন করিল।

পাঠক! এখন বলিতে পার, ষ্টিফেনের মৃত্যুতে মহানন্দিত ঐ যুবা পুরুষ কে? ইনিই আমাদিগের সেণ্টপল।

প্রথম অধ্যায়।

বাল্যকাল।

পৃথিবীর উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডল দূষিত হইলে, প্রবল ঝড় উঠিয়া যেমন বায়ুসাগরকে সঞ্চালিত ও আলোড়িত করত তাহার বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিয়া থাকে, মনুষ্য-সমাজ ও ঠিক সেইরূপ অধর্ম্ম ভ্রষ্টাচার কুসংস্কার এবং নির্জীবতার স্রোতে পড়িয়া রসাতলগামী হইলে, এক এক জন অমিততেজা মহাপুরুষ হুঙ্কারধ্বনি করিতে করিতে উপস্থিত হইয়া প্রবলবাত্যা তুলিয়া দেন, এবং তদ্দ্বারা জনসমাজ কিছুকালের জন্য বিচলিত ও বিপর্য্যস্ত হইলে পর, ধর্ম্মের নিকট অধর্ম্ম, সত্যের নিকট কুসংস্কার ও কাল্পনিকতা অবনত মস্তকে পরাভূত হইয়া চলিয়া যায়। মহাপুরুষদিগের আবির্ভাবে মানবসমাজ বিশোধিত ও প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠে, বিবিধ প্রকার সংক্রামক ব্যাধি এবং মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া নবসঞ্চারিত প্রাণে অনুপ্রাণিত ও সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। মনুষ্যজাতি সেই জন্য মহাপুরুষদিগের নিকটে দুশ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাজালে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ। বসুন্ধরার ললাটরত্নস্বরূপ মহাপুরুষেরা সেই নিমিত্তই মনুষ্যজাতির বরণীয় সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া যুগে যুগে অগণ্য লোকের হৃদয়জাত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রীতি ও অনুরাগ গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। এই প্রস্তাবের শিরোদেশে যে মহাত্মার নামাঙ্কিত রহিয়াছে, ইহাঁর নিকট সুবিস্তীর্ণ খৃষ্টসমাজ বিশেষভাবে ঋণগ্রস্থ। মহাত্মা খৃষ্টের মৃত্যুর পর, ইনি খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য আপনার প্রিয়তম জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছিলেন; ইনিই মহর্ষি ঈশার মুখবিনিঃসৃত ইতস্তত-পরিক্ষিপ্ত অযত্নরক্ষিত সত্যরেণু সকল লইয়া সঙ্কীর্ণ হইতে

বিশাল এবং ক্রমে বিশাল হইতে বিশালতর ক্ষেত্রের উপরে এক প্রকাণ্ড রাজ্য সংগঠিত করিয়াছেন, ইনিই পরমেশ্বরের সত্যরাজ্য বিস্তারের জন্য সামাজিক লোকের নিকট নিন্দা ও নির্য্যাতন, বন্দীশালার প্রহরী-দিগের নিকট তাড়না ও কশাঘাত, বিপক্ষমণ্ডলীমধ্যে অপমান ও তিরস্কার নীরবে অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছেন। ইনি খৃষ্টধর্ম্মের কেন্দ্র-স্বরূপ, খৃষ্টীয় সুসংবাদপ্রচারকদিগের মধ্যে প্রধানতম প্রচারক, ঈশ্ব-রের সত্য ও মহিমার নির্লজ্জ পরিঘোষক। ইহাঁর জীবন সাহস ও বীরত্বের আধারক্ষেত্র, মহত্ত্ব ও প্রতিভার উৎসভূমি, নিঃস্বার্থতা ও বিশ্ব-প্রেমিকতার আদর্শস্থল। ইহাঁর জীবন মানবজাতির—বিশেষতঃ জগতের হিতব্রতপরায়ণ সাধুসঙ্কল্প ধর্ম্ম প্রচারকদিগের জীবনপথের পথপ্রদর্শক স্বরূপ।

মহাত্মা পল খৃষ্টের মৃত্যুর তিন বৎসর পরে জন্মগ্রহণকরেন, ইহাঁর জন্মভূমি সিলিসিয়া প্রদেশের অন্তর্গত টার্সস নগর। এই নগরের স্বাভা-বিক সৌন্দর্য্য অতি রমণীয়;—চতুর্দ্দিক শ্যামল শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে পরিবে-ষ্টিত, পার্শ্বদেশে টরস পর্ব্বতের তুষার-মণ্ডিত শৈলশ্রেণী শোভা পাইতেছে, এবং সিণ্ডাস্ নামক একটি স্রোতস্বিনী এই পর্ব্বতপৃষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হইয়া নগরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। বিবিধ ফলপুষ্প-পরিপূর্ণ সুরম্য উদ্যানশ্রেণী এবং নগরবাসীগণের সুশোভন গৃহ সকল এই নদীর উভয় তীরে বিরাজিত থাকিয়া পরম শোভা বিস্তার করিতেছে। টার্সস নগর সে সময়ে রোম-সাম্রাজ্যের অধীন ছিল, নানাজাতীয় লোক এই নগরে বাস করিত। টার্সসে একটী বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এবং তথায় বিশিষ্টরূপে বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচিত হইত। বাণিজ্য বিষয়ে ইহা একটি প্রধান স্থান ছিল, ইয়োরোপ ও আসিয়াযাত্রী বণিকেরা এই নগরে অবস্থিতি করিত। টরস পর্ব্বতের পার্ব্বতীয় ছাগলোম ভূরিপরিমাণে এই স্থানে আনীত হইত এবং তদ্দারা বণিকেরা সুন্দর তাম্বু ও অন্যান্য লোমজ বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিত। পলের পিতা মাতা মধ্যশ্রেণীর ব্যবসায়ী লোক

ছিলেন। অন্যান্য য়িহুদীদিগের ন্যায় বাণিজ্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কালাতিপাত করিতেন। তিনি একজন বেঞ্জামিন-গোষ্ঠিসম্ভূত ফিরুশী লোক ছিলেন, অন্যান্য ফিরুশীদিগের ন্যায় ধর্ম্মের অলীক ও অসার বাহ্যাড়ম্বরে প্রবৃত্ত ছিলেন না। বাস্তবিক পল যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তখন য়িহুদীসমাজে ধর্ম্মের আদর্শ নিতান্ত হীন ও সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল। ধর্ম্মের প্রাণহীন মৃতভাব সর্ব্বত্রে রাজত্ব করিতেছিল। নানাবিধ দেবোপাসনা ও অসার ক্রিয়াকাণ্ডে লিপ্ত থাকিয়া ধর্ম্মাভিমান ও দাম্ভিকতার সমূহ পরিচয় প্রকাশ করিত। ফিরুশীরা লম্বা পরিচ্ছদে আপনাদের দেহাচ্ছাদিত করত অনেকক্ষণ ধরিয়া খুব দীর্ঘ দীর্ঘ প্রার্থনা করিত। উপবাস ও ধর্ম্মের অন্যান্য বাহ্যচিহ্নে বিশেষ অনুরাগ দেখাইত; এবং অন্তর্যামী পরমেশ্বরের নিকট অপেক্ষা মনুষ্যের নিকটে ধর্ম্মবিষয়ে অধিকতর সম্মানিত ও গৌরবান্বিত হইতে ইচ্ছা করিত। কিন্তু পলের পিতা এরূপ বাহ্যাড়ম্বরসর্ব্বস্ব লোক ছিলেন না, তিনি একজন প্রগাঢ় নিষ্ঠাবান্ ফিরুশী ছিলেন। মুশার প্রবর্ত্তিতবিধি সকল বিশেষ শ্রদ্ধা ও দৃঢবিশ্বাসের সহিত পালন করিতেন। পলের পিতা মাতা য়িহুদী সমাজের প্রচলিত প্রথানুসারে পলের জন্মের আট দিন পরে, তাহার ত্বক্‌চ্ছেদ ক্রিয়া (Circumcision) সম্পন্ন করেন এবং তাঁহার নাম 'সল' রাখেন। কিছুকাল পরে তিনি সলের পরিবর্ত্তে 'পল' নামে অভিহিত হয়েন। পলের একটি ভগিনী ছিল, জেরুসালেম নগরে তাহার বিবাহ হয়। তিনি ক্রমে শৈশবের সীমা অতিক্রম করিয়া বাল্যের আনন্দময় রাজ্যে উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। টার্সস নগরের এই শিশু যেমন সুকোমল মাতৃক্রোড়ে বিধাতার শুভাভিপ্রায় সাধনের জন্য দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল; সেইরূপ য়িহুদীদেশের অন্যান্য স্থানেও সেই সময়ে কয়েকজন ধন্যজন্মা পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া শৈশবের সুখময় হিল্লোলে সঞ্চরণ করিতে করিতে জীবনের ভাবী মহাব্রতের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। করুণাসিন্ধু বিধাতা য়িহুদীজাতির পরিত্রাণের জন্য তখন

যেন একদল পরাক্রান্ত সেনা সে দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমাদের প্রস্তাবিত মহাত্মা সেই মনোনীত সেনাদলের অগ্রণীস্বরূপ। পল যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, সে সময়ে হিব্রুভাষা সে দেশের প্রচলিত মাতৃভাষা ছিল। কিন্তু তখন গ্রীক ভাষারও বিলক্ষণ চর্চ্চা ছিল। লোকে বিশেষ যত্ন ও আগ্রহের সহিত গ্রীক ভাষা অধ্যয়ন করিত। আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে যেমন ইংরাজি ভাষা সচরাচর প্রচলিত, তৎকালে গ্রীক ভাষাও সে দেশে সেইরূপ ছিল। যদিও গ্রীক ভাষা বহুলপরিমাণে সে সময়ে প্রচলিত ছিল, তথাপি য়িহুদী পিতামাতারা আপন আপন সন্তানদিগকে মাতৃভাষা শিক্ষা করাইতে কখন পরাঙ্মুখ হইতেন না। উত্তরকালে পল এই উভয় ভাষাতেই সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। যাহাহউক পল কিছু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই দেশপ্রচলিত রীতি অনুসারে তাঁহার পিতা তাঁহাকে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করিলেন। কেবল যে য়িহুদীজাতির নিকৃষ্ট বা দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরাই নিজ নিজ সন্তানগণের বয়োবৃদ্ধি হইলেই তাহাদিগকে ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিতেন তাহা নহে; কি ধনী, কি দরিদ্র, কি উচ্চ, কি নীচ সকল শ্রেণীর য়িহুদীরাই সন্তানদিগকে ব্যবসায় শিক্ষা দিতেন। এমন কি য়িহুদীদিগের গ্রন্থমধ্যে দৃষ্ট হয় যে "যে ব্যক্তি আপন সন্তানকে ব্যবসায় শিক্ষা না দেন, তিনি তাহাকে চুরি করিতে শিক্ষা দেন।" বোধ হয় এই জন্যই য়িহুদী জাতিকে এতদূর ব্যবসানুরাগী দেখিতে পাওয়া যায়। পল পিতার নিদেশক্রমে তাম্বু নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এই ব্যবসা তখন সে নগরে বিশিষ্টরূপে প্রচলিত ছিল। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রচুর পরিমাণে পার্ব্বতীয় ছাগ লোম টার্সস নগরে আনীত হইত। বণিকেরা তদ্দ্বারা যথেষ্ট তাম্বু নির্ম্মাণ করিতেন; টার্সস নগরের তাম্বু সে সময়ে বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ ছিল। কত দিবা এবং রজনী পলের এই কার্য্যে কঠোর পরিশ্রমের সহিত অতিবাহিত করিতে হইত। পলের হস্ত নির্ম্মিত দ্রব্য সকল তদীয় পিতার দ্রব্যাগারে সঞ্চিত হইতে লাগিল এবং সে সমস্ত বিক্রয় দ্বারা

তিনি বিলক্ষণ লাভবান্ হইতে লাগিলেন। ধর্ম্মবীর মহাত্মা পলের বাল্য-জীবন এইরূপ কায়িক পরিশ্রমের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইতে লাগিল। খৃষ্টধর্ম্মসংস্কারক অসাধারণ পুরুষ মার্টিন লুথারের বাল্যকালও এইরূপ ভাবে গত হয়। তিনি পিতা মাতার সঙ্গে জঙ্গলে কাষ্ঠাহরণ করিতে যাইতেন এবং দিবাবসানে শ্রান্তকলেবরে কাষ্ঠের বোঝা মস্তকে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। যে প্রতিভালোকে সমগ্র ইয়োরোপখণ্ড প্রতিভাসিত হইয়াছিল, যে অসামান্য বিচার ও তর্ক শক্তির দ্বারা ইউ-রোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মস্তিষ্ক বিচলিত হইয়াছিল, যে অগ্নি-নিঃসারিণী জ্বলন্ত বাগ্মিতাবলে রুশিয়া ও ফ্রান্স জর্ম্মণি ও রোমের প্রতাপশালী নরপতিবর্গ একদিন ত্রাসে অবাক্ হইয়া গিয়াছিল, তাহার আদিম সূত্র এইরূপে সঞ্চারিত হয়। কে জানিত যে, সেই দরিদ্র কাষ্ঠবিক্রেতার পুত্র দ্বারা মানবজগতে এই লোকাতীত অবিনশ্বর মহত্বের স্তম্ভ নিখাত হইবে? আবার টার্সস নগরের নিভৃত কক্ষে বসিয়া ঐ যে বালক আজ রজনীযোগে তীব্রগন্ধপূর্ণ মেষলোমাবলী লইয়া বস্ত্রবয়ন করিতেছে, কে জানিত যে—ভবিষ্যতে তাহার দ্বারা য়িহুদীসমাজ বিলোড়িত হইবে? কে জানিত যে—সে একদিন যুগান্তরের তরঙ্গ তুলিয়া মানবজাতির ধর্ম্ম ও বিশ্বাস—মত ও চিন্তাকে নূতনপথে পরিচালিত করিবে? কে জানিত যে—সেই সামান্য য়িহুদী বণিকের পুত্র কীর্ত্তি ও প্রতিষ্ঠায় অমরত্ব উপার্জ্জন করিয়া ইতিবৃত্ত পৃষ্ঠকে চিরকালের জন্য অধিকার করিয়া রাখিবে? কে জানে কোন্ বীজ হইতে কি বৃক্ষ উৎপন্ন হয়? কে জানে কোন্ সূত্র দিয়া কি মহদ্ব্যাপার সংঘটিত হয়? তবে এইমাত্র বলিতে পারি—অনন্ত পরমেশ্বরের কৃপার ভিখারী হইয়া যে মানব একান্তমনে কালযাপন করে, তাহার দ্বারা এক দিন না এক দিন অসাধ্য সাধিত হয়, অঘটন সংঘটিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শিক্ষা।

পৃথিবীর মহাজনগণের শিক্ষা স্বতন্ত্র প্রকার। তাঁহারা কোন বিদ্যা-মন্দিরে নিয়মিতরূপে অধ্যয়ন অথবা কোন পুস্তক পাঠ না করিলে, অধিক কি বর্ণজ্ঞানমাত্র বিহীন হইলেও তাঁহারাই শিক্ষিত—যথার্থ জ্ঞানাপন্ন। পুস্তকের শিক্ষায় স্মৃতি অথবা মেধাশক্তি পরিমার্জ্জিত ও সমুজ্জ্বলিত হয় যথার্থ বটে; কিন্তু তাহাতে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না। তাহার প্রমাণ আমাদের দেশের নব্যশিক্ষিত দল। পুস্তকগতজ্ঞান পরাপহৃত বিত্তের ন্যায় মর্য্যাদাহীন। পুস্তকভারবাহী জ্ঞানগর্ব্বিত পুরুষ চর্ব্বিত চর্ব্বণের ন্যায় কেবল পরের উচ্ছিষ্ট বস্তু ভক্ষণ ও উদ্গার করিয়া আস্ফালন করিতে থাকেন। তাহার নিজের কিছু মৌলিকতা নাই। তিনি কেবল অপ-রের ধ্বনির প্রতিধ্বনি করেন, প্রভুমুখাপেক্ষী ভৃতিভুক্ ব্যক্তির ন্যায় প্রভুর আদেশ অক্ষুণ্ণভাবে যথাযথ ঘোষণা করেন; তাঁহার নিজের কিছুমাত্র বলিবার নাই। তিনি পরের শক্তিতে পরিচালিত হইয়া স্রোতাবেগে ভাসিতে থাকেন, তাঁহার নিজের দাঁড়াইবার শক্তি নাই। সেই জন্য বিচক্ষণ হিন্দুশাস্ত্রকারেরা পুস্তকগত জ্ঞানকে নিম্নতর আসন প্রদান করিয়া বিবেকজ জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এ উভ-য়ের মধ্যে একটি নিজের স্বকীয় সম্পত্তি, অন্যটি অপরের। সুতরাং পরোপার্জ্জিত ধনের লালসা পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং উপার্জ্জনক্ষম হইতে চেষ্টা করা অধিকতর প্রশংসার্হ। মানবসমাজের স্তম্ভস্বরূপ মহাপুরুষেরা পরকীয় দ্রব্যে আপনাদের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করেন নাই। তাঁহারা গ্রন্থের কীট না হইয়া আপন আপন বিবেকনিহিত মহামূল্য জ্ঞানরত্নের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মহর্ষি সিদ্ধার্থের শাস্ত্রে প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা সত্বেও কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই; প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের প্রভূত পাণ্ডিত্য তাঁহার জীবনগত মহত্বের একটি রেখা-মাত্রও অঙ্কিত করিতে পারে নাই, আরবদেশীয় মহাপুরুষের বিদ্যা বুদ্ধি

কিছুই ছিল না, অথচ তাঁহার নামোচ্চারণে আজিও লক্ষ লক্ষ নর নারীর হৃৎপিণ্ড উৎসাহ ও তেজে নৃত্য করিতে থাকে; আজিও তাঁহার চরণ তলে অগণ্য আত্মা সম্মিলিত হইয়া সোৎসুক চিত্তে আধ্যাত্মিক রাজ্যের সুগভীর তত্ত্বসকল শ্রবণ করিতেছে, আবার অষ্টাদশশত বৎসর পূর্ব্বে একজন অশিক্ষিত সূত্রধরের পুত্র জেরুসালেমের পর্ব্বতপৃষ্ঠে যে কয়েকটী কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই এক একটী জ্ঞানের সুগভীর প্রস্রবণরূপে পরিণত হইয়া যুগে যুগে নরনারীর শুষ্ক ও নীরস হৃদয়ে জ্ঞানের সুস্নিগ্ধবারি সিঞ্চন করিয়া আসিতেছে এবং উত্তরকালবর্ত্তী কত কত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই উৎসারিত সলিলে আপন আপন পাত্রপূর্ণ করত জ্ঞানী জগতের উচ্চাসন অধিকার করিয়াছেন। কে বলে পুস্তকের কীট না হইলে জ্ঞান-লাভ করা যায় না? কে বলে বিবিধ দর্শন সাহিত্যে অধিকার লাভ না করিলে মানুষ হওয়া যায় না? কে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অকিঞ্চিৎকর উপাধিপত্র গলায় না বাঁধিলে ধর্ম্ম প্রচার হয় না? যে বলে সে মুর্খ, অজ্ঞান। হে মানব! যদি শিক্ষিত হইতে চাও, যদি মনুষ্যত্ব লাভ করিতে ইচ্ছুক হও, বিশেষতঃ—যদ্যপি অশেষ প্রকার দুর্গতি এবং পাপার্ণবে নিমগ্ন নরলোকের শুভ-সাধনরূপ মহা-ব্রতে দীক্ষিত হইয়া তাহাদিগের মধ্যে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও সত্যের আলোক বিকিরণের জন্য নির্জ্জনে মনে মনে কৃতসংকল্প হইয়া থাক, তবে অসার পুস্তককেই সার মনে না করিয়া, তোমার হৃদয়াধিষ্ঠিত বিবেকরূপ পর-মাচার্য্যের সন্নিধানে উপস্থিত হও, আত্মার সমুজ্জ্বল আলোকে অন্তর্দৃষ্টি উজ্জ্বল করিয়া এই সুবিশাল বিশ্বশাস্ত্রের প্রতিপরিচ্ছেদে পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে যে সকল জ্ঞানের তত্ত্ব লিখিত রহিয়াছে, তাহা ধীরে ধীরে পাঠ কর। করুণাসিন্ধু পরমেশ্বর মানবের হৃদয়ক্ষেত্রে এমন মহামূল্য বীজ নিহিত করিয়াছেন, যাহা অঙ্কুরিত ও বৃক্ষে পরিণত হইলে অশেষ হিতকর ফল উৎপন্ন হইতে পারে। সে বীজ একবার অঙ্কুরিত হইলে আর রক্ষা নাই,—হৃদয়োদ্যান পরমরমণীয় ফল ফুলে সুশোভিত হইয়া উঠে। জগ-

তের মহাপুরুষেরা এই বীজ অঙ্কুরিত করিবার জন্যই বিশেষ রূপে প্রয়াস পাইয়াছেন। মহর্ষি গৌতম এই বীজ অঙ্কুরিত করিবার জন্যই নৈরঞ্জনার সৈকত পুলিনে ছয় বৎসর কাল সুদুষ্কর কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঈশ্বর করুন যেন আমার মত হতভাগ্যের হৃদয়ে এই বীজ অঙ্কুরিত হয়। এখন দেখি আমাদিগের প্রস্তাবিত মহাত্মা কিরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে সময়ে য়িহুদী বালকদিগের কতকগুলি সর্ব্বসাধারণ প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী ছিল। বালকদিগকে বিশেষ বিশেষ বয়সে সেই প্রণালী অনুসারে শিক্ষা করিতে হইত। য়িহুদী-বালকদিগকে পাঁচবৎসর বয়সের সময় পিতার নিকট বাইবেলের প্রাচীনাংশ (Old testament) অধ্যয়ন করিতে হইত। তাহারও পূর্ব্বে অর্থাৎ পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমেরও কিছু পূর্ব্বে তাহারা মহাত্মা দায়ুদের ঈশ্বর প্রেমপূর্ণ সুমধুর ধর্ম্মসঙ্গীত সকল পিতার নিকট অভ্যাস করিত। তাহাদিগের দশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় পিতা অথবা গুরুজনের নিকট য়িহুদী-জাতির অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যবস্থা সকল মুখে মুখে শিক্ষা করিতে হইত। এই সকল ব্যবস্থা তখন পর্য্যন্ত পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হয় নাই। পল এই সকল শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তের বৎসর বয়সের সময় জেরুসালেম নগরে সুবিখ্যাত অধ্যাপক গ্যামেলিয়েলের নিকট অধ্যয়নার্থ প্রেরিত হন। ইনি একজন বিবিধশাস্ত্রবিশারদ সুপণ্ডিত ব্যক্তি, সাধারণের নিকট বিদ্যাবিষয়ে এই ব্যক্তির বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ও সম্মান ছিল। গ্যামেলিয়েল একজন সরল উচ্চান্তঃকরণ সদাশয় ব্যক্তি; ইনি তথাকার স্যানহিড্রিম নামক প্রধানতম বিচারসভার একজন সভ্য ছিলেন। ব্যবস্থা শাস্ত্রেও এই ব্যক্তির প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা ছিল, সেই জন্য ইঁহার ডক্টর অব্ ল (Doctor of law) উপাধি ছিল। তদ্ভিন্ন গ্যামেলিয়েল একজন 'রাব্বি' ছিলেন। এই 'রাব্বি' উপাধি তৎকালের বহুসম্মানসূচক ছিল, বিশেষ জ্ঞানবান্ বিচক্ষণ ব্যক্তিকেই এই উপাধি প্রদত্ত হইত। পল এতাদৃশ পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট গিয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি

বহুসংখ্যক ছাত্রের সহিত মিলিত হইয়া প্রতিদিন এই সুপণ্ডিত ব্যক্তির চরণতলে উপবিষ্ট হইয়া নানা শাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন। পলের ভাবী বন্ধু এবং একজন উৎসাহী সহযোগীস্বরূপ বর্ণাবাসও সেই ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে নিবিষ্ট ছিলেন। তিনিও পলের সহিত গ্যামেলিয়েলের নিকট অধ্যয়ন করিতেন। গ্যামেলিয়েল একসময়ে ছাত্রদিগকে গ্রীক ভাষা শিক্ষা দিতেন, অন্য সময় হিব্রু অধ্যয়ন করাইতেন। এতদ্ভিন্ন সময়ে সময়ে লাটিন ভাষাও শিক্ষা দিতেন। শিষ্যমণ্ডলী এই জ্ঞানাপন্ন বর্ষীয়ান্ পুরুষের সন্নিধানে মনোনিবেশের সহিত বিবিধ ভাষায় জ্ঞান লাভ করিতে লাগিলেন। পল হিব্রু ও গ্রীক এই উভয় ভাষাতেই বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। ইনি গ্রীক ভাষায় এরিষ্টটল ও প্লেটো প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিকদিগের গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি প্রচার স্থলে গ্রীশীয় পণ্ডিতদিগের মত সকল আবৃত্তি করিয়া বক্তব্য বিষয়ের দৃঢ়তা প্রতিপন্ন করিতেন। এক দিকে গ্রীক ভাষায় যেমন তাহার প্রগাঢ় অভিজ্ঞতার বিস্তার হইয়াছিল, অপর দিকে তিনি হিব্রু ভাষাতেও বিশিষ্ট অধিকার লাভ করিয়াছিলন। য়িহুদীজাতির প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ সকল বিশেষ মনোযোগের সহিত তিনি অধ্যয়ন করিতেন। এতদ্ভিন্ন গ্যামেলিয়েল ছাত্রবৃন্দকে তর্কশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। কোন বিষয়ের তর্ক উত্থাপিত করিয়া শিষ্যদিগকে তাহার মীমাংসার ভার প্রদান করিতেন, এবং অসমর্থ দেখিলে স্বয়ং তাহার নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন। সময়ে সময়ে বিষয়বিশেষ লইয়া গ্যামেলিয়েলের শিক্ষামন্দিরে ঘোর বাদানুবাদ উপস্থিত হইত। পল তর্ক শাস্ত্রেতেও বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। য়িহুদী জাতির প্রাচীন রীতি নীতি এবং ব্যবস্থা শাস্ত্রেও তাঁহার বিলক্ষণ বহুদর্শিতা জন্মিয়াছিল। পলের মেধা ও ধারণাশক্তি স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি সকল বিষয়ে সহপাঠীদিগের মধ্যে অগ্রণী স্বরূপ ছিলেন। অধ্যাপক এই যুবকের বিদ্যাবুদ্ধি এবং শিক্ষানুরাগে এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন যে, সময়ে সময়ে মনে করিতেন উত্তর

কালে এই ব্যক্তিই আমার পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। যাহাহউক এইরূপে কয়েকবৎসর কাল গ্যামেলিয়েলের নিকট বিবিধশাস্ত্রে বহুদর্শিতা লাভ করিয়া তিনি তৎকালীন পণ্ডিতমণ্ডলীর অগ্রণীরূপে পরিগণিত হইলেন। বিদ্যাবিষয়ে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা ও গৌরবগীতি চারিদিকে কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। পিতার হৃদয় আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। কিন্তু যে কারণে আমরা আজ সাধারণের নিকট এই মহাত্মার জীবনপট অঙ্কিত করিতে বসিয়াছি, সে কারণ এই গভীর বিদ্যাবত্তার মধ্যে উৎপন্ন হয় নাই। যে অচিন্তনীয় মহত্বের জন্য তিনি আজ মানবজাতির হৃদয়াসনে রাজত্ব করিতেছেন, সেই মহত্বের স্রোত তাঁহার বহুদিনের সঞ্চিত সমুন্নত জ্ঞানাচল হইতে নিঃসারিত হয় নাই; যে গরীয়সী শক্তির জন্য তাঁহার নাম ইতিবৃত্তপৃষ্ঠে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে,সেই শক্তির কণামাত্রও এই প্রভূত পাণ্ডিত্যের মধ্য দিয়া বিকশিত হয় নাই। গ্যামেলিয়েলের নিকট তাঁহার প্রকৃত শিক্ষা হয় নাই, জ্ঞানের দ্বার খোলে নাই, কিন্তু ডামস্কাসের পথে তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডারের প্রকৃত কবাট উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। যাহাহউক গ্যামেলিয়েলের নিকট তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হইল, তিনি 'রাব্' উপাধি প্রাপ্ত হইলেন, ইহা রাব্বির নিম্নতর উপাধি। এই যুবক সুশিক্ষিত ও গৌরাত্মক উপাধি-ভূষণে বিভূষিত হইয়া নিজ জন্মভূমি টার্সস নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। জনক জননী আত্মীয় স্বজন সকলেই কতকাল পরে এই নয়নানন্দকর কৃতবিদ্য পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। সকলে পরম সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। কিছুকাল পরে জন্মভূমিতে পদার্পণ করিয়া তিনি অনেক পরিবর্ত্তন সন্দর্শন করিলেন এবং জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এই স্থলে অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, পল বিবাহিত ছিলেন কি না? এই বিষয়ে কোন সংশয়শূন্য সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করা যায় না, তাঁহার চরিতাখ্যায়কেরাও এ প্রশ্নের কোন সুনিশ্চিত উত্তর দিতে

পারেন নাই। তবে যতদূর জানা যায়, তাহাতে অনুমিত হয় যে, তাঁহার বিবাহিত থাকাই অধিকতর সম্ভব। কারণ তৎকালে য়িহুদী বালকেরা কুড়ি বৎসর এবং তদপেক্ষাও ন্যূন বয়সে বিবাহিত হইত। মিস্‌না নামক য়িহুদীদিগের ব্যবস্থাশাস্ত্রে অষ্টাদশ অথবা সপ্তদশ বৎসর বয়সকে পুরুষের বিবাহের উপযুক্ত বয়স বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এমন কি বাবিলোনিয়া প্রদেশের য়িহুদীরা চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকে বিবাহের প্রকৃত কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিত। এতদ্দ্বারা বিশদরূপে প্রতীতি হইতেছে যে, য়িহুদীসমাজে বাল্যবিবাহপ্রথা বিশিষ্টরূপে চলিত ছিল। তাহা হইলে সমাজ-প্রচলিত রীতি নীতির শাসনের মধ্য দিয়া পল যখন বাল্যকাল হইতে পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছেন, তখন কিরূপে বলা যায় যে তিনি অবিবাহিত ছিলেন? যখন অসন্দিগ্ধভাবে এ বিষয়ের কোন মীমাংসা পাওয়া যাইতেছে না, তখন যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া যতদূর পাওয়া যায়,—তাহাতে বিবাহিত থাকাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু তাঁহার লিখিত করিন্থিয়েনদিগের প্রতি প্রথমপত্রে লিখিতেছেন যে "অবিবাহিত ও বিধবাদিগকে বলিতেছি যে আমার মত থাকাই তাহাদিগের পক্ষে ভাল" † ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, পল অবিবাহিত ছিলেন। এরূপ স্থলে তাঁহার নিজের উক্তিকেই গ্রহণ করা উচিত। এই উভয় পথের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কোন্ পথ অবলম্বন করা বিধেয়, তাহা অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। যাহাহউক আমাদের বোধ হয়, যখন তিনি করিন্থিয়েনদিগের প্রতি এই পত্র লিখেন, তখন তিনি বিপত্নীক হইয়াছিলেন।

* ফিরুশীরা মুশার প্রবর্ত্তিতবিধি সকলের যে ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন, তাহার নাম মিস্‌না।

† সপ্তম অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

নবজীবন লাভ।

জন্মভূমিতে কিছু দিন অবস্থানের পর, পল জেরুসালেমে আগমন করিয়াছিলেন। কি কারণে আসিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। এই সময়ে তাঁহার অন্তঃকরণে মহাত্মা খ্রীষ্ট এবং তৎ-শিষ্যদিগের প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষ ও ঘৃণার উদ্রেক হয়। কেন তিনি ধর্ম্মপরায়ণ নিরীহ খৃষ্টশিষ্যদলের প্রতি আন্তরিক গভীর বিদ্বেষের ভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, তাহাও নিঃসংশয়ে স্থির করা যায় না। বোধ হয় প্রচলিত ধর্ম্ম ও সমাজ-বিপরীত মত প্রচার করার জন্যই খৃষ্টশিষ্যেরা পলের নিকটে নিতান্ত ঘৃণার পাত্র হইয়াছিল; কেবল পলের নিকট কেন, সমগ্র দেশবাসী লোকেরাও অবিমিশ্র ঘৃণা ও ঈর্ষ্যার চক্ষে দেখিত। যাহাহউক তিনি জেরুসালেমে উপস্থিত হইয়া খৃষ্টশিষ্যদিগের প্রতি বিশেষরূপে উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। পলের উৎপীড়নে শিষ্যেরা নিতান্ত ব্যথিত হইতে লাগিল। ষ্টিফেনকে হত্যা করার পর ইহাঁর অত্যাচার দিন দিন আরও প্রবলতর হইতে লাগিল। পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, ধর্ম্মাত্মা ষ্টিফেনকে হত্যা করার প্রধান উদ্যোগীপুরুষ পল। ষ্টিফেনের মৃত্যুতে খৃষ্টসমাজ একান্ত শোকাভিভূত ও বিচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছিল, তাহার উপর পলের প্রবল উৎপীড়নে আরও বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল। ইহাঁর অত্যাচার ক্রমে সীমা ও পরিমাণ অতিক্রম করিয়া ধাবিত হইতে লাগিল। খৃষ্টজগতে এক সুদূর-বিস্তীর্ণ গভীর কালমেঘের সঞ্চার হইল। জেরুসালেম নগর পলের উপদ্রবে কম্পিত হইয়া উঠিল। অনেকে নগর পরিত্যাগ করিয়া দূরতর প্রদেশে চলিয়া গেলেন। পল নাগরিকদিগকে বিবিধপ্রকারে ইহাদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক খৃষ্টশিষ্যের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে তিরস্কার ও প্রহার এবং বলপূর্ব্বক লইয়া আসিয়া কারাগারে বন্দীকৃত করিতে লাগিলেন। কেবল পুরুষদিগের প্রতি নয়, অবলা রমণীদিগের প্রতিও এইরূপ নির্ম্মম

ব্যবহার হইতে লাগিল। কখন বা ক্রোধাবেশে একেবারে উন্মত্ত হইয়া শিষ্যদিগের গৃহে প্রবেশ করত তাহাদিগের পৃষ্ঠে উপর্য্যুপরি তীব্র কশাঘাত করিতে লাগিলেন। নিরাশ্রয় শিষ্যদিগের প্রতি প্রহার ও তিরস্কার তাহাদিগের নিন্দা ও দোষোদ্ঘোষণ পলের একটী পরম প্রিয়ব্রত হইয়া উঠিল। এই অচিন্তনীয় নিপীড়নের নিবারণ বা প্রতিবিধানের উপায় নাই, কারণ দেশীয় সমাজ ও বিচারালয় সকল ইহাদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। ধর্ম্মাধিকরণের দ্বার এই অত্যাচারনিপীড়িত অসহায় শিষ্যদলের নিকট লৌহঅর্গলে আবদ্ধ, সুতরাং পৃথিবীতে তাহাদিগের আর প্রতিবিধানের আশা কোথায়? কেন এই দুর্ব্বিষহ অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা খৃষ্টসমাজের প্রতি হইতে লাগিল? ইহার কি কোন নিগূঢ় কারণ নাই, নিশ্চয়ই আছে; পরমমঙ্গল-সঙ্কল্প পুরুষের মঙ্গল ইচ্ছা এই ঘটনাবলীর পশ্চাতে নিয়োজিত রহিয়াছে। কেবল কি পলের অত্যাচার? এতদ্ভিন্ন অন্যান্য লোকের অজস্র উৎপীড়নও তাহারা সহ্য করিতেছিল। তাহাদের চারিদিকই বিপদের ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন, তাহাদের নরনারী সকলেই দুস্তর বিপদার্ণবে নিমগ্ন। বিধাতার নিকটে তাহাদিগের কাতরতাপূর্ণ হৃদয় হইতে ঘন ঘন এই প্রার্থনাধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল যে, "হে ভগবন্! এ বিপদ রজনীর কি অবসান হবে না?" আহা সাংসারিক দৃষ্টিতে দেখিলে ইহারা কি হতভাগ্য দুর্দ্দশাপন্ন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সাংসারিক দৃষ্টি অসম্পূর্ণ, ইহাতে ঠিক দেখা যায় না। সংসারের অতীত আর এক দৃষ্টি আছে; তদ্দ্বারা দেখিলে ইহাদিগকে পরম সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক ইহসংসারে তাহারাই প্রকৃত সৌভাগ্যশালী,—যথার্থ ভাগ্যবন্ত, যাহারা ধর্ম্মের জন্য সত্যের জন্য মানব সমাজে নিপীড়িত। এই জন্যই মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন "ধর্ম্মের জন্য তাড়িত লোকেরা ধন্য।" প্রার্থনা করি,—যেন আমাদের মধ্যে এই দুর্ব্বিষহ উৎপীড়নের ভাব উপস্থিত হয়। তাহা হইলে আমরাও ধন্য হইয়া যাই। পল যে একেবারে একজন অত্যাচারপরায়ণ ধর্ম্মভাববিহীন পাষণ্ড

লোক ছিলেন তা নয়। তিনি একজন সরল বিশ্বাসী ঈশ্বরোপাসক ছিলেন। তাঁহার নিজের উক্তিতেই বোধ হয়, তিনি যে এই খৃষ্টীয়সমাজের প্রতি যৎপরোনাস্তি নির্য্যাতন করিতেন তাহা ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষ প্রণোদিত ভাবে নয়, কিন্তু কর্ত্তব্য জ্ঞানে; তাহাদিগকে উৎপীড়িত করা তিনি কর্ত্তব্য বুদ্ধির অনুমোদিত কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। এমন কি তিনি মনে করিতেন, খৃষ্টের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ এবং তাহার শিষ্যদিগকে পীড়ন করিতে পারিলেই পরমেশ্বরের নিকট প্রিয়পাত্র হওয়া যায়। মানবজাতির ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকল বিষয়েব প্রলোভন অপেক্ষা ধর্ম্মের প্রলোভন অধিকতর আকর্ষক এবং মুগ্ধকর। ইহা মানবহৃদয়ে প্রবল আশা ও উত্তেজনার বহ্নি বর্ষণ করে, ইহার নামে মনুষ্যের অকরণীয় কার্য্য কিছুই নাই; সন্তানবৎসলা জননী সদ্যোজাত নয়নানন্দকর শিশুসন্তানকে অনায়াসে সাগরবক্ষে ভাসাইয়া দিতে পারেন, ইহার নামে মনুষ্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে আপনার সুকোমল জীবন্ত দেহকে ভস্মীভূত করিতেও সঙ্কুচিত হয় না। পল এই উন্মাদকর প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়াই খৃষ্টসমাজের প্রতি অচিন্তনীয় নির্য্যাতন করিতেন। তাঁহার মনে দৃঢ বিশ্বাস হইয়াছিল যে, এই নিরাশ্রয় শিষ্যদিগকে বিদ্রাবিত করিতে পারিলে পরমেশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, পলের দুর্দ্দমনীয় নৃশংস অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া কতকগুলি শিষ্য ডামস্কাস্ নগরে গমন করিয়াছিলেন। এই সংবাদ পলের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। খৃষ্টানুচরদিগকে বিনষ্ট করাই যাহার পক্ষে পরম প্রিয়ব্রত, সে কি আর এ সমাচার শুনিয়া স্থির থাকিতে পারে? কিরূপে ডামস্কাস্‌বাসী শিষ্যদিগকে পর্য্যুদস্ত করিবেন ইহাই পলের একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল। পল চিন্তা করিয়া অবশেষে স্থির করিলেন, দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া তাহাদিগের প্রতি উৎপীড়ন করা, তত সুবিধাজনক নয় এবং উহা আমার ক্ষমতারও একরূপ বাহিরে; কিন্তু

যদ্যপী প্রধান যাজকের নিকট হইতে আদেশপত্র লইয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে আমার মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে। এই স্থির করিয়া পল জেরুসালেমনগরীস্থ থিওফিলাস নামক প্রধান যাজকের নিকট গমন করিলেন। সময়ে সময়ে এক একজন ব্যক্তি প্রধানযাজক শ্রেণীতে নিবিষ্ট থাকিত। ইহার পূর্ব্বে জেনোথান ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পলের প্রার্থনানুসারে থিওফিলাস তাঁহাকে এক আদেশপত্র দিলেন এবং সেই পত্রে ডামস্কাস্‌নগরবাসী য়িহুদীসমাজকে লিখিলেন যে,—"তোমাদের নগরীস্থ খৃষ্টমতাবলম্বী নরনারী সকলকে বাঁধিয়া এই ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করত জেরুসালেমের বন্দীশালায় পাঠাইয়া দাও"। পলের মনোভিলাষ সিদ্ধ হইল, তিনি মহোল্লাস করিতে করিতে অনুচরগণ সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে ডামস্কাস্ নগরে যাত্রা করিলেন। পাঠক! বুঝিতে পারিতেছেন, এ যাত্রার উদ্দেশ্য একদিকে কি ভীষণ,—অপরদিকে কি ঘৃণার্হ। পলের চরিতাখ্যায়কেরা বলেন খৃষ্টীয়শকের ৩৭ সাঁইত্রিশ বৎসরে নবেম্বর মাসে অথবা ষ্টিফেনের মৃত্যুর কয়েকমাস পরে পল ডামস্কাস্ যাত্রা করেন। তখন পলের বয়ঃক্রম বোধ হয় ৩৪।৩৫ চৌত্রিশ অথবা পঁয়ত্রিশ বৎসর হইবে। কারণ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে পল খৃষ্টের মৃত্যুর তিন বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন। ডামস্কাস্ নগর সিরিয়া দেশের রাজধানী, জেরুসালেম হইতে ১৩৬ একশত ছত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী। যাত্রীরা সপ্তাহকালমধ্যে জেরুসালেম হইতে ডামস্কাসে গমন করিত। অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছিবার জন্য পল অশ্বারোহণে যাত্রা করিলেন, সঙ্গীরা কেহ কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। জেরুসালেম হইতে ডামস্কাসে যাইবার নিমিত্ত কয়েকটী পথ ছিল, তন্মধ্যে ইহাঁরা যে পথে যাত্রা করিলেন, সেই সুদীর্ঘ রাজপথ রোমীয় শাসনকর্ত্তাদিগের নির্ম্মিত এবং সুদৃঢ় প্রস্তরমালায় নিবদ্ধ। এই সুপ্রশস্ত রাজমার্গের উভয় পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র, কোথায় বা রমণীয় লতাপুষ্প-পরিশোভিত

কুঞ্জবন ; কোথাও বা বহুকালের পুরাতন সুদীর্ঘ বৃক্ষশ্রেণী কোন স্থানে বা গগনভেদী শৈল-মালা বিদ্যমান থাকিয়া দূর হইতে পথশ্রান্ত পান্থ-জনের নয়নাকর্ষণ করিতেছে। এই অশেষ-শোভাকর রাজবর্ত্মে পল সঙ্গীদলে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিতেছেন। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিলে এই পথ অন্যান্য পথের ন্যায় সামান্য পথমাত্র। কিন্তু ইহা সামান্য পথ নয়, পাপীজনের নবজীবনপ্রসঙ্গে এ পথের মাহাত্ম্য যুগে যুগে নর নারীর কণ্ঠে পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, নবজীবনের পবিত্র ইতিহাসে এ পথ চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। দুর্ব্বৃত্ত পল! তুমি এই পথে কোথায় যাইতেছ? নিরাশ্রয় শিষ্যদলকে আক্রমণ করিতে? আমি বলি না, তা নয়। এই প্রহেলিকাপরিপূর্ণ সংসারে কোন বিষয়ের পশ্চাতে কি ন্যস্ত থাকে তাহা কে বলিতে পারে? দুর্ব্বি-ষহ ভীষণ শীত ঋতুর মধ্যে সুমধুর সুখদ বসন্তসমীরণ লুক্কায়িতে থাকে তাহা কে জানে? দুর্ভেদ্য প্রস্তর-মালার গর্ভে সুশীতল বারিধারা নিহিত আছে, তাহাই বা কে জানিত? ডামস্কাস্ যাত্রার পশ্চাতে কি মহদ্ব্যাপার লুক্কায়িত আছে, পল তুমিও তাহা জান না। চল আরও কিছুদূর অগ্রসর হও, আজ বিধাতা তোমার মনোরথ ব্যর্থ করিবেন, তোমার হৃদয়রোপিত বহুদিনের আশাবল্লী তিনি আজ চির-দিনের জন্য নির্ম্মূল করিবেন। যাত্রীদল ডামস্কাস্ নগরের অদূরবর্ত্তী হইয়াছে, আর প্রায় এক মাইল পথ অবশিষ্ট আছে, এমন সময়ে অক-স্মাৎ এক পরমাশ্চর্য্য ঘটনা উপস্থিত হইল। মেঘপরিশূন্য নির্ম্মল মধ্যাহ্নাকাশ হইতে এক প্রখর দীপ্তিমান্ আলোকরশ্মি ক্রমে ক্রমে অবতরণ করিয়া তাহাদিগের সম্মুখে আসিয়া পতিত হইল। তদ্দর্শনে যাত্রীদলের গতিরোধ হইল, সকলে পথিমধ্যে নির্ব্বাক ও স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। সেই জ্যোতির প্রখর তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া সকলে নয়ন নিমীলিত করিয়া থাকিল, এই অভূতপূর্ব্ব আকস্মিক ব্যাপারে সকলেরই হৃদয় কম্পমান্ হইতে লাগিল। তখন সেই

আলোকস্তম্ভের মধ্য হইতে এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ বলিতে লাগিলেন "সল সল! * কেন তুমি আমাকে উৎপীড়ন করিতেছ?" পল অল্পে অল্পে নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিল কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না, অথচ সেই সকল কথা বজ্রধ্বনিতে তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। তখন তিনি ভীতিবিহ্বলচিত্তে নতজানু হইয়া বলিলেন "প্রভো! তুমি কে?" তখন ধীর গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন "আমি খৃষ্ট, যাহাকে তুমি নির্য্যাতন করিতেছ।" পল তখন বিস্ময়পূর্ণ হৃদয়ে বিনীত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভো! আমাকে কি করিতে হইবে?" উত্তর হইল, "তুমি উত্থিত হইয়া নগরে প্রবেশ কর, সেই স্থানে তোমায় বলিয়া দেওয়া হইবে" এই বলিতে বলিতে সেই তেজোময় আলোকস্তম্ভ অনন্ত আকাশগর্ভে মিশাইয়া গেল। পূর্ব্বে সূর্য্যকিরণ-সমুজ্জ্বলিত যে মধ্যাহ্নাকাশ ছিল, এখনও সেই মধ্যাহ্নাকাশ বিরাজিত রহিয়াছে। তাহারা সকলে নেত্র উন্মীলিত করিল কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। অনন্ত শূন্যমণ্ডল হইতে কে কথা বলিল, এই ভাবিয়া তাহাদের হৃদয়ে আশঙ্কা দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। কিন্তু পল পুনর্জ্জন্ম লাভ করিল, জীবনের ভাবী-মহত্ত্বের উৎস এই স্থান হইতে খুলিল, যে নন্দনকাননজাত স্বর্গীয়কুসুমের সৌরভে জগৎ আমোদিত হইবে,—মানবমন বিমোহিত হইয়া থাকিবে; খৃষ্টধর্ম্মরূপ সুরম্য উদ্যান চিরদিনের জন্য জগতে গৌরবান্বিত হইবে; আজ তাহা কোরক হইতে কুসুমে বিকশিত হইল। যে আলোকে পলের আজ নবজীবনের সঞ্চার হইল, সে আলোক ভৌতিক নয়, বাহিরের আলোক নয়। সে জ্যোতির বিকাশ চর্ম্মচক্ষে উপলব্ধি হয় না, তাহার বিকাশ হৃদয়ের নিভৃততম স্থানে।

সে জ্যোতি বিধাতা-প্রেরিত আত্ম-জ্যোতি। এই জ্যোতির একবার বিকাশ হইলে মানুষের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি খুলিয়া যায়। এই জ্যোতির

* বলা বাহুল্য যে, পলের প্রথম নাম সল ছিল।

সাহায্যেই পৃথিবীর সাধুরা হৃদয়-ভাণ্ডারনিহিত স্বর্গীয় রত্ন সকল সন্দর্শন করিয়াছেন, ধর্ম্মরূপ মহার্হ ধনাগারের চাবি এই জ্যোতির হস্তে। বিজ্ঞানদর্শনের আলোচনায় এই আলোকের উন্মেষ হয় না, পাণ্ডিত্য বা বহুদর্শনের দ্বারাও ইহা উপার্জ্জন করিতে পারা যায় না। পলের বিদ্যাবত্তা বা পাণ্ডিত্যেরত কিছুমাত্র অভাব ছিল না, তবে তিনি এই আলোক হইতে এতদিন বঞ্চিত ছিলেন কেন? এই নবজীবন-সঞ্চারিণী জ্যোতি তবে কিসে লাভ করা যায়? ধর্ম্মতীর্থের যাত্রীরা পথ-পরিদর্শনের জন্য বহুকাল হইতে আকুল হইয়া এই জ্যোতির জন্য ফিরিতেছেন। ব্রহ্মের কৃপাসূর্য্য এই জ্যোতির উৎপত্তিস্থল; ব্রহ্মকৃপায় এই আলোকের জন্ম, পরমেশ্বরের করুণা যখন আবির্ভূত হয়, তখন এই জ্যোতি মানব হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া থাকে। ভগবানের কৃপা না হইলে এই পরমজ্যোতির প্রকাশ হয় না। পরমেশ্বরের দয়া তবে অবতীর্ণ হয় কখন? যখন—পাপী পাপের আপাতমধুর-প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া অবশেষে নরককুণ্ডে ঝাঁপ দিতে যায়, যখন—পাপী আপনার জীবনকে শত সহস্র ধিক্কার প্রদান করিয়া গতানুশোচনা ও অনুতাপের দুর্ব্বিষহ অনলে পুড়িতে পুড়িতে আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত হয়, তখন; আর কখন? যখন—সুখান্বেষী মনুষ্য-হৃদয় সংসারারণ্যে সুখের আশায় হা হা করিয়া ঘুরিয়া অবশেষে ভগবানের দ্বারে শরণাপন্ন হয়, যখন—মানুষ আপনাকে অকিঞ্চিৎকর অসার জ্ঞানে ঈশ্বরের দয়াকেই সার এবং সর্ব্বস্ব বোধ করিয়া তাহার জন্য একান্তহৃদয়ে ব্যাকুলিত মনে ভগবানের দ্বারে আশ্রয় গ্রহণ করে,—তখন; কি মানবজীবনে, কি মানব সমাজে, যখনই দুর্গতির অমানিশার আবির্ভাব হইতে দেখা গিয়াছে, তখনই ভগবানের বিশ্ববিজয়িনী কৃপা অবতীর্ণ হইয়াছে। মোহভ্রান্ত মানুষ! যদ্যপী আপনার হৃদয়ে ব্রহ্মের কৃপা-জ্যোতি লাভ করিতে চাও, তবে তাঁহার জন্য ভিখারি হও। পলের বহুদিনের তিমিরাচ্ছন্ন সুষুপ্ত হৃদয়ে এই স্বর্গীয় আলোক প্রতিভাসিত হইল। এই জ্যোতির

মধ্যদিয়া দিব্যজ্ঞান পলের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া বলিতে লাগিল "কেন তুমি খৃষ্টকে অর্থাৎ খৃষ্টশিষ্যদিগকে বার বার নির্য্যাতন করিতেছ?" বিনয়ের সুখস্পর্শী সুকোমল আলিঙ্গনে পলের গর্ব্বিত ও উদ্ধত হৃদয় আজ তৃণের ন্যায় দীনভাব ধারণ করিল; অহঙ্কারদৃপ্ত উন্নত মস্তক প্রেমের দুর্বহভারে অবনত হইয়া নর মারীর চরণ-বিলুণ্ঠনের জন্য যেন উদ্যত হইতে লাগিল। পলের হৃদয় মন দেহের আজ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন, সম্পূর্ণ যুগান্তর। কিছুক্ষণ পরে পল ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন, অনুচরেরা তাঁহার হস্ত ধরিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। তিনি নগরে প্রবিষ্ট হইয়া জুডাসের গৃহে গমন করিলেন। জুডাসের গৃহ নগরের মধ্যস্থিত 'সরলমার্গ' নামক পথের পার্শ্বোপরি। নির্ব্বোধ মনুষ্য, চিন্তা করিয়া দেখ, পল কি উদ্দেশ্যে ডাকস্কাস্ যাত্রা করিয়াছিল, আর কি ভাব লইয়া নগরে প্রবেশ করিল। তাই আবার বলি, কোন্ বিষয়ের পশ্চাতে কি ব্যাপার ন্যস্ত থাকে, ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষ! তুমি কিরূপে তাহা বলিতে পার? হে সংশয়ি! ভগবানে কি এখনও অবিশ্বাস কর? পরমেশ্বরের মুক্তিপ্রদ হস্ত কি পরিত্রাণের জন্য তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে নিরন্তর ফিরিতেছে না? জুডাসের বাটীতে পল তিন দিবস নিরশনে যাপন করিলেন। উপাসনা, প্রার্থনা ও আত্মচিন্তায় এই তিনদিবস অতিবাহিত হইল, অনন্যমনা হইয়া এই দিবসত্রয় তিনি ঈশ্বরের চরণালিঙ্গন করিয়া পড়িয়া রহিলেন। করুণাসিন্ধু পরমেশ্বর সন্তানকে কত উপদেশ কত সত্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সন্তানের বাহিরের ক্ষুধাতৃষ্ণা চলিয়া গেল, বিমনা হইয়া সেই সকল অমূল্যতত্ত্ব শুনিতে লাগিলেন। এখন অভিষেকের সময় উপস্থিত হইল। বাইবেলে উক্ত আছে যে, এদিকে এনেনিয়াস্ নামক জনৈক ধর্ম্মানুরাগী শিষ্যের নিকট আদেশ প্রেরিত হইয়াছে যে "জুডাসের গৃহে টার্সস নগরের সল নামক এক জন ব্যক্তির অন্বেষণ কর, সে প্রার্থনা করিতেছে, সে আমার একজন মনোনীত পাত্র; তুমি গিয়া তাহাকে অভিষিক্ত কর।" বিধাতার নিদেশানুসারে এনেনিয়াস জুডাসের

গৃহে গিয়া ঠিক তাহাই দেখিলেন। পল এনেনিয়সের নিকট অভিষিক্ত হইলেন। বাইবেলে উল্লিখিত আছে, এই সময়ে পলের চক্ষু হইতে শল্কের ন্যায় এক প্রকার পদার্থ বাহির হইয়া পড়িল। সত্য সত্যই তাঁহার দৃষ্টির আবরণ খসিয়া পড়িল। তাঁহার আধ্যাত্মিক চক্ষু জ্যোতিস্মান্ ও প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল এবং তাঁহার পুণ্যবারিবিধৌত আত্মা এক অদৃষ্টপূর্ব্ব সুরম্যরাজ্যে পরমসুখে বিচরণ করিতে লাগিল। পল উত্থিত হইয়া পান ভোজনাদি করিলেন এবং যাহাদিগকে বাঁধিয়া লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিলেন এখন তাহাদিগকেই পরমবন্ধু বোধে—প্রীতিভরে তাহাদিগের সহিত পবিত্র ধর্ম্মালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। পরমেশ্বর! ধন্য তোমার পতিতোদ্ধারিণী শক্তি।

চতুর্থ অধ্যায়।

নির্জ্জন সাধন।

নবজীবন-প্রাপ্ত পল ডামস্কাসের উপাসনা-মন্দিরে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে নগরবাসী য়িহুদী ও খৃষ্টশিষ্যেরা পলের প্রতি দুই দিক দিয়া দুই ভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। এক দিকের দৃষ্টি গভীর ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ; অপরদিকের—ঘোর সন্দেহকলুষিত। য়িহুদীসম্প্রদায় বিদ্বেষনয়নে দেখিতে লাগিল কারণ—পল তাহাদিগের হৃদয়পোষিত ধর্ম্মবিশ্বাসের সীমা অতিক্রম করিয়াছে, নিতান্ত ঘৃণারপাত্র খৃষ্টানুচরদিগের সহিত মিলিত হইয়াছে। খৃষ্টশিষ্যেরা ঘোর সন্দেহমনা হইতে লাগিল,—এই জন্য যে, অতি অল্পদিন পূর্ব্বে যে ব্যক্তি তাহাদের পরমশত্রুস্বরূপ ছিল, যাহার অপ্রতিবিধেয় অত্যাচারে তাহাদিগের সমাজ দিগ্‌দিগন্তে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিল; সেই দুরন্ত শত্রু কিনা আজ শান্ত ও সমাহিত মনে প্রার্থনা করিতেছে, এবং শিষ্যদিগের সহিত মিলিত হইয়া পবিত্র ধর্ম্মপ্রসঙ্গে কালাতিপাত করিতেছে! এই অসম্ভাবিত অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিলে কাহার না মনে ঘোর সন্দেহ

মেঘের সঞ্চার হয়? সুতরাং পলের এইরূপ ভাবকে অনেকে কপটতা বলিয়া মনে করিতে লাগিল। কিন্তু অবিশ্বাসী মানুষ বিধাতার বিচিত্র শক্তির কথা একবার চিন্তা করে না। এই অনন্ত অপরিমেয় বিশ্বচরাচর চূর্ণবিচূর্ণ করিতে যাহার নিমেষমাত্র কালবিলম্ব হয় না, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ অনন্তপুরুষের নিকট একজন মহাপাতকীর উদ্ধারত অতি সহজ ব্যাপার। তিনিই নিমেষে অন্ধকারের মধ্যে আলোক এবং মৃত্যুর অসাড়তার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করিতে পারেন। তাঁহারই কৃপায় মুহূর্ত্ত মধ্যে মনুষ্যের পাপজীর্ণ মৃতপ্রায় জীবনতরু সুকোমল পল্লবকুসুমে পরিশোভিত হইয়া স্বর্গীয় সৌরভ বিস্তার করিতে থাকে। পাঠক! তবে কেন এখনও পলের প্রতি সংশয়নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতেছ? পলের হৃদয়ে আজ সত্য সত্যই ধর্ম্মের ঘোরবন্যা প্রবাহিত। য়িহুদী সম্প্রদায়! পলের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা কর তাহাতে ক্ষতি কি? শিষ্যদল পলকে কপটাচারী বলিয়া মনে কর তাহাতেই বা অপকার কি? ভগবানের কৃপাবলে পল যে দেবদুর্লভ রত্ন লাভ করিয়াছে, তাহা অমূল্য ও অনুপমেয়। তোমরা ঘৃণাই কর, আর সন্দেহই কর, কিছুতেই তাহার দৃক্‌পাত নাই। সেই স্বর্গীয় মহারত্নের সৌন্দর্য্যরসপানে পলের হৃদয় মন প্রাণ বিভোর হইয়াছে, সেই হৃদিস্থিত মহামণির দিব্যলাবণ্য নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় এক নরলোকের অতীত অপূর্ব্ব আনন্দধামে উপনীত হইয়াছে,—যেখানে পৃথিবীর অশান্তি এবং উদ্বেগ লোকের স্তুতি এবং নিন্দা কিছুই উপস্থিত হইতে পারে না। পল আপনার ভাবে আপনি বিহ্বল, সেই আনন্দরূপমমৃতং ব্রহ্মসাগরের সুগভীর তলে অবতরণ করিয়া নীরবে ধীরে ধীরে কত সত্যরত্ন সকল আহরণ করিতেছে। সুতরাং বাহিরের ঘটনাস্রোত তাহার কি করিবে? উভয় সম্প্রদায়ের এইরূপ ঘৃণা ও সন্দেহদৃষ্টির মধ্যদিয়া পল কিয়দ্দিবস অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু খৃষ্টশিষ্যদিগের সংশয়ের গভীরতা দিনে দিনে হ্রাস পাইতে লাগিল। তাহারা ক্রমে সন্দেহের কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন ক্ষেত্র হইতে

সত্যের স্থির ভূমিতে পদার্পণ করিতে লাগিলেন। পলের সম্বন্ধে সকল সংশয় ক্রমে তিরোহিত হইল। অবশেষে ডামস্কাস্‌নগরবাসী খৃষ্টসম্প্রদায় পলকে একজন ঈশ্বরানুপ্রাণিত সাধুপুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারিল। সত্যকে কে কত দিন ছাপাইয়া রাখিতে পারে, উদিতসূর্য্য কতক্ষণ আর মেঘচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন থাকিতে পারে?

যাহাহউক, মহাত্মা পল এই সময়ে অনন্যমনে ঈশ্বরচিন্তা এবং তাঁহার জীবনপ্রদ আনন্দময় সহবাসে প্রাণ মন কিছুকাল অবিচ্ছেদে নিমগ্ন করিবার জন্য কোন নির্জ্জন প্রদেশে যাইতে ইচ্ছুক হইলেন। নির্জ্জন সাধন যে ধর্ম্মার্থীর পক্ষে অশেষফলপ্রদ তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। জগতের সকল মহাত্মারাই ন্যুনাধিক পরিমাণে কিছুকাল এই পবিত্রব্রতে ক্ষেপণ করিয়াছেন। প্রচণ্ড ঝটিকার অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন কিছুক্ষণ নিস্পন্দ ভাবে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকে, মহাপুরুষেরাও সেইরূপ জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে নির্জ্জন প্রদেশে শান্ত ও সুস্থির ভাবে কিছুকাল যাপন করেন। কপিলবস্তুর রাজপুত্র নৈরঞ্জনার মনোরম সৈকত পুলিনে ক্রমান্বয়ে ছয় বৎসরকাল কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত ছিলেন। মহম্মদ ধর্ম্ম সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে হীরা পর্ব্বতের নয়নানন্দকর নির্জ্জন গুহামধ্যে দুই বৎসর ক্ষেপণ করিয়াছিলেন। এইরূপ খৃষ্ট ও চৈতন্ত নানক ও লুথার প্রভৃতি সকল মহাত্মার জীবনেই নির্জ্জন তপস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। নির্জ্জন তপস্থার দ্বারা মানবপ্রাণ ভগবৎ শক্তিতে অনুপ্রাণিত হয় ঈশ্বরের পুণ্যবারিতে স্নাত হইয়া পরম সৌন্দর্য্য ধারণ করে এবং হৃদয় স্বর্গীয় বল ও বিক্রমে বিস্ফারিত হইয়া উঠে। তখন মনুষ্য কায়মনপ্রাণে সত্যের সেবা না করিয়া থাকিতে পারে না। পল নির্জ্জন সাধনের জন্য ডামস্কাস্‌ হইতে আরবে যাত্রা করিলেন। কেহ বলেন তিনি ডামস্কাসের দক্ষিণ পূর্ব্বস্থিত পর্ব্বতময় হারণ প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। এ স্থানও নির্জ্জন তপস্থার বিশেষ

অনুকূল বটে, এব্রাহাম প্রভৃতি সাধু মহাত্মারা ভগবচ্চিন্তার জন্য প্রকৃতির এই সুরম্য প্রদেশে গমন করিতেন। কিন্তু যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে এই অনুমিত হয় যে, পল আরবেই গমন করেন। আরব বলিতে যে, কেবল লোহিতসাগর ও পারস্যোপসাগরের মধ্যস্থিত মরুময় উপদ্বীপকে বুঝায় তা নয়, সিনাই পর্ব্বতের উত্তর ও প্যালেষ্টাইনের পূর্ব্বদিকস্থ অরণ্য ও পর্ব্বতময় নির্জ্জন প্রদেশকেও আরব বলা হইত। ভৌগোলিকেরা ইহাকে পেট্রিয়া আরব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন †।

এই রমণীয় পবিত্র ভূভাগে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে মুসা, ইলাইজা প্রভৃতি মহাত্মারা তপস্যার জন্য গমন করিতেন। প্রকৃতির এই শান্তিপ্রদ সুরম্য প্রদেশে পল অনন্যচিত্তে পরমেশ্বরের আরাধনা ও ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ের গভীর প্রদেশ হইতে কাতরতাপূর্ণ প্রার্থনা ধ্বনি নীরবে উত্থিত হইতে লাগিল। চারিদিক স্থির ও প্রশান্ত ভাবে পরিপূর্ণ; বৃক্ষ, লতা, ফল, পুষ্প, পর্ব্বত, কন্দর সকলেই সেই বিধাতার অনন্তধ্যানে নিমগ্ন। সকল পদার্থই একতানে সেই পরমপুরুষের গৌরব ও মহিমার এক অস্ফুট মহানাদ নিরন্তর উদ্গীরণ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে বনবিহঙ্গিনীর সুমধুর কণ্ঠকূজনে প্রকৃতিকে আরও ধ্যানরত করিয়া তুলিতেছে। পল নেত্র নিমীলন করিয়া দেখিলেন, আত্মার অন্তঃস্থল দিয়া নিঃশব্দে ধ্যানস্রোত চলিতেছে, নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, তরুর পত্রে পত্রে কুসুমের কিঞ্জলকে পর্ব্বতের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে ধ্যানের সেই সুমন্দ লহরী অবিরাম গতিতে সঞ্চরণ করিতেছে। হৃদয় মনের সকল বৃত্তি সেই মহেশ্বরের পূজায় নিমগ্ন, বাহিরের প্রকৃতিও সেই অনন্তদেবের পূজায় প্রবৃত্ত। মহর্ষি পল জ্ঞানের দিব্য নয়নে দেখিলেন, হৃদয়মন্দিরে সেই অন্তর্যামী পরমপ্রভু; বাহিরে প্রকৃতির পবিত্র আসনে ও সেই পরমদেবতা বিরাজমান। তাঁহার চক্ষু আরও

† বিটনস্ ডিক্সনরি অব্ ইউনিভার্সল ইনফর্মেসন ১৪৩ পৃষ্ঠা দেখ।

উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাইল যে, তাঁহার ইষ্টদেবতা যে কেবল হৃদয়াসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তা নয়; কিন্তু তিনি পলের নিকট হইতে হৃদয় মন প্রাণ সর্ব্বস্ব চাহিতেছেন, তখন তাঁহার প্রেম-দৃষ্টি পরিস্ফুট হইল। তিনি প্রেমানুরঞ্জিত-নয়নে তাঁহার সেই পরমারাধ্য ইষ্টদেবতাকে ভিতর হইতে বাহিরে এবং বাহির হইতে ভিতরে—সকল স্থলে সন্দর্শন করিয়া জীবনকে ধন্য করিলেন, জন্মকে সার্থক করিলেন। পলের প্রাণ এই পাপ, তাপ, জরা, মৃত্যু পরিপূর্ণ ইহসংসারে থাকিয়া সেই শান্তিনিকেতন অমৃতময় পুরুষকে লাভ করিয়া অপার আনন্দার্ণবে নিমগ্ন হইল; এবং তখন তিনি নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় মনে আপন প্রাণ মন যথাসর্ব্বস্ব সেই অচ্যুত—অভয়পদে সমর্পণ করিয়া ধন্য হইলেন। সুদুর্লভা ব্রহ্মশক্তি পলের হৃদয়ে সংক্রামিত হইল, মন অপরাজিত উৎসাহে নৃত্য করিতে লাগিল। ভাবীসংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার জন্য পিতা সন্তানকে নিজ হস্তে সজ্জিত করিলেন এবং জগৎবাসীর দুঃখ দুর্গতি হরণের জন্য সন্তানের হৃদয়ে কত সত্যরত্ন নিহিত করিয়া দিলেন। পুত্রও পিতার নিকট হইতে সাক্ষাৎভাবে কত সত্য শিক্ষা করিলেন, কত আদেশ প্রাপ্ত হইলেন।

পল তুমি আজ কোথায়? কোথায় তোমার জনক জননী, কোথায় তোমার বাল্যলীলা-ভূমি টার্সস নগর? কোথায় তোমার বিদ্যা বুদ্ধি ও প্রভূত পাণ্ডিত্য? সে সকল তোমার এখন কোথায় রহিয়াছে? কি কারণে কোন মহত্বর লক্ষ-সিদ্ধির জন্য তুমি এতকাল এই বিজন পার্ব্বত্যপ্রদেশে অবস্থিতি করিতেছ? একদিকে কি এই নয় যে—জগতের নিকট নিন্দিত ও তাড়িত হইবার জন্য, গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে অবমানিত ও পর্য্যুদস্ত হইয়া ফিরিবার জন্য এবং অনাহারে বিদেশে বিবিধবিপদে অশেষ দুঃখদুর্গতি সহ্য করিবার জন্য। হায় হায়! তুমি কি তবে সাংসারিক সুখসম্পদ সকল পরিত্যাগ করিয়া এই নিদারুণ ক্লেশভার বহন করিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছ?

ভগবান্ কি তোমায় এই জন্যই সাজাইতেছেন? না না, তা নয় ভ্রান্তবুদ্ধি মানুষ! ইহার আর এক দিক দেখ, পলের দ্বারা বিধাতার নাম জগতে মহিমান্বিত হইবে; পাপরত পরিশ্রান্ত নর নারী সুখ ও শান্তি সম্ভোগ করিবে, অবিদ্যার ঘনান্ধকার তিরোহিত হইবে এবং মুক্তি-রাজ্যের কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন কুটিলমার্গ উজ্জ্বল ও সরল হইয়া যাইবে। তবে বলি আরও কিছুদিন অপেক্ষা কর।

নির্জ্জন-তপস্যায় এইরূপ কিছুকাল যাপন করিয়া পল ডামস্কাসে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি কতদিন এই কার্য্যে অতিবাহিত করেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে এই মাত্র বলা যায় যে, তাঁহার অভিষেকের পর তিন বৎসরের মধ্যে কিয়দংশ সময় ডামস্কাসে এবং অবশিষ্ট কাল এই পবিত্র কার্য্যে ব্যয়িত হয়। ডামস্কাসে ফিরিয়া আসিলে শিষ্যদল পলের মাধুর্য্যপূর্ণ প্রশান্ত মূর্ত্তি এবং উজ্জ্বল ধর্ম্মভাবপূর্ণ জীবন সন্দর্শন করিয়া বিমোহিত হইয়া গেল। ঐশী-শক্তিপ্রাপ্ত পল ডামাস্কাসের মন্দিরে প্রচার করিতে আরম্ভ করি-লেন। য়িহুদীসম্প্রদায় পূর্ব্ব হইতেই পলের প্রতি আন্তরিক বিরক্ত এবং কুপিত ছিল। এখনও ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ-নয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। পলকে প্রচার করিতে দেখিয়া তাহারা তাঁহার সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক হইল। কিন্তু বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া দূরে থাক, পলের হৃদয়নিহিত সমুজ্জ্বল তেজোপুঞ্জের নিকট দণ্ডায়মান হওয়াই তাহাদের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। য়িহুদীরা তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল না। অবশেষে তাহারা পলকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে প্রবৃত্ত হইল। চক্রান্তকারী বিপক্ষেরা পলকে শাসনকর্ত্তার নিকট অভিযুক্ত করিল। বলা বাহুল্য যে, শাসনকর্ত্তা শত্রুকুলের অনুকূলে ছিল। সুতরাং তিনি দোষাদোষ বিচার না করিয়া তাঁহাকে কারাগারে রুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। পলের হস্তপদ লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া বন্দীশালায় রুদ্ধ করিল। তিনি

দিবানিশি প্রহরীবর্গেবেষ্টিত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পল! তুমি যেন কি মহাপরাধই করিয়াছ; সেই জন্য তোমাকে এই কঠোর শাস্তি যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইতেছে। হা পরমেশ্বর! তোমার নামের কি এমনি মহিমা যে, যে তোমার নাম গ্রহণ করে, পৃথিবীতে তাহার আর দুঃখ দুর্গতির অবধি থাকে না।

ডামস্কাসের চারিদিক তখন সুদৃঢ় বপ্রমালায় পরিবেষ্টিত ছিল। পলকে যে গৃহে রুদ্ধ করা হয়, তাহা এই নগরপ্রাচীরের সন্নিকটে। তিনি রক্ষীবর্গবেষ্টিত হইয়া বন্দীশালায় অবস্থিতি করিতেছেন, এমন সময়ে ঘোরনিশীথকালে শিষ্যেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং তাঁহাকে একটি বৃহৎ ঝোড়ার মধ্যে বসাইয়া দৃঢ় রজ্জুসংযোগে একটি আয়ত গবাক্ষের মধ্য দিয়া নগর প্রাচীরের বাহিরে আনয়ন করিল। মধ্য রাত্রির গাঢ়নিস্তব্ধতা নিরবচ্ছিন্নভাবে জল স্থল আকাশকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, নগরবাসীগণ নিদ্রার বিশ্রামদায়িনী ক্রোড়ে অবশ ও অচেতন। বন্দীশালার দ্বারপালেরা দিবসের পরিশ্রমে ক্লিষ্টকলেবরে নিদ্রামগ্ন; এমন সময়ে শিষ্যগণের সাহায্যে পল কারামুক্ত হইলেন এবং সেই রাত্রিতেই জেরুসালেম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনেকে হয়ত এই ঘটনাকে পলের ভীরুতা ও দুর্ব্বলতার পরিচয় বলিয়া মনে করিতে পারেন। কারণ তিনি যখন নিশাকালে প্রহরীবর্গের অজ্ঞাতসারে লুক্কায়িত ভাবে কারাগৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন, তখন তাহা ভীরুতার পরিচয় নয়ত আর কি? কিন্তু অপক্ষপাতে বিচার করিয়া দেখিলে ইহা বলা যায় না। প্রথমতঃ—দেখা যাইতেছে পল নিরপরাধে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি যখন সত্যের নিকট অপরাধী নন, তখন তাঁহার এ কার্য্যকে কখন নিন্দনীয় বলা যাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ—এই ব্যাপারকে ভীরুতার পরিচয় বলিতে পারি না এই জন্য যে, যে ব্যক্তি জীবনের অনেক সময় কারাগারের অশেষযন্ত্রণা ও অপমানের মধ্যে অক্লেশে প্রফুল্ল মনে যাপন করিয়াছে, তাঁহার পক্ষে

কারাগার কিছু ভয়প্রদ নহে, সুতরাং তিনি যে বন্দীশালার যন্ত্রণা অথবা বিচারপতিদিগের শাস্তি ভয়ে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাহা কোনরূপেই বলা যায় না। তৃতীয়তঃ—দেখা যায় মহর্ষি ঈশা প্রেরিতদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, "যে নগরে তোমাদিগকে অত্যাচার করিবে তথা হইতে তোমরা অন্য নগরে চলিয়া যাও"। পল এই উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাহাও বলা যায়। সুতরাং পলের এই প্রস্থান কোনরূপেই দুর্ব্বলতাজনক হইতে পারে না।

রজনীর গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া পল জেরুসালেমে গমন করিতেছেন। পথিমধ্যে জনমানবের সমাগম নাই, মধ্যে মধ্যে বৃক্ষারূঢ় বিহঙ্গগণের কণ্ঠধ্বনি শ্রুত হইতেছে। পথপার্শ্বে কোথাও বা প্রাচীন বৃক্ষ সকল মস্তকোন্নত করিয়া রহিয়াছে, কোন স্থানে বা পর্ব্বতের শ্যাম বর্ণ শৃঙ্গমালা আকাশ পথে উত্থিত হইয়া রাত্রির নিস্তব্ধতাকে গাঢ়তর করিয়া তুলিতেছে। পল একাকী প্রশান্ত মনে চলিতেছেন, পল কি উদ্দেশ্যে জেরুসালেমে গমন করিতেছেন, তাহা পরিষ্কাররূপে বলা যায় না। তিনি নিজে বলিয়াছেন, "আমি পিটরকে দেখিবার জন্য জেরুসালেমে যাত্রা করিয়াছিলাম"। পিটরের সহিত সাক্ষাৎ এবং বোধ হয় অন্যান্য শিষ্যদিগের সহিত আলাপ ও সদ্ভাব স্থাপন করাই এই জেরুসালেম যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল। পল জেরুসালেমে প্রবেশ করিলেন। পাঠক! একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, পল কি ভাবে জেরুসালেম হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, আর আজ কি ভাবেই বা প্রবেশ করিতেছেন। সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন! যিনি খৃষ্টশিষ্যদিগের ঘোর হন্তারকরূপে নগর হইতে বাহির হইয়াছিলেন, আজ তিনি তাহাদিগের বিনীত সেবক হইয়া নগরে প্রবেশ করিতেছেন। যিনি যাইবার কালে দাম্ভিকতা, ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ প্রভৃতি পাশবভাব দ্বারা হৃদয় মনকে পূর্ণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, এখন তিনি পুণ্য, প্রেম, সাধুতা ও বিনয়ের মনোরম পুষ্পদামে হৃদয়কে

পরিপূর্ণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। গমনকালে যিনি একজন দুষ্প্রবৃত্তিপরায়ণ দুর্দ্দান্ত রাক্ষসস্বভাব লোক ছিলেন, প্রত্যাগমনকালে তিনি একজন দেবতা হইয়া আসিতেছেন। রাক্ষসকে দেবতা করিতে পারে কে? পাপের দুর্গন্ধপূর্ণ নরকক্ষেত্রকে পরমশোভাকর নন্দনকাননে পরিণত করিতে পারে কে? পাপকুষ্ঠে গলিত এবং ক্ষতবিক্ষত প্রাণকে পুণ্যের শুভ্র স্বর্গীয় বসনে পরিশোভিত করিতে পারে কে? প্রভো! তুমিই ধন্য! তুমিই এই অসাধ্য সাধন করিতে পার, অঘটন ঘটাইতে পার, তোমারই নামে "অন্ধে চক্ষু পায়, বোবায় গীত গায়"; তোমার! অচিন্তনীয় বিচিত্র শক্তির মহিমা; আমি পামর হইয়া কিরূপে বুঝিব? জেরুসালেম! তুমি দেখ তোমার দ্বারে আজ কে উপস্থিত। যার অত্যাচারে তুমি সময়ে সময়ে বিকম্পিত হইয়া যাইতে, যার প্রবল নিপীড়নে তোমার বক্ষোবাসী নরনারীগণ ভীত ও সঙ্কুচিত প্রাণে কালযাপন করিত; সেই দুর্ব্বৃত্ত পুরুষ আজ আবার তোমার দ্বারে প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু এবারে আর শঙ্কিত হইও না। পল জেরুসালেমের সমাজ মধ্যে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু কেহ তাঁহার নিকট সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে পারিল না, সকলেই পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন "একি সেই ব্যক্তি"? সকলেই ঘোর সন্দেহনয়নে দৃষ্টি করিতে লাগিল। য়িহুদীদের হৃদয়ে পলের প্রতি প্রবল অশ্রদ্ধার সঞ্চার হইল। এমন সময়ে অকস্মাৎ এক দিন জেরুসালেমের রাজপথে পলের পূর্ব্ববন্ধু বার্ণাবাসের * সহিত সাক্ষাৎ হইল। বার্ণাবাস পলের সহপাঠী ছিলেন। উভয়ে একত্রে সুবিখ্যাত অধ্যাপক গ্যামেলিয়েলের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বার্ণাবাস ইতিপূর্ব্বে খৃষ্টধর্ম্মে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি অনেকবার পলকে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। এবারেও পূর্ব্বের

---

* ইহাঁর জন্মভূমি সাইপ্রাস দ্বীপ, ইনি লিভাইট বংশে জন্ম গ্রহণ করেন এবং উত্তরকালে পলের সহিত প্রচারার্থ নানাদেশে গমন করিয়াছিলেন। লিভাইট বংশীয়েরা পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইত।

ন্যায় তাহাই বলিলেন। তখন পল ক্রন্দন করিতে করিতে বার্ণাবাসের পদতলে পতিত হইয়া আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা বিবৃত করিলেন। বার্ণাবাস বাল্যবন্ধুর এই অসাধারণ মত-পরিবর্ত্তন শুনিয়া বিস্ময় ও আহ্লাদে নিমগ্ন হইলেন, এবং তাঁহাকে লইয়া গিয়া প্রেরিতদিগের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। তাহারা তখন তাহাদিগের পরমশত্রুর এইরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া অপার আনন্দিত হইলেন এবং পলকে পরমসমাদরে প্রেমালিঙ্গন পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন। জেরুসালেমের চারিদিকে এই বার্ত্তা প্রচারিত হইয়া পড়িল, অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী দেশের সমাজ মধ্যেও এই সংবাদ উপস্থিত হইল যে, "সেই দুর্ব্বৃত্ত পল এখন খৃষ্টের পরম-ভক্ত হইয়া গিয়াছে"। সকলেই বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল। বিদ্বেষ-কণ্ডূয়নে য়িহুদীদিগের হৃদয় মন জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। মহাত্মা পল জেরুসালেমে পিটরের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, এবং মন্দিরে উপস্থিত হইয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন গ্রীসিয়ানেরা পলকে হত্যা করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইল। পলের প্রাণরক্ষা করা দুঃসাধ্য দেখিয়া শিষ্যেরা তাঁহাকে লইয়া কায়সেরিয়া নগরে প্রস্থান করিলেন; এবং তথা হইতে তাঁহাকে জন্মভূমি টার্সস নগরে পাঠাইয়া দিলেন। পল জেরুসালেমে পনর দিবস মাত্র অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই সময়ে জুডিয়া, স্যামেরিয়া প্রভৃতি দেশের সমাজ সকলে শান্তি বিরাজিত হইয়াছিল। লোকসংখ্যা দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইয়া সমাজকে পূর্ণ করিতেছিল, এইরূপে নবধর্ম্মের জ্যোতি ক্রমে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। এই সময়ে রোমীয় সম্রাট টাইবিরিয়সের মৃত্যু হয় এবং কালিগুলা তাঁহার পদে অধিরোহণ করেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

বিক্ষিপ্ত দল।

খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুত্থান ও বিস্তারের সময় রোমক-সাম্রাজ্যের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ অপরাহতবেগে চারিদিকে ধাবিত হইতেছিল। রোমীয় রাজশ্রী

ও জয়শ্রী দেবী অগণ্য নর নারীর আত্মার মহত্ত্ব ও স্বাধীনতা হরণ করিয়া সেই স্থানে নিজ সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতেছিল, রোমের বিজয়-বৈজয়ন্তী অনন্তআকাশ-নিম্নে বায়ুভরে হিল্লোলিত হইয়া জগৎবাসীর প্রাণে আতঙ্ক ও বিষাদের রেখা অল্পে অল্পে পাতিত করিতেছিল। মহাবীর সীজরের লোকাতীত তেজস্বিতা এবং পম্পীর অহঙ্কার-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সুবিশাল সাম্রাজ্যবাসী প্রজাপুঞ্জের হৃদয় কম্পিত হইয়াছিল। রোমক সাম্রাজ্যের এই দুর্দ্দমনীয় পরাক্রম খৃষ্টধর্ম্মের ঘোর প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া শৈশবদশাতেই ইহাকে গ্রাস করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে মুখব্যাদান করিতেছিল। পিটর ও জন্ প্রভৃতি নিরাশ্রয় শিষ্যেরা এই রাজশক্তির প্রবল প্রতিযোগিতার মধ্যে এই অসহায় শিশুর হস্ত ধরিয়া দুই এক পদ অগ্রসর হইতেছিলেন। আবার য়িহুদীসমাজের বিজাতীয় বৈরীভাব রোমীয় শাসনকর্ত্তাদিগের সহিত মিলিত হইয়া এই প্রতিকূল-স্রোতকে আরও প্রবলতর ও ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছিল। নবপ্রসূতশিশু সদৃশ খৃষ্টধর্ম্ম এই প্রচণ্ড প্রবাহের ভিতর পড়িয়া তখন হাবুডুবু খাইতেছিল। সে সময়ে ইহাদিগের ন্যায় সত্যানুরাগী জীবন্ত-বিশ্বাসী লোক অভ্যুদিত না হইলে এই বিশালতরু এতদিনে অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়া যাইত।

রোমীয় নরপতিবর্গ কেন এই নবধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে সময়ে রোমীয় শাসন-প্রণালীর সহিত ধর্ম্ম-প্রণালী, সম্মিলিত ছিল, সুতরাং ধর্ম্মপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে হইলে শাসন-প্রণালী পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইয়া পড়িত। এরূপ স্থলে যাহাদিগের হস্তে শাসন-কর্ত্তৃত্বভার ন্যস্ত ছিল, তাহারা যাহাতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রবল হইতে না পারে, সে জন্য যথাবিধি চেষ্টা করিত। যে বৎসরে মহাত্মা পল ডামস্কাস্ হইতে জেরুসালেমে প্রত্যাগমন করেন, সেই বৎসরে রোমীয় সম্রাট টাইবিরিয়সের মৃত্যু হয় এবং কালিগুলা তৎপদে অধিরূঢ় হয়েন, খৃষ্টের প্রতি টাইবিরিয়সের প্রভূত ভক্তি ছিল, তিনি

তাঁহার অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপ শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা তাঁহার সদস্যদিগের অভিমত হয় নাই। কালিগুলা একজন গর্ব্বিতস্বভাব লম্পট নিষ্ঠুর সম্রাট ছিল। ইহার অমানুষিক অত্যাচারে প্রজারা অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। এই সকল কারণে ঐতিহাসিকেরা কালিগুলাকে ক্ষিপ্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাস্তবিক তিনিও প্রায় সেইরূপ ছিলেন। তিনি সিংহাসনে অধিরোহণ পূর্ব্বক ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে, আমার প্রতিমূর্ত্তি সকল য়িহুদীদিগের উপাসনামন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যাহাহউক শাসনভার এই চঞ্চলপ্রকৃতি পুরুষের হস্ত হইতে অচির কাল মধ্যেই হস্তান্তরে সমর্পিত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ষ্টিফেনের মৃত্যু এবং পলের প্রবল অত্যাচারে শিষ্যদল নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রচণ্ড ঝটিকাবেগে কদলীকানন যেমন দিগ্বিদিকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে, পলের অবর্ণনীয় উপদ্রবে নিরাশ্রয় খৃষ্টসমাজের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল। সেই বিক্ষিপ্তদলের মধ্যে অনেকে জুডিয়া, স্যামেরিয়া, ডামস্কাস্ প্রভৃতি নানা স্থানে প্রস্থান করিয়াছিল। বহ্নিকণা যে দিকেই নিক্ষিপ্ত হউক, সেই দিককেই আলোকিত করিবে, সেইরূপ ঈশ্বরপ্রাণ বিশ্বাসী ব্যক্তি যে দেশেই গমন করুক, যে রাজ্যেই অবস্থিতি করুক, তাহার দ্বারা বিধাতার নাম মহিমান্বিত হইবে। ইহাদিগের মধ্যে মহাত্মা ফিলিপ স্যামেরিয়া দেশে গমন করিয়াছিলেন। তিনি গিয়া তথায় প্রচার করিতে লাগিলেন। স্যামেরিয়া দেশবাসী লোকেরা আসিয়া উৎসুকচিত্তে ফিলিপের প্রচারবার্ত্তা শ্রবণ করিতে লাগিল। তাঁহার জীবনপ্রদ কথা এবং প্রেমপূর্ণ সুমিষ্ট ব্যবহারের দ্বারা ক্রমে লোক সকল ফিলিপের নিকট আকৃষ্ট হইয়া প্রচারিতমতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে লাগিল। অনেক লোক ফিলিপের নিকট অভিষিক্ত হইল। তথায় সাইমন নামে একজন ঐন্দ্রজালিক বাস করিত, সেই ব্যক্তির অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে

তদ্দেশবাসী লোকেরা তাহাকে দেবতাবোধে সম্মান করিত। সাইমন যখন দেখিল যে, অনেক লোক তাঁহার প্রচারিত সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে, তখন সেও ফিলিপের নিকট গমন করিয়া এই নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। তাহাতে ফিলিপের সম্মান ও প্রতিপত্তি দশগুণে বর্দ্ধিত হইল, স্যামেরিয়া দেশের চারিদিকে তাঁহার নাম কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে জেরুসালেমবাসী শিষ্যেরা এই আশাপ্রদ সুসংবাদ শ্রবণগোচর করিল। স্যামেরিয়া দেশে বিধাতার নাম গৌরবান্বিত হইয়াছে শুনিয়া তাহাদের প্রাণ আনন্দনীরে নিমগ্ন হইল। তাহারা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক পিটর ও জনকে তথায় প্রেরণ করিলেন। পিটর স্যামেরিয়া দেশে কিছুদিন অবস্থানের পর জেরুসালেমে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন; এবং কিয়ৎকাল পরে বিদেশস্থ সমাজ সকল পরিদর্শনের জন্য যাত্রা করেন। পিটর নানাস্থানে অবস্থান ও প্রচার করত অবশেষে কায়সেরিয়া নগরে আসিয়া উপনীত হন। এই নগরে কর্ণেলিয়স নামে একজন রোমীয় শাসনকর্ত্তা অবস্থিতি করিতেন। এই ব্যক্তি একজন নিষ্ঠাবান্ ধর্ম্মপিপাসু লোক ছিলেন। পিটর তাঁহারই আহ্বানে কায়সেরিয়াতে আগমন করেন। পিটরের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কর্ণেলিয়স বন্ধুবান্ধব সমভিব্যহারে মহাসমারোহ পূর্ব্বক তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিতে যাত্রা করিলেন। পিটরের সাক্ষাৎকার মাত্র কর্ণেলিয়স তাঁহার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। পিটর তাঁহাকে উঠাইয়া বলিলেন "কি কর, আমিও তোমার মত মানুষ।" ইহারই নাম মহত্ত্ব! যাহারা ধর্ম্মপরায়ণ সাধুপুরুষের চরণালিঙ্গন বা পদরজ গ্রহণকে আধ্যাত্মিকতা বা প্রেম ভক্তি বৃদ্ধির হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এবং এই অমূলক ভ্রম-প্রণোদিত কুসংস্কারজালে নর নারীর চিত্তকে জড়িত করিবার জন্য প্রয়াস পান, তাহারা পিটরের এই অসাধারণ মহত্ত্ব দর্শন করুক। ইহা নিশ্চয় যে, কর্ণেলিয়স কোনরূপ আধ্যাত্মিক সম্পত্তি লাভের আকাঙ্ক্ষাতেই পিটরের

পদতলে পতিত হইয়াছিলেন। অপরদিকে ইহাও নিশ্চয় যে, পিটরের দৃঢ় প্রতীতি ছিল, মানুষ কুসংস্কারের সেবা করিলে কখন ধর্ম্ম লাভ করিতে পারে না। সেই জন্যই তিনি তীব্র ভাবে কর্ণেলিয়সকে এই অযথা কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিলেন। এই ঘটনার মধ্য দিয়া পিটরের চরিত্রগত মহত্ত্বের আর একটি উজ্জ্বল রেখা পরিলক্ষিত হইতেছে। সেটি সম্মানের প্রতি বিতৃষ্ণা। কি ধর্ম্মপলাবলম্বী সাধু পুরুষ, কি সংসারাসক্ত বিষয়ী ব্যক্তি সকলেই আপন আপন পদমর্য্যাদা অনুসারে মানব হৃদয়ের নিকট হইতে ন্যূনাধিক পরিমাণে শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে। এই সম্মান ও সুখ্যাতি লালসায় অনেক নিষ্কলঙ্ক ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির জীবনের পতন হইয়াছে। পিটরের এই আচরণ দ্বারা বোধ হইতেছে যে, তিনি এই সম্মান-লালসাকে আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। যাহাহউক কর্ণেলিয়স পিটরের মুখনিঃসৃত ভক্তিভাবপূর্ণ সুমধুর বাক্যপরম্পরা শ্রবণগোচর করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার নিকট এই নবাভ্যুদিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। কর্ণেলিয়স কেবল একাকী নয়, তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিল। ও দিকে বিক্ষিপ্ত দলের কতিপয় ব্যক্তি সিরিয়া দেশের অন্তর্গত এণ্টিয়ক নগরে গমন করিয়াছিল। এই নগর জেরুসালেম হইতে ৩০০ তিন শত মাইল উত্তরে অবস্থিত। ইহা একটি প্রভূত সমৃদ্ধিসম্পন্ন প্রাচীন নগর, এখন ইহা ভগ্নাবশেষে পরিণত হইয়াছে। এই নগরের চারিদিক সুদৃঢ় উন্নত প্রাচীরমালায় পরিবেষ্টিত ছিল। ইহার বক্ষোপরি সমুজ্জ্বল রৌপ্য ও সুবর্ণ-বিমণ্ডিত সুরম্য হর্ম্ম্যনিচয় ঐশ্বর্য্য ও সৌভাগ্যের সাক্ষ্য দান করিত; এবং মধ্যে মধ্যে বিবিধ-পুষ্পবিকশিত রমণীয় কাননরাজি বিদ্যমান থাকিয়া ইহাকে অশেষ শোভার আস্পদ রূপে পরিগণিত করিতেছিল। সিলপিয়াস্ পর্ব্বতের শৈলশ্রেণী ক্রম নিম্নভাবে ইহার পার্শ্বে শোভা পাইত; মৃদু-প্রবাহিনী অরণ্টসের তরঙ্গমালা কল কল স্বরে এণ্টিয়কের মধ্য দিয়া বাহিত

হইত। নানাদেশীয় বিবিধ শ্রেণীর লোক এই নগরে অবস্থিতি করিত। নাগরিকদিগের মধ্যে অধিকাংশ জেণ্টাইল * শ্রেণীর লোক, য়িহুদীরা ইহার মধ্যে বিস্তৃত উপনিবেশ স্থাপন করিয়া অবস্থিতি করিত, নগর-বাসী ধনীরা নিতান্ত বিলাসপরায়ণ এবং দূষিতচরিত্র ছিল। এই বহুধনজনপূর্ণ সৌভাগ্যসম্পন্ন নগরে খৃষ্টশিষ্যেরা আসিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। গ্রীসিয়ানেরা আসিয়া তাহাদিগের উপদেশ ও প্রচারে যোগ দিতে লাগিলেন। তাহারা অচিরকাল মধ্যেই শিষ্যদলের অনুবর্ত্তী হইয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিল। গ্রীসিয়ানদিগের এই আশ্চর্য্য মত পরিবর্ত্তনের সমাচার জেরুসালেম নগরে উপস্থিত হইল। প্রেরিতেরা তচ্ছ্রবণে হর্ষ ও বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া বিধাতার বিচিত্র শক্তিকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন; এবং বার্ণাবাসকে এণ্টিয়ক নগরে প্রেরণ করিল। যে সময়ের ঘটনাবলী বিবৃত হইতেছে, তখন একস্থান হইতে অন্য স্থানে সংবাদ প্রেরণের জন্য কোনরূপ সুবিধা ছিল না। লোকে পর্য্যটকদিগের দ্বারা সংবাদ প্রেরণের কার্য্য সম্পন্ন করিত। এণ্টিয়ক নগর হইতে এই যে সমাচার জেরুসালেমে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাও এইরূপে। যাহাহউক বার্ণাবাস এণ্টিয়কে উপস্থিত হইয়া তথাকার লোকদিগের অবস্থা এবং ভাবগতি বিশেষভাবে পর্য্যব-লোকন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে নগরবাসীদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মের নিমিত্ত অভাব বোধ হইয়াছিল—অধিকাংশের চিত্ত উন্মুখিত হইয়াছিল। এই শুভ সময়ে বার্ণাবাস্ ধর্ম্মান্ন বিতরণের জন্য নগরবাসীদিগের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বার্ণাবাসের অগ্নির ন্যায় জলন্ত বিশ্বাস, পরমে-শ্বরের প্রতি প্রাণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা, সত্যের প্রতি দৃঢ়তা এবং জীবনের অকপট প্রেমিকতা সন্দর্শন করিয়া অনেকে মোহিত হইয়া গেল। অনেকে আসিয়া তাঁহার নিকট খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। বার্ণাবাস এণ্টিয়ক নগরে কিছুদিন অবস্থান করিয়া পলকে আনিবার জন্য টার্সসে

* ইহারা য়িহুদী জাতি হইতে স্বতন্ত্র এবং বহুদেবোপাসক ছিল।

যাত্রা করিল। কেন তিনি পলকে আনিবার জন্য যাত্রা করিলেন। তিনি বিশিষ্টরূপে আলোচনা এবং চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আমা অপেক্ষা যদি একজন অধিকতর যোগ্যতা ও ক্ষমতাসম্পন্ন লোক আসিয়া এই নগরবাসীদিগের মধ্যে কার্য্যারম্ভ করে, তাহা হইলে প্রচুর পরিমাণে কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। এই বিবেচনা করিয়া তিনি পলকে উপযুক্ত পাত্র বলিয়া মনোনীত করিলেন এবং সেই জন্যই তাঁহার উদ্দেশে টার্সসাভিমুখে পোতারোহণে যাত্রা করিলেন। কায়সেরিয়া হইতে পলকে বিদায় করিয়া দেওয়ার পর হইতে, আমরা এ পর্য্যন্ত পলের কোন অনুসন্ধান লই নাই। তিনি জন্মভূমিতে উপস্থিত হইয়া কিরূপ ছিলেন, কি করিতেছিলেন, তাহার কোনরূপ বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় না। তবে বোধ হয়, তিনি ভাবী-সংগ্রামে অবতরণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিরূপ উপায় অবলম্বন দ্বারা সমরে জয়লাভ করিতে হইবে, কিরূপে নরনারীর হৃদয়ে এই নবধর্ম্মের আলোক বিকিরণ করিতে এবং তজ্জন্য বিবিধ বিঘ্ন-কণ্টক অতিক্রম করিতে হইবে, এই সকল বিষয় স্থিরভাবে প্রার্থনা সহকারে নির্ণয় করিতেছিলেন। সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বক্ষণে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া যোদ্ধা যেমন অপেক্ষা করে; পলও সেইরূপ অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে বার্ণাবাসও তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া রণভেরী বাদন পূর্ব্বক সমরে আহ্বান করিলেন। কতকাল পরে প্রিয়বন্ধু বার্ণাবাসের সাক্ষাৎলাভ করিয়া পলের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি একে একে সকল সংবাদ তাঁহার নিকট হইতে শ্রবণ করিলেন এবং কাল বিলম্ব না করিয়া বার্ণাবাসের সহিত এণ্টিয়ক নগরে যাত্রা করিলেন।

পল এণ্টিয়কে উত্তীর্ণ হইয়া ঘোর পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলেন। বহু দেবোপাসনাপূর্ণ নগরে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের নাম পরিকীর্ত্তিত হইতেছে, দেবমন্দির সকল খৃষ্টশিষ্যদিগের ভজনাগারে পরিণত হইয়া

অমন্তদেবের গুণগানে পূর্ণ হইতেছে, শত শত বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী প্রাচীন তন্ত্রের লোক খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইত্যাদি নানাবিধ অভূতপূর্ব্ব আকস্মিক পরিবর্ত্তন নিরীক্ষণ করিয়া পলের হৃদয় যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। অপর দিকে সত্যবিস্তারের জন্য তাঁহার মন অদম্য উৎসাহে অধীর হইয়া উঠিল। তাঁহারা উভয়ে নগরের মধ্যভাগে 'সিঙ্গন' নামক বিস্তৃত রাজপথে প্রচার করিতে লাগিলেন। এই স্থানে অগণ্য জনস্রোত বিষয় বাণিজ্যে ব্যাপৃত হইয়া নিরন্তর গতায়াত করিত। পল ও বার্ণাবাস এই বহুজনসমাকীর্ণ স্থানে নির্ভয় হৃদয়ে সুসমাচার ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইল। নাগরিকদিগের চিত্ত ইঁহাদিগের অমায়িক ব্যবহার এবং অকপট ভ্রাতৃত্বে মোহিত হইয়া যাইতে লাগিল; এবং অপর দিক দিয়া পল ও বার্ণাবাসের সত্য-বিশ্বাসানুপ্রাণিত স্ফুলিঙ্গবৎ কথা সকল সতেজ বীজের ন্যায় তাহাদিগের উন্মুখপ্রায় হৃদয়ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ভগবানের কৃপার সুশীতল বারিধারা বর্ষিত হইয়া অচিরকাল মধ্যে সেই বীজ সকলকে অঙ্কুরে এবং অঙ্কুর হইতে সুশোভন ফলফুলসম্পন্ন বৃক্ষে পরিণত করিয়া তুলিল। অনেক লোক এই আলোক গ্রহণ করিতে লাগিল। এই নবাগত অভিষিক্ত দিগের মধ্যে অধিকাংশ জেণ্টাইল শ্রেণীর লোক ছিল। এণ্টিয়ক নগরের অভিষিক্ত ব্যক্তিরাই প্রথমে খৃষ্টিয়ান * উপাধি প্রাপ্ত হয়। বাইবেলের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, ইতিপূর্ব্বে শিষ্যেরা কোথাও এই আখ্যায় অভিহিত হয় নাই। যে উপাধি-ভূষণে আজ ভূমণ্ডলবাসী অধিকাংশ জাতি বিভূষিত হইয়া রহিয়াছে—তাহা এইরূপে এণ্টিয়ক নগর হইতে প্রথম উৎপন্ন হয়। তাঁহাদিগের প্রচারিত মত উত্তরোত্তর বিস্তৃত হইতে দেখিয়া পল ও বার্ণাবাসের হৃদয় আশা ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া

* খৃষ্টিয়ান শব্দ ক্রিষ্টস্ Christos নামক গ্রীক শব্দ হইতে উৎপাদিত। ক্রিষ্টস্ শব্দের অর্থ অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা। তাহারা ক্রিষ্টসের অনুবর্ত্তী হইল বলিয়াই বোধ হয় 'খৃষ্টিয়ান' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

উঠিতে লাগিল। এইরূপ প্রভূত উদ্যম ও উৎসাহের সহিত প্রচারে তাঁহাদিগের এক বৎসর অতিবাহিত হইতে চলিল, তাঁহাদের পরিশ্রম ধন্য হইল বিধাতার নাম মহিমান্বিত হইল। এইরূপে খৃষ্টধর্ম্মরূপ বিশাল-বিটপীর বীজ জেরুসালেমে নিক্ষিপ্ত হইয়া এণ্টিয়কের উর্ব্বরক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। অল্পকাল মধ্যেই এণ্টিয়ক নগর খৃষ্টশিষ্যদিগের কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইল। এই সময়ে কয়েকজন ভবিষ্যদ্বক্তা জেরুসালেম হইতে আসিয়া এণ্টিয়ক নগরে উপস্থিত হয়। বাইবেলে উল্লিখিত আছে যে, তাহাদের মধ্যে এগাবাস্ নামক এক ব্যক্তি ভবিষ্যদ্দর্শিতার দ্বারা বলিল ক্লডিয়স্ সম্রাটের রাজত্বকালে মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে। বোধ হয়, সে সময়ে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ার কারণ সকল ঘটিয়াছিল। যাহাহউক সে সময়ে সত্য সত্যই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। এণ্টিয়ক নগরবাসী শিষ্যেরা যথাসাধ্য অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিল এবং সেই সকল একত্রে সমীকৃত করিয়া পল ও বার্ণাবাসের হস্তে দিয়া জেরুসালেমে পাঠাইয়া দিলেন। পল ও বার্ণাবাস, সেই উদ্দেশ্যে জেরুসালেম যাত্রা করিলেন। খৃষ্টীয় শকের ৪৪ চোয়াল্লিশ বৎসর সময়ে এই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রথম প্রচার যাত্রা।

পল ও বার্ণাবাস জেরুসালেমে উপস্থিত হইয়া এক অতি দুর্দ্দৈব ঘটনা অবলোকন করিলেন। শিষ্যদিগের মুখমণ্ডল বিষাদচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহারা শোকসন্তাপিত চিত্তে ম্লানভাবে দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতেছে। সমগ্র দেশবাসী লোক যাহাদিগের প্রতিকূলে,—তাহাদিগের বিপদ সম্ভাবনাত প্রতিক্ষণে। ওদিকে এণ্টিয়ক নগরে বিপুলবিঘ্নজাল অতিক্রম করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম উন্নতির দুই এক সোপানে অধিরোহণ করিয়াছে—আর এদিকে জেরুসালেমে নবোত্থিত অঙ্কুরকে

সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য প্রবল অত্যাচার বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। হেরোদ-এগ্রিপা রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া জেরুসালেমের মণ্ডলীমধ্যে যৎপরোনাস্তি নির্য্যাতন আরম্ভ করিয়াছে। যদিও এগ্রিপা একজন নিতান্ত নীচাশয় ও পাপাসক্ত পুরুষ ছিলেন, তথাচ তিনি য়িহুদীজাতির প্রাচীন রীতি নীতি এবং ধর্ম্মপ্রণালী সকলকে নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে যাজন করিতেন। এই কারণেই এই নবাভ্যুদিত খৃষ্টসম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছিল। এই বিদ্বেষাগ্নি ক্রমে এরূপ প্রবল হইয়া উঠিল যে, তিনি তাহাদের মধ্যে একজনকে হত্যা করিয়া ফেলিলেন। দুর্ব্বৃত্ত নরপতি এগ্রিপার নিষ্কোষিত শাণিত অসিঘাতে খৃষ্টের প্রিয় শিষ্য ঈশ্বরভক্ত জেমসের কোমলকণ্ঠ দ্বিধা হইয়া গেল, তাঁহার কণ্ঠ নিঃসারিত উষ্ণ শোণিতপ্রবাহে জেরুসালেমের পুণ্যভূমি কলুষিত হইতেছে। জেরুসালেম! তোমার বক্ষে কতবার না রক্তধারা পতিত হইয়াছে? তোমার বক্ষে কত ঈশ্বরভক্ত সাধুপুরুষ নিরপরাধে গো মেষাদি ইতর পশুর ন্যায় নিহত হইয়াছে, অত্যাচারনিপীড়িত শিষ্য দলের দুঃখতাপবিমিশ্রিত উষ্ণ নিঃশ্বাসে কতবার তোমার বায়ু কলুষিত হইয়া গিয়াছে, নিরীহ সাধুদিগের কণ্ঠ হইতে কতবার মৃত্যু যন্ত্রণা নিবন্ধন মর্ম্মভেদী আর্ত্তধ্বনি উত্থিত হইয়া তোমার আকাশকে পূর্ণ করিয়াছে। কে বলে, তুমি পুণ্যভূমি? না না, তুমি একটি রুধিরানুরঞ্জিত কঙ্কালময় ভীষণ বধ্যভূমি। নিরাশ্রয় ঈশ্বর-পরায়ণ শিষ্যেরা যখন তখন তোমার প্রাঙ্গণে নিহত হইত। তোমার ধর্ম্মাধিকরণ সকল অধর্ম্ম ও অসত্যের নিকেতন স্বরূপ ছিল, তোমার স্যানহিড্রিম সভা তখন একটি সুবিস্তৃত বধামঞ্চ ছিল, ঈশ্বরনিষ্ঠ সাধুপুরুষদিগের হস্ত পদ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তথায় লইয়া যাওয়া হইত, নির্ম্মম ঘাতকেরা যথেচ্ছামত তাহাদিগকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইত। ধর্ম্মের নামে সত্যের নামে তোমার মধ্যে যে সকল অমানুষিক বীভৎস ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে; তাহা চিন্তা করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, স্মরণে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। এই

সকল নিরন্তর পাপাচরণের দ্বারাই বুঝি তুমি উৎসন্নদশা প্রাপ্ত হইয়াছ; তাই বুঝি, এখন বিজন অরণ্যে পরিণত হইয়া জগতের নিকট অনুতাপ-কাহিনী কীর্ত্তন করিতেছ?

নৃশংস এগ্রিপার ইহাতেও দুরাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হইল না, জেমসের কণ্ঠচ্ছেদেও তাঁহার মন সান্ত্বনা পাইল না। তিনি তথাকার অগ্রণীস্বরূপ মহাত্মা পিটরকে হত্যা করিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং তাঁহাকে দুই গাছি সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খলে [illegible] বন্ধন পূর্ব্বক কারাগারে অবরুদ্ধ করিলেন। ষোলজন পরাক্রান্ত সৈন্য তাঁহাকে দিবানিশি রক্ষা করিতে লাগিল। এগ্রিপা মনস্থ করিয়াছিলেন যে, কিছুকাল পরে ইহাকে বন্দীদশা হইতে মুক্ত করিয়া বধ করিব। একে জেমসের বিনাশে শিষ্যদিগের হৃদয় শোক ও দুঃখে অভিভূত হইয়া রহিয়াছে, তাহার উপর আবার অনতিকালমধ্যেই পিটরের এই দশা দেখিয়া তাহাদের প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। পার্থিব আশা ভরসা, সহায় সম্বল ইহাদিগের কিছুই নাই, পৃথিবীতে ইহারা নিরাশ্রয়-নিঃসম্বল। ইহারা তবে এই নিদারুণ বিপদের সময় কি করিল? নিরাশার আশা যিনি—অসহায়ের সহায় যিনি, হীনবলের বল যিনি, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। যে প্রার্থনার দ্বারা তাহারা একবার বাঁচিয়াছে, নবজীবনের জ্যোতি লাভ করিয়াছে, ইহসংসারে রোগে শোকে দুঃখে বিপদে তাহারা যে প্রার্থনার উপর নির্ভর করিয়া জীবিত রহিয়াছে; সেই অশেষ-হিতকারিণী প্রার্থনাকে অবলম্বন করিল। জেরুসালেমে মেরির গৃহে * পিটরের মুক্তির জন্য শিষ্যেরা দলবদ্ধ হইয়া একান্ত মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এখন পাঠক! বলুন দেখি, পিটরের কারামুক্তি হইবে কিনা? কি বলিতেছি! যাহার শক্তির নিকটে পৃথিবীর পরাক্রান্ত নরপতি ও সম্রাটদিগের সমীকৃত দুর্জ্জয় শক্তি নিমেষে

* ইনি বার্ণাবাসের ভগ্নী, মার্কের মাতা। এই মার্ক পল ও বার্ণাবাসের সহিত এই প্রথম প্রচার যাত্রায় গমন করেন।

ছারখার হইয়া যায়,—যাহার শক্তিতে মেদিনী টলটলায়মান হয়,—বিধাতার সিংহাসন কম্পিত হইয়া যায়, সেই দুর্দ্দমনীয় অপার শক্তির নিকট একজনের কারামুক্তিত অতি সহজ এবং সামান্য ব্যাপার। ইহা কল্পনা নয়, কবিত্ব নয়, অবিশ্বাসি! প্রার্থনা করিয়া দেখ, প্রার্থনার শক্তি কি অনির্ব্বচনীয়! অচিরে বিধাতার নিকট এই তাড়িতদলের প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল, পিটর রজনীযোগে কারাবিমুক্ত হইয়া বন্ধুগণের সমীপে উপনীত হইলেন। তাহারা পিটরকে পাইয়া ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ সহকারে উল্লাসধ্বনি করিতে লাগিলেন। পল ও বার্ণাবাস সমাজের এই বিপদ দেখিয়া চিন্তিত হৃদয়ে এতদিন অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহারা সেই সাধারণ-সংগৃহীত অর্থ প্রদান করিয়া এন্টিয়কে আগমন করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। পল ও বার্ণাবাস মার্ককে সমভিব্যাহারে লইয়া এন্টিয়ক নগরে যাত্রা করিলেন। এন্টিয়কে উপস্থিত হইয়া পল ও বার্ণাবাস অন্যান্য বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইয়া উপবাস সহকারে ভজন সাধন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহাদিগের নিকট আদেশ হইল "আমি যাহার জন্য পল ও বার্ণাবাসকে মনোনীত করিয়াছি, আমার সেই কার্য্যের জন্য তোমরা তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দাও," এই আদেশধ্বনি তাঁহাদিগের সকলেরই হৃদয়ে উপস্থিত হইয়াছিল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহারা সকলে একান্তহৃদয়ে নিবিষ্টমনে প্রার্থনা সহকারে চিন্তা করিতেছিল, যে, কিরূপে তাহাদিগের মত দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিত হইবে; কিরূপে বিপক্ষকুলের তাড়না এবং প্রবল প্রতিকূলতার মধ্য দিয়া ভগবানের সত্যালোক মানবরাজ্যে বিকীর্ণ হইয়া পড়িবে? এই সকল অত্যাবশ্যকীয় গুরুতর প্রশ্নাবলীর দ্বারা একদিকে যেমন তাহাদিগের হৃদয় আন্দোলিত হইতেছিল, অপরদিকে তাহারা ব্যাকুলপ্রাণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছিল যে "হে ভগবান, আমাদিগকে এমন কিছু উপায় দেখাইয়া দাও, যদ্দ্বারা তোমার এই ধর্ম্ম বিশেষরূপে জগতে প্রচার হইতে পারে" এই ব্যাকুলতাপূর্ণ সরল প্রার্থনার

মধ্য দিয়া বিধাতার আদেশবাণী স্বর্গীয় আলোকে প্রতিভাসিত হইয়া বলিল "তোমরা পল ও বার্ণাবাসকে প্রচারার্থ পাঠাইয়া দাও," বলা বাহুল্য যে, ইহাঁরা উভয়ে প্রচারের জন্য উৎসুক হৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছিল। বন্ধুবর্গ উৎফুল্ল প্রাণে তাঁহাদিগকে বিদায় দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সকলে সম্মিলিত হইয়া হৃদয়ের গাঢ়প্রীতি এবং বাৎসল্যের সহিত নানা কথোপকথন করিলেন এবং ভগবানের সত্যবীজ বপনের জন্য এই বিপুল বিঘ্নবিপদসাঙ্কুল সংসারে এই দুই যুবককে পাঠাইয়া দিলেন। মার্ক তাঁহাদের সহিত গমন করিলেন, তাঁহারা অরণ্টস্ নদীবক্ষে নৌকারোহণ পূর্ব্বক বন্ধুদিগের নিকট বিদায় লইয়া যাত্রা করিলেন। বিদায় কালে বন্ধুগণের নয়নে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইল। পাঠক! দেখুন দেখি এদৃশ্য কি চমৎকার, কি আনন্দপ্রদ! বিধাতার নামে মানুষ সংসারের সকল আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করত সকল সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া পরমস্নেহাধার জনক জননী এবং বন্ধু-বান্ধবদিগকে ত্যাগ করিয়া জগৎবাসীর সেবার জন্য,—নর নারীকে মুক্তিপথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য,—আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়া গমন করিতেছে; শত বিঘ্ন বিপদ আসুক তাহা বহন করিবে, পৃথিবীর লোক প্রহার ও অপমান করুক, নিন্দা ও নির্য্যাতন করুক সে সকল অম্লানবদনে নীরবে মস্তক পাতিয়া সহ্য করিবে, মনুষ্য জাতি তাহার বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া জীবন সংহারে প্রবৃত্ত হউক, সে তথাপি প্রেমবাহু বিস্তার করিয়া জগৎকে আলিঙ্গন করিবে। কি মহত্ব! কি অলৌকিক প্রেম! ধিক্ থাক, আমার মত হতভাগ্যকে যে, ভগবানের নামে কণাপরিমাণ স্বার্থকেও ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয়। পল! তুমি অগ্রসর হও, তোমার প্রচারযাত্রার প্রতি জগৎ সোৎসুক নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে। যাহাহউক তাঁহারা তরণীযোগে সিলিউসিয়া বন্দরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। ভূমধ্যসাগরের শত শত অর্ণবপোত বিচিত্র বর্ণের পতাকাশ্রেণী উড্ডীয়মান করিয়া ইহার তটে শোভা পাইতেছে।

পল ও বার্ণাবাস এই স্থান হইতে পোতারোহণ পূর্ব্বক সাইপ্রাস দ্বীপে যাত্রা করিলেন, সাইপ্রাস দ্বীপ বার্ণাবাসের জন্মভূমি। ইহাঁদিগের অর্ণবপোত ভূমধ্যসাগরের সুনীলতরঙ্গায়িত বিশালবক্ষ ভেদ করিয়া গমন করিতে লাগিল। উপরে—অসীমকল্প সুনীলনভোমণ্ডল, নিম্নে—তরঙ্গকল্লোলিত অনন্তনীলিমাময় সাগরবক্ষ; পরমেশ্বরের এই বিবিধবৈচিত্রপূর্ণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া বিধাতার অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দুইটী আত্মা নীরবে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রে গমন করিতেছে। কিছুকাল পরে তাঁহারা সাইপ্রাস দ্বীপের অন্তর্গত স্যালামিস্ নামক নগরে উত্তীর্ণ হইলেন। এই নগরে য়িহুদীদিগের উপাসনামন্দির ছিল, পল ও বার্ণাবাস মন্দিরে গিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। এই স্থানে কিছুদিন অবস্থানের পর তাঁহারা এই দ্বীপের পশ্চিমোপকূলস্থিত প্যাফস্ নগরে গমন করিলেন। সাইপ্রাস দ্বীপ তখন রোমীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং শাসনকর্ত্তা সার্জিয়াস্ পলস্ নামক এক ব্যক্তি এই নগরে অবস্থিত করিত। এই জ্ঞানবান্ ব্যক্তির অন্তরে ধর্ম্মের জন্য পিপাসা ছিল, ইহার হৃদয় সরলতা এবং সত্যের প্রতি প্রবল অনুরাগে পূর্ণ; সাইপ্রাস্ দ্বীপে সে সময়ে সাকারোপাসনা বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। জড়পুত্তলিকার পূজা করিয়া পলসের মন পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই। তাঁহার সত্যানুসন্ধিৎসু হৃদয় কোন প্রাণপ্রদ সত্যধর্ম্মের নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছিল, এমন সময়ে পল ও বার্ণাবাস তথায় গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। এই ব্যক্তি তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পরমার্থ বিষয়ের আলোচনার নিমিত্ত পরম সমাদরে ইহাঁদিগকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। সার্জিয়াস্ পলসের নিকটে বারজিজাস্ নামক একজন কুটিলহৃদয় ঐন্দ্রজালিক ছিল। এই সময়ে রোম-সাম্রাজ্যের নানা স্থানে এই সকল ধূর্ত্তস্বভাব ঐন্দ্রজালিকদিগকে দেখা যাইত। ইহারা বিবিধ কৌশল অবলম্বন করিয়া লোকের নিকট হইতে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ ও প্রতিপত্তি উপার্জ্জন করিত। এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে, সে সময়ে এই সকল দেশবাসী লোকের হৃদয়

কুসংস্কারের গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। কুসংস্কারের এতদূর প্রভুত্ব যেখানে, সেখানকার ধর্ম্মের অবস্থা কিরূপ, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। যাহাহউক এই দুরাশয় ব্যক্তির একান্ত ইচ্ছা যে, যাহাতে সার্জ্জিয়সের সহিত পল ও বার্ণাবাসের সাক্ষাৎ না হয়। এই জন্য সে যথাসাধ্য ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে সচেষ্ট হইল। পলের জীবনচরিত লেখকেরা বলেন যে, তিনি এই ঐন্দ্রজালিকের কুমন্ত্রণা জানিতে পারিয়া ঐশীভাবপূর্ণ নেত্রে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "তুমি কি পরমেশ্বরের সরল পথ বক্র করিতে নিরস্ত হইবে না, দেখ প্রভুর হস্ত তোমার উপরে তুমি অন্ধ হইয়া যাইবে এবং কতকদিন সূর্য্য দেখিতে পাইবে না।" এই কথা বলিবামাত্র সেই হতভাগ্য ব্যক্তির চক্ষু অন্ধ * হইয়া গেল। সার্জ্জিয়াস্ পলের সহিত ধর্ম্ম ও মুক্তিতত্ত্বের বিষয়ে বিবিধ আলোচনা এবং তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস ও প্রীতিপূর্ণ জীবন সন্দর্শন করিয়া মনে আনন্দ ও পরিতৃপ্তি প্রাপ্ত হইল, তাঁহার সত্যজিজ্ঞাসুহৃদয় সত্য প্রাপ্ত হইল, তিনি পলের নিকট খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। বলা বাহুল্য যে, পলের পূর্ব্বনাম সল ছিল, অনেকে বলেন—তিনি এই সাইপ্রাস দ্বীপের শাসনকর্ত্তা সার্জ্জিয়াস্ পলস্‌কে অভিষিক্ত করিয়া 'পল' নামে অভিহিত হয়েন। একথা কতদূর সত্য, তাহা বলা যায় না, তবে অবিশ্বাসেরও কোন কারণ নাই, হইতে পারে যে পলস্‌কে স্বমতে আনিয়া নিজে পল নামে আখ্যাত হইলেন। দেশাধিপতির মতপরিবর্ত্তন দেখিয়া তথাকার অনেকে পলের অনুসরণ করিল।

---

* পলের জীবনে মধ্যে মধ্যে এইরূপ অনেক আশ্চর্য্য ক্রিয়ার (miracle) উল্লেখ আছে, কিন্তু আমরা এ সকলে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। আমাদের দেশের প্রাচীন যোগীদের এবং বর্ত্তমান সময়ে থিওসফি সম্প্রদায়ের নেতা কর্ণেল অলকট সাহেবের অনেক আশ্চর্য্য ক্রিয়ার কথা শুনিয়াছি। এই সকল ব্যাপার মানবপ্রকৃতি এবং নৈসর্গিক নিয়মের বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করি এবং ইহারা সাধন পথেরও কিছুমাত্র অনুকূল নহে।

তথা হইতে তাঁহারা উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়া পোতারোহণে প্যাম্ফেলিয়া প্রদেশের রাজধানী পের্গা নগরে উপনীত হইলেন। এই নগর ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্ত্তী সমুদ্রতীর হইতে প্রায় সাত মাইল উত্তরে স্থিত। এই স্থান হইতে তাঁহাদের সমভিব্যাহারী মার্ক জেরুসালেম অভিমুখে যাত্রা করিল, সে আর ইহঁাদের সহিত যাইতে ইচ্ছুক হইল না। তাহার কারণ এই যে, মার্ক একজন পিটরের মতানুবর্ত্তী অনুগত ব্যক্তি ছিল। এই সময়ে মতবিশেষ লইয়া পলের সহিত পিটরের ঘোর বিসম্বাদ উপস্থিত হইত। পিটরের হৃদয় কিয়ৎপরিমাণে সঙ্কীর্ণ এবং জাতীয়তার একান্ত পক্ষপাতী ছিল। তাঁহার ইচ্ছা যে, নবজাত খৃষ্টধর্ম্ম জাতীয়তার সীমামধ্যে নিবদ্ধ থাকুক, ইহা কেবল য়িহুদী জাতির ধর্ম্ম হউক। য়িহুদী ভিন্ন অপর জাতি—বিজাতিদিগের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম বিস্তারিত হওয়া পিটরের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। কিন্তু পল এই সঙ্কীর্ণতার ঘোর প্রতিপক্ষ ছিলেন, তিনি খৃষ্টধর্ম্মকে সমগ্র মানবজাতির ধর্ম্মরূপে সাধারণের সম্পত্তিরূপে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশাল ও উন্নত হৃদয় এই অনুদারতার প্রতিকূলে নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া এই নবধর্ম্মকে সার্ব্বভৌমিকতার অনন্ত আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। আমাদের দেশে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যেও এইরূপ দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লোকের ইচ্ছা যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতক্ষেত্রের চতুঃসীমা মধ্যে নিবদ্ধ থাকিয়া হিন্দুজাতির ধর্ম্মরূপে অবস্থিতি করুক, আর একদল ইহাকে সমগ্র নরলোকের ধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। একদলের মনে হিন্দুভাব, আর একদলের মনে মানবভাব—সার্ব্বভৌমিকভাব। ইহা অতি সত্য কথা যে, মহাত্মা পল অভ্যুদিত না হইলে খৃষ্টধর্ম্ম কোথায় কোন্ গণ্ডীর মধ্যে এতদিন রেখাকারে পড়িয়া থাকিত। পল ইহাকে বিশ্বজননীভাবে গ্রহণ করিয়া জগতে বিস্তার করিলেন, জাতি ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে জগৎবাসী নরনারীর জন্য এই বিশাল ধর্ম্ম মন্দিরের দ্বার

উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। যে ধর্ম্মরূপ সুস্নিগ্ধ সলিলে আজ জুস্, জেণ্টাইল, গ্রীক, রোমক, ইংরাজ ও ফরাসি প্রভৃতি পৃথিবীর সকল জাতি সকল সম্প্রদায় শ্রান্ত কলেবরে অবগাহন করিয়া শান্তি ও আরাম সম্ভোগ করিতেছে, অনেক তৃষ্ণার্ত্ত নর নারীর তৃষ্ণাক্লেশ নিবারিত হইতেছে, সেই শান্তিপ্রদ সুশীতল বারি পল জন্ম গ্রহণ না করিলে, য়িহুদীজাতির হৃদয়কূপে নিহিত থাকিয়া এতদিন বিষাক্ত ও পঙ্কিল হইয়া যাইত। এই জন্যই বিধাতা পলকে আনয়ন করিলেন। যে বীজ কয়েকটি লোকের হৃদয়ক্ষেত্রেমাত্র পতিত হইয়াছিল, তিনি সেই বীজ আনিয়া সার্ব্বভৌমিকতার সুবিস্তৃত ক্ষেত্রে রোপণ করিলেন। এই কারণেই পলের সহিত পিটরের সময়ে সময়ে বিবাদ উপস্থিত হইত। তাঁহার জীবন কি মহত্বে পূর্ণ ছিল, তিনি খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য বাহিরে শত সহস্র প্রকার প্রতিকূলতার সহিত নিরন্তর সংগ্রামে ব্যাপৃত হইয়া লোকের নিকট হইতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রহার ও তিরস্কার সহ্য করিয়াছেন এবং গৃহে বন্ধুবান্ধবদিগের সহিতও বিবাদএবং অশান্তিতে কালযাপন করিয়াছেন, তাঁহার এক হস্ত বাহিরের শত্রুকুলের আক্রমণ নিবারণের জন্য প্রসারিত থাকিত, অপর হস্ত আভ্যন্তরিক বিসম্বাদ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিত। পলের সঙ্গী মার্ক পিটরের মতানুবর্ত্তী ছিল, সেই জন্য জেণ্টাইলদিগের মধ্যে প্রচার করা তাহার অভিপ্রেত ছিল না। পলের সহিত থাকিলে তাহাকে মত বিরুদ্ধ কার্য্যে যোগদান করিতে হইত; এই কারণে তাঁহারা প্যাম্ফেলিয়া প্রদেশে উত্তীর্ণ হইবার সময়ে মার্ক পৃথক হইয়া জেরুসালেম অভিমুখে যাত্রা করিল। পল ও বার্ণাবাস পের্গা নগরে উপস্থিত হইলেন। এই সময় বসন্ত ঋতুর অন্তিমাবস্থা অথবা গ্রীষ্মের প্রারম্ভ কাল, দুঃসহ গ্রীষ্মের আতিশয্যে নগরবাসী অধিকসংখ্যক লোক পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করিয়াছিল। সুতরাং তাঁহারা এই জনশূন্যপ্রায় নগর পরিত্যাগ করিয়া উত্তরদিকে গমন পূর্ব্বক এণ্টিয়ক নগরে উত্তীর্ণ হইলেন। এ এণ্টিয়ক নগর পিসিডিয়া প্রদেশের অন্তর্গত। পলের প্রচারযাত্রা মধ্যে

দৃষ্ট হয় যে, তিনি কোন স্থানে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে দেখিতেন, তথায় কোন য়িহুদীদিগের উপাসনা-মন্দির আছে কি না; যদি থাকিত তাহা হইলে তথায় গমন করিতেন। তখন য়িহুদীদিগের ভজনালয়ে উপাসনা-প্রণালী এইরূপে নির্ব্বাহ হইত। প্রথম—প্রার্থনা হইত, তৎপরে মুসার লিখিত প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ এবং ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের লিখিত পুস্তক হইতে মনোনীত প্রস্তাব সকল পাঠ করা হইত। তৃতীয়ত—আচার্য্য উপদেশ প্রদান করিতেন। নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে মন্দিরের উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হইলে যদি কোন বিদেশীয় লোক উপস্থিত থাকিত, তাহা হইলে মন্দিরের অধ্যক্ষ তাঁহাকে কিছু বলিতে অনুরোধ করিতেন। সেই অনুসারে পলও অনুরুদ্ধ হইলেন, তিনি বলিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। তখন পল দণ্ডায়মান হইয়া নির্ভীকচিত্তে বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি এই বক্তৃতায় ইস্রেলজাতির পূর্ব্ব বৃত্তান্ত, কিরূপে মহাত্মা ডেভিড তাহাদিগের রাজা হইল, কিরূপে তাহাদিগের মধ্যে খৃষ্টের উত্থান হইল এবং কিরূপ অবিচার পূর্ব্বক তাঁহার প্রাণবধ করিল, ইত্যাদি কথা তিনি সুস্পষ্টরূপে শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয়া বলিলেন। তাঁহার এই উত্তেজনাপূর্ণ সুমধুর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী এতদূর মোহিত ও আনন্দিত হইয়াছিল যে, সমাজ ভঙ্গ হইলে পর বহুসংখ্যক লোক পলের অনুগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে বারবার অনুরোধ করিতে লাগিল যে, "আগামী উপাসনা-দিবসে এই সকল কথা যেন পুনর্ব্বার বলা হয়।" পলের প্রদত্ত উপদেশের কথা এণ্টিয়ক নগরের নানা স্থানে ঘোষিত হইতে লাগিল, বাজারে গ্রীক ও য়িহুদীবণিকদিগের পণ্যশালায় এই সকল কথার আন্দোলন-স্রোত চলিল। নগরবাসীগণ বিশেষতঃ য়িহুদী ও গ্রীকেরা উৎসুক প্রাণে আগামী উপাসনা দিনের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। নির্দ্দিষ্ট দিবসে নগরবাসী প্রায় সমস্ত লোক পলের বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য মন্দিরে সমবেত হইল। কিন্তু এ দিকে য়িহুদীদিগের হৃদয় বিদ্বেষ-দহনে প্রজ্জলিত হইতেছিল, বিরুদ্ধ-

মতাবলম্বী শত্রুর প্রতি লোকের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা দেখিয়া দুর্ব্বিষহ ঈর্ষ্যা-ভরে তাহাদিগের প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল, তাহারা সত্বরেই ইহার প্রতিবিধানে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা নগরবাসী পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং মহিলাদিগকে পলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল, তাহা-দিগকে নিপীড়িত করিবার নিমিত্ত নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিল এবং অবশেষে তথা হইতে পল ও বার্ণাবাসকে তাড়াইয়া দিল। তাঁহারা অবমানিত ও তিরস্কৃত হইয়া ইকোনিয়ম নগরে যাত্রা করিলেন। পাঠক! দেখুন দেখি, ইহাঁদের অবস্থা কি? বন্ধুবান্ধব বিহীন হইয়া আত্মীয় স্বজনকে শোক-সাগরে পরিক্ষিপ্ত করত হায় হায়, পল! কেন তুমি শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় নগর হইতে নগরান্তরে তাড়িত হইতেছ? তুমি কি অপরাধ করিয়াছ? কোন্ মহাপরাধে তোমার এই লাঞ্ছনা? তোমার প্রাণে দুর্জ্জয় আশা নৃত্য করিতেছে, কে তোমায় বিরত করিতে পারে? অভয়পদে তোমার প্রাণ মন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে? নির্য্যাতনে—শত নির্য্যাতনেও তোমাকে কেশ পরিমাণ স্থানান্তরিত করিতে পারিবে না, অনন্তে তোমার নির্ভর,—পৃথিবীর ক্ষুদ্র ঘটনাপুঞ্জ তোমার কি করিবে?

পল ও বার্ণাবাস আচার্য্যের নিদেশানুরূপ এন্টিয়ক নগরে নিজ নিজ পদধুলি পরিত্যাগ করিয়া ইকোনিয়ম নগরে গমন করিলেন। ইহার আধুনিক নাম কোনিয়া, এন্টিয়ক হইতে ৯০ নব্বই মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহা পূর্ব্বকালে সুচিক্কণ কার্পেটের বাণিজ্যের নিমিত্ত বিখ্যাত ছিল। তাঁহারা ইকোনিয়মে উপস্থিত হইয়া নানাস্থানে প্রচার করিতে লাগিলেন। বহুসংখ্যক য়িহুদী এবং গ্রীক লোক তাঁহাদের নিকট আগমন করিতে লাগিল। অনেকে পলের প্রচারিত মতে বিশ্বাস স্থাপন করিল। আবার অনেকে ইহাঁদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। এইরূপে ইকোনিয়ম নগরবাসী লোকেরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া আগ-ন্তুক প্রচারকদিগের অনুকূল ও প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হইল। বিরোধী

সম্প্রদায় বিবিধ উপায়ে নগরবাসীদিগকে পল ও বার্ণাবাসের প্রতিপক্ষে প্রণোদিত করিতে সচেষ্ট হইল। অবশেষে তাহারা শাসনকর্ত্তাদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাদিগকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। শিষ্যেরা সঙ্গোপনে আসিয়া পলকে এই ভাবী বিপদের সংবাদ প্রদান করিল। তাঁহারা তখন লিস্ত্রা নগরে যাত্রা করিলেন, পল! তুমি লিস্ত্রা নগরে প্রবেশ করিয়া দেখ দেখি; তোমার জন্য কি প্রস্তুত রহিয়াছে। লিস্ত্রা নগরে একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরমেশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠিত ছিল না, কেবল লিস্ত্রা কেন? সুবিস্তীর্ণ লিকোনিয়া প্রদেশের সর্ব্বত্র পৌত্তলিকতার নিবিড় অন্ধকারে আছন্ন ছিল; বিশ্বচরাচরের রচয়িতা সত্য পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া নগরবাসী লোকেরা বহুকাল বাস করিতেছিল। নগরবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশ অশিক্ষিত শ্রেণী, ইহাদের প্রকৃতি নিতান্ত উদ্ধত এবং অমার্জ্জিত ছিল। পৌত্তলিকতার এই কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলময় ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা বীজ রোপণ করিবার জন্য এই দুই জন কৃষক নীরবে ধীরভাবে উপস্থিত হইলেন। লিস্ত্রা নগরের রাজপথে এই দুই ধর্ম্মোন্মত্ত যুবক অকুতোভয়ে মুক্তির সুসংবাদ ঘোষণা করিতে লাগিলেন। নগরের সকল স্থানে প্রচারিত হইয়া পড়িল যে, কোথা হইতে দুই জন লোক আসিয়া রাজপথে দাঁড়াইয়া কি কথা বলিতেছে। দলে দলে লোক তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইল। পলের জীবনচরিত-লেখকেরা বলেন যে, তিনি একদিন লোকারণ্য পরিবেষ্টিত হইয়া বক্তৃতা করিতেছেন; এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন এক জন বিকলেন্দ্রিয় পঙ্গু আগ্রহ সহকারে উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছে। তিনি সেই হতভাগ্য পঙ্গু ব্যক্তির উৎসাহ ও বিশ্বাস দর্শনে মোহিত হইয়া তাহাকে আরোগ্য করিয়া দিলেন। এই অভূতপূর্ব্ব পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া সমবেত লোকমণ্ডলীর হৃদয় বিস্ময়ে অধীর হইয়া উঠিল এবং তাহারা সকলে তদ্দেশীয় ভাষায় উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল যে, "দেবগণ মনুষ্যরূপ পরিগ্রহ করত আমাদিগের

মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন," তাহারা বার্ণাবাসকে বৃহস্পতিদেব এবং পলকে বুধদেব বলিয়া উল্লেখ করিতে লাগিল। ইহাঁদের উভয়কে ভিন্ন ভিন্ন দেবরূপে অবধারণ করার হেতু কি, তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না, তবে বোধ হয় পলের তেজস্বিনী বাগ্মিতা-শক্তির জন্যই তাঁহাকে বুধদেব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল। * এইরূপে পল ও বার্ণাবাস নাগরিক-দিগের নিকট অশেষ সম্মানাস্পদ দেবপদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। লিস্ত্রা নগরের চারিদিকে এই দুইজন মনুষ্যরূপধারী দেবতার অলৌকিক কীর্ত্তি কলাপের কথা পরিঘোষিত হইতে লাগিল। নগরস্থিত দেবমন্দি-রের পুরোহিতেরা এই দুই জন অসাধারণ পুরুষকে দর্শন করিবার জন্য সমাগত হইতে লাগিলেন। এই নগরে তখন বহুসংখ্যক দেবমন্দির বিদ্যমান ছিল, তন্মধ্যে জুপিটার দেবের মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রসিদ্ধ। জুপিটার দেবের পুরোহিতেরা একান্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাবপূর্ণ হৃদয়ে কতকগুলি বৃষ ও সুবাসিত পুষ্পমালা লইয়া আসিয়া পল ও বার্ণাবাসের নিকট উৎসর্গ করিলেন। তৎকালে দেব-সন্নিধানে বৃষ ও পুষ্পস্রক্ উৎসর্গ করা সে দেশ প্রচলিত একটী পবিত্র প্রথা ছিল, ইহার মধ্যে বৃষোৎসর্গ ব্যাপার বিশেষ সম্মান চিহ্ন এবং ইহা প্রধান দেবতাদিগকেই করা হইত; বলা বাহুল্য যে, এই প্রচারকদ্বয় শ্রেষ্ঠ দেবতারূপেই পরি-গৃহীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা এই অসম্ভাবিত বিচিত্র ব্যাপার দর্শনে কিছুকালের জন্য স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন এবং আপনাদের বস্ত্রাঞ্চল ছিন্ন করিতে করিতে সেই লোকারণ্যের মধ্যে ধাবিত হইয়া দুঃখাভিভূত হৃদয়ে চীৎকার পুরঃসর বলিতে লাগিলেন, হে লিস্ত্রা নগর-বাসি মনুষ্যগণ! কেন তোমরা এরূপ করিতেছ? আমরাও তোমাদের ন্যায় মনুষ্য; আমরা বলিতেছি যে, তোমরা এই সকল মিথ্যা অলীক আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বচরাচরের রচয়িতা জীবন্ত পরমে-

---

* Mercury was supposed to be the God of eloquence and Paul was chief speaker.

শ্বরের দিকে প্রত্যাবৃত্ত হও, সেই পরমেশ্বর জল, স্থল, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ ও পৃথিবী সকল পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি মঙ্গলময়—মনুষ্যের কল্যাণ বিধাতা; তিনি মেঘমালা হইতে বারিবর্ষণ করিয়া ধরিত্রীপৃষ্ঠকে বিবিধ প্রকার সুরম্য ফলফুলে পরিশোভিত করিতেছেন, এবং শীত গ্রীষ্মাদি ঋতু পরিবর্ত্তন দ্বারা পৃথিবীর শোভা ও বিচিত্রতা সম্পাদন করিতেছেন। তোমরা তাঁহারই উপাসনা কর” ইত্যাদি কথা সকল বলাতে তাহারা তৎকার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। তাহার পর নগরবাসীদিগের বিশেষত—পুরোহিতবর্গের সহিত জড়োপাসনা লইয়া পলের অনেক বিচার ও তর্ক বিতর্ক হয়। যাহাহউক পল লিস্ত্রা নগরে কিরূপ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় না। তবে এইমাত্র জানা যায় যে, টিমথি এই সময়ে পলের মতানুবর্ত্তী হন,—যিনি উত্তরকালে তাঁহার একজন প্রীতিভাজন বন্ধুরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে পূর্ব্বোক্ত ইকোনিয়ম ও এণ্টিয়ক হইতে কতকগুলি য়িহুদী আসিয়া লিস্ত্রা নগরে উপনীত হইল। বলা বাহুল্য যে, তাহারা পল ও বার্ণাবাসের একান্ত বিরুদ্ধপক্ষীয় লোক ছিল। সেই সকল দুরাশয় বিদ্বেষপরায়ণ লোক উপস্থিত হইয়া এই দুই জন সাধুস্বভাব ঈশ্বর-সেবকের যথেষ্ট নিন্দাবাদ ও কুৎসা রটনা করিতে লাগিল, নগরবাসীদিগের হৃদয়ে ইহাঁদিগের প্রতি বিরুদ্ধ ও বিদ্বেষভাব অঙ্কিত করিয়া দিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতে লাগিল। পাঠক! বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, লিস্ত্রা নগরের অধিবাসীদিগের হৃদয় অজ্ঞানান্ধ ও উদ্ধত-ভাবাপন্ন ছিল। সুতরাং এরূপ স্থলে তাহাদিগকে উত্তেজিত করা সহজসাধ্য ব্যাপার বই আর কিছুই নহে। তাহারা অচিরে পল ও বার্ণাবাসের প্রতিকূলে ঘোর উত্তেজিত হইয়া উঠিল, তাহাদিগের অন্তরে প্রবল বিদ্বেষানল প্রধূমিত হইতে লাগিল। পলের প্রাণবধের নিমিত্ত লিস্ত্রা নগরে আয়োজন হইতে আরম্ভ হইল। ক্রোধোদ্দীপিত বিপক্ষেরা তাঁহাকে ধরিয়া সকল লোকসমক্ষে বিস্তৃত রাজপথ মধ্যে আনয়ন করিল। কত অবজ্ঞা ও

উপহাস-সূচক শ্রুতিকটু বাক্যাবলী পলের প্রতি বর্ষিত হইতে লাগিল। শত্রুকরে-আক্রমিত শত্রুমণ্ডলীতে-পরিবেষ্টিত পল নীরবে প্রশান্ত হৃদয়ে সকলই সহ্য করিতে লাগিলেন। পলের হৃদয়ে ভীতির কণামাত্রও সঞ্চারিত হইতেছে না, কেনই বা হইবে? যদি বল তিনি এই বিদেশে বিজাতির মধ্যে সহায়শূন্য, বন্ধুশূন্য; আমি বলি না তা নয়,—যিনি স্বদেশে বিদেশে সকল দেশে সকল সময়ে মানবের বন্ধু, পল দিব্যচক্ষে দেখিতেছেন সেই পরমবন্ধু তাঁহার পার্শ্বে বিদ্যমান, কেন তাঁহার প্রাণ আতঙ্কিত হইবে? অভয়দাতা পিতা তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান, কেন পলের হৃদয় নিরাশায় অবসন্ন হইবে? তিনি অবিচলিত চিত্তে দণ্ডায়মান রহিলেন।

চতুর্দ্দিক হইতে প্রস্তরখণ্ড সকল প্রবলবেগে আসিয়া তাঁহার দেহে পড়িতে লাগিল। শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল, রক্তধারা নির্গত হইতে লাগিল। সেই রুধিরাম্বুরঞ্জিত লোহিতবর্ণ দেহ এক ভয়াবহ বীভৎস দৃশ্যে পরিণত হইল। পল! কেন তুমি এই লিস্ত্রা নগরের রাজপথে শত্রুমণ্ডলীসমক্ষে এই অচিন্তনীয় প্রহার যাতনা সহ্য করিতেছ? তুমি কোন্ অপরাধে অপরাধী? তুমি কি নরহত্যাকারী? তুমি কি বিশ্বাসঘাতক? না না তবে কি? তুমি লিস্ত্রা নগরে কি অপরাধ করিয়াছ? তুমি বলিয়াছ যে "তোমরা জড় পুত্তলিকা পরিত্যাগ করিয়া জীবন্ত সত্য পরমেশ্বরের পূজা কর।" এই কথাতেই কি এত অপরাধ—এত লাঞ্ছনা, মনুষ্যজাতি! তোমরা কি এতই সত্যে প্রতিপক্ষ? এতই কি পরমেশ্বরের বিরোধী যে, যে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিতে বলে তাহার প্রাণ বিনাশ না করিয়া ক্ষান্ত হও না?

পলের শরীর ক্রমে অবসন্ন ও অচেতনপ্রায় হইয়া আসিল, শত্রুকুল মনে করিল, পলের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে, তখন তাহারা পলের সেই ক্ষতবিক্ষত মৃতকল্প দেহকে বহন করত নগরপ্রান্তে নিক্ষেপ করিয়া আসিল। বার্ণাবাস প্রেমাস্পদ বন্ধুর এই নিদারুণ দুর্গতি দেখিয়া

অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহাপুরুষ পল লিস্ত্রা নগরের প্রান্ত-ভাগে শিষ্যমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। জগতের সাধু পুরুষদিগের "এমনি দুর্দ্দশা—এমনি দুর্গতি।" হায় হায় কি বলিতেছি! ইহার নাম যদি দুর্গতি হয়, তবে আর মনুষ্য-জীবনের সৌভাগ্য কি আছে, সদ্গতি কি আছে? ভগবানের নামে যদি সংসারের ধন সম্পদ খ্যাতি প্রতিপত্তি চলিয়া যায়, তবে তাহাতে আনন্দ প্রকাশ কর, ভগবানের নামে যদি এই ক্ষণভঙ্গুর মৃত্তিকার শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়, তবে তাহাকে সৌভাগ্য বলিয়া মনে কর এবং তাঁহার নামে যদ্যপি তোমার এই অনিত্য-দেহ বিসর্জ্জিত হয়, তবে আপনাকে ধন্য বলিয়া বিবেচনা কর। শিষ্যেরা সজলনয়নে শোকবিষণ্ণ-মুখে পলের মুখমণ্ডলের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, এমন সময়ে তিনি গাত্রোত্থান করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তখনও পলের প্রাণবায়ু নির্গত হয় নাই; তবে গুরুতর আঘাতে একান্ত অভিভূত হইয়াছিলেন মাত্র। কিছুক্ষণ পরে তিনি গাত্রোত্থান করিলেন। তদ্দর্শনে তাহাদের প্রাণে আশা ও আনন্দের সঞ্চার হইল। পল উত্থিত হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন; এবং পর দিবস তথা হইতে ডার্ব্বি নগরে যাত্রা করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা যে সকল স্থান দিয়া গমন করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থান পুনঃ-পরিদর্শনের নিমিত্ত ডার্ব্বি হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ক্রমে লিস্ত্রা, এণ্টিয়ক, ইকোনিয়ম প্রভৃতি নগর সকল পরিদর্শন পূর্ব্বক আসিতে লাগিলেন, এবং সেই সেই স্থানের নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজসকলে অপেক্ষাকৃত সুযোগ্য উৎসাহসম্পন্ন ধর্ম্মপরায়ণ লোকদিগকে নিযুক্ত করত তাহাদের হস্তে সমাজের কার্য্যভার সমর্পণ, সেই সকল বিদেশীয় বন্ধুগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া সমাজের কল্যাণের জন্য একান্তমনে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা এবং নবাগত অভিষিক্তবর্গকে সান্ত্বনা এবং বিশ্বাসে অবিচলিত ও স্থির থাকিবার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু তাহাদিগকে অতি উজ্জ্বলরূপে বুঝাইতে লাগি-

লেন যে, প্রভূত পরিমাণে ক্লেশ ও দুঃখযন্ত্রণা সহ্য না করিলে মনুষ্য কখন স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। * এইরূপে অবশেষে পল ও বার্ণাবাস পের্গা নগরে আসিয়া উপনীত হইলেন॥ তথায় পোতারোহণ পূর্ব্বক খৃষ্টশিষ্যদিগের কেন্দ্রস্বরূপ এণ্টিয়ক নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিছুকাল পরে তাঁহারা এণ্টিয়কে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। কতকাল পরে এই দুই বন্ধুর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া তথাকার শিষ্যেরা আনন্দনীরে নিমগ্ন হইল, এবং তাঁহাদিগের সহিত পুলকিতপ্রাণে সকলে প্রেমালিঙ্গন করিতে লাগিল।

সপ্তম অধ্যায়।

মত-বিবাদ।

প্রায় সার্দ্ধ এক বৎসর কাল পরে পলের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া এণ্টিয়ক নগরবাসী বন্ধুবর্গের মধ্যে উল্লাস-তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহারা কোন্ স্থান হইতে কোথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিরূপে বিদেশে বিপুল-বিঘ্ন-বাধার মধ্যে অবস্থিতি পূর্ব্বক এই নব সুসংবাদ পরিঘোষিত করিয়াছিলেন, বিদ্বেষ-উত্তেজিত বিপক্ষকুল তাঁহাদিগের প্রতি কিরূপ নির্য্যাতন ও তাড়না করিয়াছিল ইত্যাদি বিষয় সকল তাহারা একান্ত নিবিষ্ট ও কৌতুহলাবিষ্ট চিত্তে পলের নিকট হইতে শ্রবণ করিতেছে। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পর, তাহাদিগের মধ্যে কোন গুরুতর বিষয় লইয়া ঘোর মতবিসম্বাদ উপস্থিত হইল। পাঠকবৃন্দের অবগতির নিমিত্ত আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জেণ্টাইলেরা য়িহুদীজাতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল এবং তাহারা নানা দেবদেবীর আরাধনা করিত। এই উভয় জাতির মধ্যে একটি চিরন্তন বৈষম্য ও বিদ্বেষভাব বদ্ধমূল ছিল। য়িহুদীরা আপনাদের বংশ

---

* That through much tribulation they must enter into the kingdom of heaven.

মর্য্যদায় বিস্ফারিত হইয়া জেণ্টাইলদিগকে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দৃষ্টি পাত করিত। য়িহুদীরা জেণ্টাইলদিগের সহিত পান-ভোজন আদান প্রদান এমন কি কথোপকথনে ও প্রবৃত্ত হইত না, তাহারা য়িহুদী জাতির নিকট একটি অপবিত্র অস্পর্শীয় নিকৃষ্টপদবীর জীব বলিয়া পরিগণিত হইত। য়িহুদীদিগের মধ্যে ত্বকচ্ছেদ (Circumcision) পদ্ধতি বিশিষ্টরূপে প্রচলিত ছিল, কিন্তু জেণ্টাইলেরা তাহা পালন করিত না। এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে অতি পুরাকাল হইতে সুদূরপার্থক্য—নিদারুণ বৈষম্যের ব্যবধান সন্নিবিষ্ট থাকিয়া পরস্পরকে বিবিধ বিষয়ে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছিল। এখন এই নবধর্ম্মের অভ্যুত্থানে অনেক য়িহুদী ও জেণ্টাইলদলের লোক আসিয়া খৃষ্টসমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ঔপাধিক বৈষম্য তিরোহিত হইয়া এখন সকলেই এক সাধারণ আখ্যার অন্তর্গত। কিন্তু কৌলিকমর্য্যাদার শক্তি কি প্রবল! যদিও এখন ইহারা নিজ নিজ ধর্ম্মও বিশ্বাস পরিহার করত এক ধর্ম্মের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করিয়াছে, যদিও এখন ইহারা সকলেই কি সামাজিক কি ধর্ম্মনৈতিক সকল প্রকার বৈষম্যের বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া একতার সুরম্যরাজ্যে উত্তীর্ণ হইয়াছে, যদিও এখন সকলেই খৃষ্টিয়ান; তথাপি য়িহুদীরা আপনাদিগের জাতীয়-গৌরব বিস্মৃত হইতে পারে নাই,—তাহারা সেই চিরাগত-রীতির বশবর্ত্তী হইয়া জেণ্টাইলদিগকে সেইরূপ অবিমিশ্র ঘৃণার দৃষ্টিতে দর্শন করিত। খৃষ্টিয়ান-য়িহুদী ও খৃষ্টিয়ান-জেণ্টাইলদিগের মধ্যে পার্থক্যের সুবিস্তীর্ণ প্রাচীরাবলী নিবিষ্ট ছিল,—তাহারা একত্রে পান-ভোজন অথবা একত্রে শয়ন উপবেশন করিত না। পূর্ব্বে এই উভয় জাতির মধ্যে যেরূপ দলাদলি মতভেদ বিদ্যমান ছিল, এখনও তাহাই। মহাত্মা খৃষ্টের অনাবিল স্বর্গীয় প্রেম-প্রসূত ধর্ম্মবারি অচিরকাল মধ্যেই উত্তরকালবর্ত্তী লোকদিগের নীচতা ও সঙ্কীর্ণতা রূপ বিষম বিষে কলুষিত হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। প্রেরিতদিগের অগ্রণী স্বরূপ মহাত্মা পিটর একজন এই মতের লোক ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা

ছিল যে, খৃষ্টধর্ম্ম য়িহুদীজাতির চতুঃসীমামধ্যে নিবদ্ধ থাকুক, জেণ্টা-ইলদিগের মধ্যে এই ধর্ম্ম বিস্তারিত করা তিনি অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। তাহারা য়িহুদী অপেক্ষা অপবিত্র ও নিকৃষ্ট বলিয়া পিটরের প্রতীতি ছিল। কিন্তু ঘটনা বিশেষের দ্বারা তাঁহার এই মতের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পিটর কায়সেরিয়া নগরের শাসনকর্ত্তা কর্ণেলিয়স এবং তাহার অন্যান্য বন্ধুবর্গকে খৃষ্টধর্ম্মে অভিষিক্ত করেন, বলা বাহুল্য যে তাহারা বিজা-তীয় লোক, কেবল অভিষেক কেন? তিনি একত্রে তাহাদিগের সহিত আহার ও উপবেশনাদি করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। কিন্তু তিনি জেরুসালেমে উপস্থিত হইলে পর শিষ্যেরা এই বিষয় লইয়া তাঁহার নিকট গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল। যাহাহউক তিনি তাহাতে বিচলিত না হওত জেণ্টাইলদিগকে গ্রহণ করা যে বিধাতার ইচ্ছানুমোদিত ব্যাপার তাহা বিষদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে পল প্রত্যাগমন পূর্ব্বক এণ্টিয়ক নগরের সমাজ মধ্যে এই বিষয় নিবন্ধন বিষম বিদ্বেষ ও বৈষম্যাগ্নি প্রজ্বলিত দেখিয়া মনে মনে নিতান্ত পরিতাপিত ও ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং অবিলম্বে এই ধর্ম্মবিগর্হিত অনর্থকর ব্যাপার নিরাকরণের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। যাহার হৃদয় বিশ্বজনীন-প্রেমেপূর্ণ, ভ্রাতৃভাবের মহামন্ত্রে যাহার জীবন দীক্ষিত, সে কি কখন এই অনুদারতা-প্রসূত সঙ্কীর্ণ মতকে প্রশ্রয় দিতে পারে? সত্য-প্রাণ পলের হৃদয় এই নীচতার প্রতিকূলে তারস্বরে প্রতিবাদ করিতে লাগিল, তিনি ভ্রাতৃত্বের এই প্রবল অন্তরায়কে নির্ম্মূল করি-বার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

তথাকার সমাজ মধ্যে সত্বরেই এই প্রশ্ন উত্থিত হইল যে, খৃষ্টধর্ম্মা-বলম্বী য়িহুদী ও জেণ্টাইলেরা সকল প্রকার তরতমতা বিস্মৃত হইয়া প্রীতিসূত্রে বদ্ধ হইবে? না, পূর্ব্বের ন্যায় ইহাদিগের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান থাকিবে? এই অত্যাবশ্যকীয় প্রশ্ন এণ্টিয়ক নগরের সমাজ-

স্থিত সকল ব্যক্তির অন্তরে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিল, সকলে নিবিষ্টচিত্তে এই বিষয় অবধারণ করিবার জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে জেরুসালেম নগর হইতে কতিপয় ফিরুশী-শাখান্তর্গত খৃষ্টিয়ান এণ্টিয়কে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, "মুসার নিয়মানুসারে ত্বক্‌ছেদ ক্রিয়া সম্পন্ন না করিলে, তোমরা মুক্তিপ্রাপ্ত হইবে না।" তাহারা পূর্ব্ব হইতেই এই বিষয় সংক্রান্ত চিন্তায় নিমগ্ন ছিল, আবার ইহারা আসিয়া এইরূপ বলাতে তাহাদের চিন্তা দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। তথাকার শিষ্যবৃন্দের প্রাণে গভীর ভাবনা-মেঘের সঞ্চার হইল। ইহা লইয়া সমাজ মধ্যে বিবাদাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবার উপক্রম হইতে লাগিল। পলের হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিল, তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,"কোথায় এই সকল লোক পবিত্র প্রেম-সূত্রে অনুস্যূত হইয়া সুসংবাদ বিস্তারের দিকে উদ্যোগী হইবে; না, সামান্য অকিঞ্চিৎকর একটা বিষয় লইয়া বিবাদমদে উন্মত্ত হইতে লাগিল।" তাঁহার প্রাণে যুগপৎ দুঃখ ও ক্ষোভের আবির্ভাব হইল। তিনি উৎকণ্ঠিতচিত্তে বিধাতার নিকট এই বিসম্বাদ নিরাকরণের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এণ্টিয়ক নগরীস্থ খৃষ্টসমাজ এ বিষয়ের কোন একটা সুনিশ্চিত পথ নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া পল ও বার্ণাবাসকে এই প্রশ্নের মীমাংসাকরণের জন্য জেরুসালেমের প্রেরিতবর্গের নিকট প্রেরণ করিতে উদ্যত হইল। পল ও বার্ণাবাস সমাজ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া জেরুসালেমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রচার যাত্রা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অবধি পলের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, তিনি একবার জেরুসালেমে গমন পূর্ব্বক প্রেরিতবর্গের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ এবং তাহাদিগের নিকট প্রচারবৃত্তান্ত বর্ণন করেন। সুতরাং এই অনুরোধ তিনি আহ্লাদ সহকারে পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বার্ণাবাস ও তীতসকে সহযাত্রী স্বরূপ গ্রহণ করিলেন। এই শেষোক্ত উৎসাহশীল যুবাপুরুষ একজন গ্রীকজাতীয় লোক এবং খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাসী। পল এই সুনির্ব্বা-

চিত সহচরদ্বয়ে মিলিত হইয়া জেরুসালেমে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ফিনিসিয়া ও স্যামেরিয়া দেশের মধ্য দিয়া প্রচার করিতে করিতে জেরুসালেম নগরে উপনীত হইলেন; প্রেরিতবর্গ এবং অন্যান্য লোকেরা পলকে মহাসমাদরে পরিগ্রহ করিল। তিনি বিশিষ্টরূপে সম্মানিত ও আদৃত হইয়া পিটর জন্ প্রভৃতি বর্ষীয়ানদিগের সহিত সাক্ষাৎ করত বর্ত্তমান মত-বিবাদের অসারতা বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন, এবং সত্বরেই এই বিবাদাগ্নি নির্ব্বাণ জন্য সচেষ্ট হইতে বলিলেন। যে পল এই জেরুসালেম নগরে এক দিন খৃষ্টধর্ম্মের উচ্ছেদকারী পরমশত্রু ছিলেন, তিনিই আজ তথায় খৃষ্টধর্ম্মের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য একান্ত ব্যস্ততা সহকারে চিন্তা করিতেছেন; কি অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন! যাহাহউক এই অত্যাবশ্যকীয় গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসার জন্য সকলেরই হৃদয় উৎসুক ও জাগ্রত হইয়া উঠিল। বিশেষত—ফিরুশীয়-খৃষ্টানেরা নিতান্ত ব্যগ্র ও অধীর হইয়া পড়িল। কারণ তাহারা মুসা-প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থার ঘোর পক্ষপাতী ছিল। বাস্তবিক এই প্রশ্ন যে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং দুরূহ তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইহার উপরে খৃষ্টধর্ম্মের ভাবী কল্যাণ অকল্যাণ, উন্নতি অবনতি, সকলই নির্ভর করিতেছিল। খৃষ্টধর্ম্মের যে এই ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি—যাহা অর্দ্ধজগতের অধিকতর ভূভাগকেও পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, তাহার কিছুমাত্র বিকাশ হইত না, যদি না এই বিষয় বিশদরূপে মীমাংসিত হইত। কি য়িহুদী কি জেণ্টাইল, কি ফিরুশী কি গ্রীক সকলেরই মুখমণ্ডল চিন্তাচ্ছন্ন, সকলেরই হৃদয় সোৎসুকভাবে এই বিষয়ের উপরে পড়িয়া রহিয়াছে। এই গুরুতর বিষয় স্থিরীকৃত হইবার জন্য অচিরে এক মহাসভা আহূত হইল। খৃষ্টধর্ম্মের ইতিবৃত্ত লেখকেরা এই সভাকে ফাষ্ট চার্চ্চ কাউন্সিল (First church council.) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সকল শ্রেণীর অভিষিক্তেরা উপস্থিত হইয়া এই বিচারমণ্ডপের কলেবর পরিপুষ্ট করিল। যে বিচার্য্য প্রশ্ন এই মহাসভা-সমক্ষে অবতারিত হইবে, স্থিরভাবে দেখিলে তাহার

একদিকে জাতীয়তা—অপরদিকে সার্ব্বভৌমিকতা; অথবা ইহার এক অঙ্গ য়িহূদীভাবে—অন্য অঙ্গ সমগ্র মানবীয়ভাবে গঠিত। এখন দেখ ইহার কোন্ অঙ্গ জয়লাভ করে। পুরাবিদেরা বলেন খৃষ্টীয় শকের ৫২ বায়ান্ন বৎসর সময় এই মহাসভা আহূত হয়। বিশেষ ধীরতা ও গাম্ভীর্য্যের সহিত এই সভার সমাবেশ হইল। পিটর, জেমস্, পল প্রভৃতি বহুদর্শী বর্ষীয়ান্ পুরুষদিগের হস্তে এই প্রশ্ন মীমাংসার ভার সমর্পিত হইয়াছিল। সভামণ্ডপের চারিদিক লোকারণ্যে পরিপূরিত, সকলেরই হৃদয়ের অভ্যন্তর দিয়া ব্যগ্রতা ও ঔৎসুক্য-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এমন সময়ে পিটর দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন—"ভ্রাতৃগণ! পরমেশ্বর সকল নরনারীর হৃদয়ের ভাব অবগত আছেন, তিনি আমাদের ও বিজাতীয়দের কোন তারতম্য না করিয়া নির্ব্বিশেষে সকলেরই হৃদয়ে বিশ্বাস দান করত সকলকেই পবিত্র করিয়াছেন, তিনি বিজাতিদিগের মধ্যেও পবিত্রাত্মা প্রদান করিয়াছেন। তোমরা বিধাতার করুণা উপেক্ষা করিয়া পরিত্রাণের বৃথা পথ অন্বেষণ করিতে যাইতেছ; পরমেশ্বরের কৃপাই একমাত্র পরিত্রাণের পথ, তাহাতেই নির্ভর কর, পরিত্রাণ পাইবে" ইত্যাদি। পিটরের কথা সকল শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে গাঢ়ভাবের সমাবেশ করিল, তাঁহার বাক্যাবসানে শ্রোতৃমণ্ডলী মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। পিটরের পর পল ও বার্ণাবাস সেই সভাসমক্ষে উত্থিত হইলেন। তাঁহারা বিজাতীয় লোকের মধ্যে কিরূপ প্রচার করিয়াছিলেন, পরমেশ্বরের করুণা তাঁহাদিগের পশ্চাতে সন্নিবিষ্ট থাকিয়া কিরূপ আশ্চর্য্য কার্য্য সাধনে সমর্থ করিয়াছিল ইত্যাদি ব্যাপার সকল তাঁহারা সবিস্তারে উল্লেখ করিতে লাগিলেন। সভাস্থ লোকমণ্ডলী তচ্ছ্রবণে বিস্ময়াবেশে স্তম্ভিত হইয়া গেল। পলের এই সকল ঘটনা বিবৃত করার তাৎপর্য্য এই ছিল যে, বিধাতার একান্ত ইচ্ছা যে বিজাতীয় লোকেরাও মুক্তিরাজ্যে উত্তীর্ণ হয়, ইহার পর জেমস্ গাত্রোত্থান করিলেন; এই পবিত্রচরিত্র সাধু ব্যক্তি লোকের নিকট

বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানভাজন ছিলেন। এই বহুদর্শিতা-সম্পন্ন প্রবীণ পুরুষের প্রতি লোকের এতাধিক শ্রদ্ধা ছিল যে, ইহাঁর বস্ত্রাঞ্চল স্পর্শ করিবার জন্য লোকদিগের মধ্যে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইত। ইনি উত্থিত হইলে সভাস্থ সকলেই সোৎসুক নেত্রে ইহাঁর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। ইনিও এই বিষয় সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তাদিগের ন্যায় আপন মত ব্যক্ত করিয়া অবশেষে সভাসমক্ষে কতকগুলি অত্যা-বশ্যকীয় প্রস্তাব বিশেষ ভাবে উপস্থিত করিলেন। এখন যে গুরুতর বিষয় মীমাংসার জন্য সভার সমাবেশ হইয়াছিল, তাহার সিদ্ধান্ত হইয়া গেল। মীমাংসকেরা সকলেই এক বাক্যে বলিলেন, "য়িহুদী হউক আর জেণ্টাইল হউক, মুসার বিধি অনুসারে ত্বক্‌চ্ছেদ করুক আর নাই করুক, যে কেহ ভগবানে বিশ্বাস ও তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিবে সেই মুক্তিরত্নের অধিকারী হইবে।" এই সর্ব্ববাদি-সম্মত সুবিচার সিদ্ধ সিদ্ধান্ত সাধারণে পরিগৃহীত হইল। খৃষ্টধর্ম্ম সঙ্কীর্ণতার বদ্ধ ভাব হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া সার্ব্বভৌমিকতার প্রমুক্ত আকাশে বিচরণ করিতে অগ্রসর হইল। যে সূর্য্য এতদিন জুডিয়া, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি কতিপয় ভূখণ্ডের অত্যল্প-পরিমাণ স্থানে সমুদিত ছিল, এখন তাহাকে সমগ্র মানবজগতে আলোক বিকিরণের নিমিত্ত পরিস্থাপিত করিল।

তৎপর তাঁহারা জেমসের প্রস্তাবিত বিষয় সকলের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি চারিটী প্রস্তাব করিয়াছিলেন; প্রথম—দেবতার নিকট উৎসর্গীকৃত পদার্থ আহার করিতে পাইবে না; দ্বিতীয়—শ্বাসরোধে মৃত পশুর মাংস ভক্ষণ করা হইবে না, তৃতীয়—পশুর শোণিত পান এবং চতুর্থ—ব্যভিচার করিবে না। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, এই সকল নিন্দনীয় প্রথা সে সময়ে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল, এমন কি খৃষ্টসমাজাশ্রিত ব্যক্তিরাও এই সকল কুরীতি প্রতিপালন করিত। তৎকালে য়িহুদীদেশীয় দেব-মন্দিরে পশু বলিদান হইত। পুরো-হিতেরা সেই দেবোৎসর্গ নিহত পশুর কিয়দংশ লইয়া যজ্ঞবেদীর

উপরে রাখিয়া দিত এবং অবশিষ্টাংশ নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদিগের জন্য রাখিত। মহাত্মা পলের লিখিত করিন্থীয়দিগের প্রতি পত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি এই দেবোদ্দিষ্ট পশু মাংস ভক্ষণ করিতে বিশেষ ভাবে প্রতিষেধ করিয়াছেন। বোধ হয় এই জন্যই দেবোদ্দিষ্ট পশু মাংস আহার করিতে এরূপ তীব্র ভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা দেবোপাসনাকে প্রশ্রয় দেওয়া এবং দেবোপাসকদিগকে উৎসাহিত করা হইবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবিত বিষয়টি সামান্য নিষ্ঠুরতা ও অমানুষিকতার পরিচয় নয়। তৃতীয় বিষয়—পাশব-রক্ত পান করা, এই ঘৃণার্হ বীভৎস প্রথা আজিও ভূমণ্ডলের কোন কোন অসভ্য প্রদেশে প্রচলিত আছে। লোহিতসমুদ্রের পশ্চিমোকূলস্থিত আবিসিনিয়া দেশবাসী বর্ব্বর লোকেরা পশু বধ করিয়া তাহার আমমাংস ভক্ষণ ও লোহিতবর্ণ রক্তধারা মুখমণ্ডলে অনুরঞ্জিত করত দেহের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে। য়িহুদীজাতির মধ্যে এই ঘৃণাকর ভয়াবহ প্রথা অতি পুরাকাল হইতে প্রচলিত ছিল। বাইবেলের আদিম বিভাগের স্যামুয়েল নামক অংশ বিশেষে দৃষ্ট হয় যে—ইস্রেল-বংশীয় লোকেরা ফিলিষ্টাইনদিগের সহিত যুদ্ধের পর ক্ষুৎপিপাসায় অভিভূত হইয়া একান্ত কাতর ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন তাহারা সেই ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং রণশ্রান্তি নিবারণের জন্য কতকগুলি গো মেষ প্রভৃতি পশু বধ করিয়া তাহাদের রক্ত মাংস ভক্ষণ করিয়াছিল।* ইহাতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, ইহা য়িহুদীজাতির একটি চিরাগত প্রথা ছিল। চতুর্থ ব্যভিচার—ইহা যে একটি নিতান্ত নিন্দনীয় এবং গুরুতর পাপানুষ্ঠান তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাহাহউক এই সকল রীতি যে একান্ত বীভৎস ধর্ম্মবিগর্হিত এবং জনসমাজের পক্ষে অনর্থকর তাহা এক বাক্যে সকলেই স্বীকার করিবেন। এই সকল কদাচার-স্রোত খৃষ্ট ধর্ম্মনিবিষ্ট লোকদিগের মধ্যে উন্মুক্ত থাকিলে তাহা এককালে কলুষিত

* স্যামুয়েল; ১৪শ অধ্যায়।

বিদূষিত ও নর নারীর অপরিসেব্য হইয়া যাইবে, এই বিবেচনা করিয়া জেমস্ এই প্রস্তাবচতুষ্টয় মহাসভামধ্যে উত্থাপিত করিয়াছিলেন। সকলেই এই প্রস্তাবিত বিষয়-চতুষ্টয় একান্ত পরিহার্য্য ও দোষাবহ বলিয়া স্বীকার করিলেন। যাহাহউক প্রাগুক্ত প্রশ্ন এবং এই চারিটী প্রস্তাবের সর্ব্বজনানুমোদিত ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা সভাধ্যক্ষেরা সমগ্র খৃষ্ট সমাজের প্রতি ঘোষণাপত্র (circular) রূপে বাহির করিতে অনুমতি করিলেন। তাঁহাদিগের অনুমতি ক্রমে এক ঘোষণাপত্র প্রস্তুত হইল। পল ও বার্ণাবাস এবং অন্যান্য প্রেরিতবর্গ সকলেই এই আদেশপত্র সকল প্রদেশীয় সমাজের প্রতি পরিঘোষিত করা অত্যন্ত আবশ্যকীয় বলিয়া বিবেচনা করিলেন। এই সকল অত্যাবশ্যকীয় দুরূহ তত্ত্বের মীমাংসার পর মহাসভা ভঙ্গ হইয়া গেল। অনন্তর জেরুসালেম নগরীস্থ প্রেরিতেরা আপনাদিগের মধ্য হইতে জুডাস্ এবং সিলস্ নামক সুনিপুণ ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদ্বয়কে পল ও বার্ণাবাসের সহিত প্রেরণ করিল। ইহারা সেই ঘোষণাপত্র সমভিব্যাহারে পল ও বার্ণাবাসের সহিত যাত্রা করিল। তাঁহারা সেই পত্র মধ্যে ইহাও নিবিষ্ট করিয়া দিলেন যে "হে সিরিয়া সিলিসিয়া এবং এণ্টিয়ক নগরবাসি ভ্রাতৃগণ! তোমাদিগকে আমাদিগের প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানাইতেছি; কয়েকজন সঙ্কীর্ণমনা বিবাদ-প্রিয় লোক গিয়া তোমাদের অন্তরে সংশয় ও গোলযোগ উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; আমরা সকলে সম্মিলিত হইয়া, বিশেষ মনোনিবেশের সহিত বিধাতার শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া এবিষয়ে ন্যায় ও ধর্ম্মানুমত মীমাংসা করিয়াছি। এই মীমাংসা মধ্যে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, তোমরা এই সকল বিষয় (চারিটী বিষয়) সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন করিবে। আমরা পল ও বার্ণাবাসের সহিত কয়েকজন ধর্ম্মপরায়ণ উৎসাহশীল লোক পাঠাইতেছি, তোমরা তাহাদিগের নিকট মৌখিক ভাবে এই সকল বিষয়ের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবে"। তাঁহারা সকলে কিছুদিন পরে এণ্টিয়ক নগরে উপনীত হইলেন। তথা-

কার সমাজস্থ লোকদিগের চিত্ত এই বিষয়ের সংবাদ জানিবার নিমিত্ত একান্ত উন্মুখিত হইয়াছিল; ইহাঁরা উপস্থিত হইবামাত্র তাহারা অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। তখন তাঁহারা তত্রত্য সকলকে সমবেত করিয়া সর্ব্বজনসমক্ষে সেই ঘোষণাপত্র উদ্ঘাটিত করিয়া পাঠ করিলেন। পত্রনিহিত কথা সকল শ্রবণ করিয়া তাহারা পরম পরিতুষ্ট ও সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইল; এবং জুডাস্ ও সিলাস্ এই সম্বন্ধে অনেক কথোপকথন করিয়া তাহাদিগের প্রাণে দৃঢ়তাও উৎসাহ বৰ্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

পল ও বার্ণাবাস পূর্ব্বের ন্যায় জীবনের চিরব্রতস্বরূপ প্রচার ব্রতে ব্যাপৃত হইলেন। এণ্টিয়ক নগরের নানা স্থানে তাঁহারা প্রচার আরম্ভ করিলেন। কিছুকালের মধ্যে জেরুসালেম হইতে পিটর আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং জেণ্টাইলদিগের সহিত স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আহ্লাদ সহকারে মিলিত হইয়া একত্রে পান ভোজনাদি করিতে লাগিলেন। কিন্তু জাত্যভিমানের শক্তি কি দুষ্পরিহর! এই জাত্যভিমান-পরিপূরিত ভারতবর্ষে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ব্রাহ্মণসন্তান বিদেশে বিবিধ ক্লেশ সঙ্কটের মধ্যে পতিত হইয়া বুভুক্ষা-জ্বালায় অধীর হইয়া পড়িয়াছে, তথাচ অপরের নিকট হইতে অন্ন গ্রহণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিবে না। দুঃসহ পিপাসায় কণ্ঠাগতপ্রাণ হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে তথাপি অপরের স্পৃষ্ট বারি পান করিয়া অশেষ পিপাসাক্লেশ নিবারণে প্রবৃত্ত হইবে না। যাহাহউক পিটরের উপস্থিতির পর জেরুসালেম হইতে আরও কয়েকজন শিষ্য আসিয়া এণ্টিয়কে উপনীত হইয়াছিল। ভীরুতা-নিবন্ধন পিটর ইহাদিগের সাক্ষাতে জেণ্টাইলদিগের সহিত পান ভোজনাদি করিতে সাহসী হইলেন না। যিনি ইতিপূর্ব্বে মহাসভা সমক্ষে এই জাতিবৈষম্যের ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছেন, তিনিই আবার লোক ভয়ে তাহার সমর্থন করিলেন। এমন কি বার্ণাবাস পর্য্যন্তও জেণ্টাইল-দিগের সহিত সম্মিলিত হইতে সাহসী হয়েন নাই। পল পিটরের এই দুর্ব্বলতা-মূলক আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন, সমাজস্থ সকলসমক্ষে

পিটরকে আহ্বান পূর্ব্বক বিশেষ ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। পলের সত্যপ্রিয় উন্নত হৃদয় সকল স্থলেই সর্ব্বোপরি সত্যকে সম্মান ও রক্ষা করিত। পিটর এই ভীরুতাব্যঞ্জক স্বানুষ্ঠিত কার্য্যের কথা স্মরণ করিয়া আন্তরিক লজ্জা ও অনুতাপের দুর্ব্বিসহ দহনে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। যদিও পিটর একজন মহাত্মা খৃষ্টের বিশেষ প্রীতিভাজন শিষ্য ছিলেন, যদিও তাঁহার জীবনোদ্দাত জ্বলন্ত বিশ্বাস ও ধর্ম্মপ্রাণতায় খৃষ্টসমাজের শৈশবদশাকে আলোকিত রাখিয়াছিল, তথাচ তাদৃশ দৃঢ়তার অভাবে তিনি সময়ে সময়ে বিশ্বাসের বিপরীত পথে পদার্পণ করিয়া ফেলিতেন। যাহাহউক এই সকল সামান্য ত্রুটি সত্ত্বেও তিনি যে একজন ঈশ্বরভক্ত সাধুপুরুষ ছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত ও অভ্রান্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

দ্বিতীয় প্রচার যাত্রা।

স্বয়ং বিধাতা যাহাকে প্রচারব্রতে দীক্ষিত করিয়াছেন, চিরজীবন ব্যাপিনী উত্তেজনাভরে যাহার হৃদয় নিরন্তর আন্দোলিত হইতেছে, আলস্য যে কি জিনিস সে তাহা জানে না; জড়তার বিষাদবহ হিল্লোল তাহার অধিকার মধ্যেও প্রবেশ করিতে পারে না। সে সত্য প্রচারে সর্ব্বদা উদ্যত;—ভগবানের প্রিয় কার্য্য সাধনে সততই ব্যাপৃত; সে প্রতি আচরণে জীবনের প্রতিপদ বিক্ষেপে সত্য বিস্তার না করিয়া থাকিতে পারে না। তাহার জীবনের সকল বিভাগ সকল পরিচ্ছেদ পরমেশ্বরের কার্য্যে পরিচালিত হয়। পলের হৃদয় আবার বিদেশীয় লোকদিগের নিকট মুক্তির সুসংবাদ ঘোষণা করিবার জন্য উদ্যত হইল। তিনি দ্বিতীয় বার প্রচার যাত্রায় গমন করিতে উৎসুক হইলেন। পরিদর্শিত স্থান সকল পুনঃপরিদর্শনের জন্য, প্রতিষ্ঠিত সমাজ সকলকে বিশ্বাস ও প্রেমে দৃঢ়ীকৃত ও বলিষ্ঠ করিবার জন্য, নবাভিষিক্ত বন্ধু সকলের সহিত সদ্ভাব ও প্রীতি স্থাপন এবং তাহাদিগকে বিশ্বাসে অবিচলিত রাখিবার জন্য

তাঁহার প্রাণ উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিল; এতদ্ভিন্ন তিনি দেখিলেন এই ধরাপৃষ্ঠে নানা প্রদেশবাসী এমন অগণ্য নরনারী বিদ্যমান রহিয়াছে,—যাহাদিগের হৃদয় বিবিধ প্রকার আসক্তি এবং মোহের ঘনতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন; এমন অনেক জাতি বর্ত্তমান রহিয়াছে,—যাহাদিগের মধ্যে আজিও মুক্তির সুসংবাদ ঘোষিত হয় নাই, এমন অনেক আত্মা বিদ্যমান রহিয়াছে,—যাহাদিগের কর্ণে বিধাতার মুক্তিপ্রদ নাম অন্ততঃ একবারের জন্যও প্রবিষ্ট হয় নাই। এই সকল চিন্তা তাঁহার চিত্তকে অধীর করিয়া তুলিতে লাগিল, তিনি বার্ণাবাসের সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ করিলেন, বার্ণাবাস তাঁহার সঙ্গে গমন করিতে ইচ্ছুক হইলেন; কিন্তু তিনি মার্ককে সঙ্গে লইতে চাহিলেন, পল তাহাতে সম্মত হইলেন না। কেন তিনি মার্ককে লইতে অসম্মত হইলেন, তাহার কারণ ভিন্ন ভিন্ন চরিতাখ্যায়কেরা ভিন্ন ভিন্ন রূপে নির্দ্দেশ করেন। মার্ক প্রথম প্রচারযাত্রাকালে কিছুদূর যাইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছিল, তাহার সহিত পলের প্রচার সম্বন্ধীয় মতের একতা ছিল না; বোধ হয় এই কারণেই পল তাহাকে সমভিব্যাহারী করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। এই কারণে পলের সহিত বার্ণাসের কিছু মনোবিবাদ উপস্থিত হয়; কিন্তু পল তাহাতে বিচলিত হইবার লোক নহেন। অবশেষে বার্ণাবাস মার্ককে লইয়া প্রচারার্থ সাইপ্রাস দ্বীপে যাত্রা করিলেন। পল সিলস্‌কে মনোনীত করত তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া এণ্টিয়ক হইতে গমন করিলেন, সঙ্গেতে জেরুসালেমের মহাসভা কর্ত্তৃক অনুমোদিত এবং প্রদত্ত ঘোষণাপত্র লইলেন। এই ঘোষণাপত্র সকল প্রদেশীয় সমাজের অবগতির নিমিত্ত প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহারা যে যে প্রদেশে উপনীত হইবেন, সেই সেই প্রদেশীয় সমাজের নিকট তাহা পাঠ করিবেন, এই উদ্দেশ্যে তাহা সঙ্গে লইয়াছিলেন। এদিকে বার্ণাবাস জন্মভূমিতে উত্তীর্ণ হইয়া স্যালেমিস্ নগরে গমন করিলেন। তথাকার উপাসনা-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া উপদেশ ও বক্তৃতাদি করিতে লাগিলেন। শত শত লোক উপস্থিত হইয়া তাঁহার

প্রাণপ্রদ কথা সকল শ্রবণ করিতে লাগিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে তাঁহার প্রচারিত মতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিল। সাইপ্রাস দ্বীপের স্থালেমিস্ নগরে এই নবধর্ম্মের কিরণজাল ক্রমে ক্রমে বিস্তারিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে কতকগুলি য়িহুদীর হৃদয় যুগপৎ ক্রোধ ও ক্ষোভে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। এই সকল য়িহুদীরা পূর্ব্বোক্ত ধূর্ত্তস্বভাব ঐন্দ্রজালিক বারজিজাসের অধিনায়কত্বে সিরিয়া দেশ হইতে আগমন করিয়াছিল। পাঠক! বোধ হয় সহজেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই দুরাশয় ঐন্দ্রজালিক পূর্ব্ব হইতেই পল ও বার্ণাবাসের প্রতি নিতান্ত ঈর্ষ্যান্বিত ও কুপিত হইয়াছিল। এই ব্যক্তি আন্তরিক ঈর্ষ্যা ও কোপ প্রশমনের নিমিত্ত বিবিধ প্রকারে ইহাদিগকে নিপীড়িত করিতে এতদিন প্রয়াস পাইতেছিল। এই যে সকল য়িহুদী,—যাহারা এখন বার্ণাবাসের ঘোর প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় যে তাহারা এই ব্যক্তিরই কুপরামর্শ ও উত্তেজনায় তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়াছিল। বার্ণাবাসের বিরুদ্ধে উত্থিত য়িহুদীসম্প্রদায় তাঁহার প্রাণবধের নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা সকলে দলবদ্ধ হইয়া এই ভগবদ্ভক্ত নিরীহ ব্যক্তিকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করিল। স্থালেমিস্ নগর এই সাধুপুরুষের দেহ-নিঃসারিত রক্তস্রোতে কলঙ্কিত হইয়া গেল। ভূমধ্যসাগরের বক্ষোপরি খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক মহাত্মা বার্ণাবাসের প্রাণবায়ু ধীরে ধীরে অনন্ত আকাশগর্ভে মিশিয়া গেল। এইরূপে খৃষ্টীয় শকের প্রথম শতাব্দীতে দেবচরিত্র খৃষ্টীয়-প্রচারকেরা ধরিত্রী-পৃষ্ঠের যথায় তথায় অকালে বিনাপরাধে প্রাণ হারাইতে লাগিলেন। পলের বাল্যবন্ধু প্রিয়সহপাঠী বার্ণাবাস এইরূপে জাগতিক দেহ পরিহার করিয়া অক্ষয়লোকে পিতার নিকট চলিয়া গেলেন। তাঁহার আত্মীয় ও প্রিয় সহচর মার্ক অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

ওদিকে পল এণ্টিয়ক নগর হইতে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়া সিরিয়া রাজ্যের সীমা অতিক্রম করত সিলিসিয়া প্রদেশে উত্তীর্ণ হই

লেন। সিলিসিয়া প্রদেশ পলের জন্মভূমি, জন্মভূমিতে পদার্পণ করিয়া পলের অন্তঃকরণে তৎসম্বন্ধীয় নানাপ্রকার চিন্তার সঞ্চার হইতে লাগিল। স্বদেশের দুঃখ ও দুর্গতি, স্বদেশবাসী লোকদিগের আধ্যাত্মিক হীনতা—তাহাদিগের মধ্যে কুসংস্কারপূর্ণ অসার-ধর্ম্মাড়ম্বর ইত্যাদি বিবিধ প্রকারের চিন্তামেঘ তাঁহার হৃদয়ে স্তরে স্তরে উদিত হইতে লাগিল। ক্রমে সিলিসিয়া প্রদেশের উত্তরসীমাবর্ত্তী টরস পর্ব্বতের দুরারোহ শৈল শ্রেণী উত্তরণ পূর্ব্বক লিকোনিয়া রাজ্যে পদার্পণ করিলেন; এবং তথা হইতে ডার্ব্বি নগরে উপনীত হইলেন। প্রথম প্রচারযাত্রাকালে ডার্ব্বি নগরের কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার নিকট অভিষিক্ত হইয়াছিল। বহুদিন পরে তাহারা পলের সন্দর্শন লাভ করিয়া উৎসাহ ও আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইল। তিনি তথা হইতে লিস্ত্রাতে গমন করিলেন। পল! ধন্য তোমার বীরত্ব এবং পৌরুষিকতা; যথা হইতে একবার যৎপরোনাস্তি তিরস্কৃত এবং নিগৃহীত হইয়া বাহির হইয়াছ; সেই স্থানে—সেই শত্রুনিকেতনে তুমি আবার প্রবেশ করিতেছ পরিত্রাণ-বাণী শুনাইবার জন্য। এই বহুদেবোপাসনাপূর্ণ নগরে য়িহুদীদিগের কোন ভজনা মন্দির ছিল না। এক ব্যক্তি ভিন্ন এই সমগ্র লিস্ত্রা নগরের মধ্যে অপর কেহ খৃষ্টধর্ম্ম-বিশ্বাসী লোক ছিল না। এই ব্যক্তির পরিচয় পাঠকবর্গ পূর্ব্বে প্রাপ্ত হইয়াছেন; ইহার নাম টিমথি। ইহার পিতা গ্রীক জাতীয় লোক, কিন্তু মাতা য়িহুদীবংশীয় একজন ধর্ম্মপরায়ণা নারীছিলেন। এই ধর্ম্মানুরাগিণী জননীর প্রযত্নেই বাল্যকাল হইতে এই যুবার অন্তরে ধর্ম্মাঙ্কুর সঞ্চারিত হয়। তিনিই টিমথিকে য়িহুদীজাতির প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ করিতে বিশিষ্ট রূপে প্রয়াস পান; যাহাহউক এই যুবাপুরুষ প্রথমবারে পলের নিকট অভিষিক্ত হয়। তিনি এতদিন এই বহুদেবোপাসক অজ্ঞানান্ধ নাগরিকদিগের মধ্যে একাকী আপনার বিশ্বাসপথে বিচরণ করিতেছিলেন। কণ্টকাকীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যস্থিত অশ্বত্থ তরুর ন্যায় টিমথির অন্তর্নিহিত বিশ্বাসতরু দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতেছিল।

ক্রমে এই বর্দ্ধমান তরু অশেষ হিতকর ফলের আধারস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। টিমথি পলের একজন বিশেষ প্রীতিভাজন বন্ধু ছিলেন। বহুকাল পরে পলের আগমনে তাহার প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। পল তাহাকে হৃদয়ের গাঢ় প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিলেন। লিস্ত্রা নগরে কিছুদিন অবস্থানের পর তথা হইতে যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন। এই ধর্ম্মনিষ্ঠ সত্যবিশ্বাসী যুবাপুরুষ পলের সহিত প্রচার কার্য্যে গমন করিতে ইচ্ছুক হইল। পল টিমথিকে সঙ্গে লইয়া ফ্রিজিয়া ও গ্যালেসিয়া প্রদেশের মধ্য দিয়া যাত্রা করিলেন। গ্যালেসিয়া প্রদেশের নানা স্থানে সুসংবাদ ঘোষিত হইল। অনেক লোক আগ্রহ সহকারে পলের কথা শ্রবণ করিতে লাগিল। কিন্তু পল এই স্থানে পীড়িত হইয়া পড়িলেন, বিদেশের মধ্যে পীড়াগ্রস্থ অবস্থায় পতিত হওয়া যে সমূহ কষ্টকর এবং বিপজ্জনক তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু পলের মনে তজ্জন্য কিছুমাত্র শঙ্কার উদয় হইল না। পরমেশ্বরের সেবার জন্য যে আপনার পরমপ্রিয় জীবনকে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার নিকটে পীড়াজনিত ক্লেশ ক্লেশের মধ্যেই পরিগণিত নহে। গ্যালেসিয়ার লোকেরা বিশেষ আগ্রহ এবং শ্রদ্ধা সহকারে পলের শুশ্রুষা ও তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল। তাহারা সে সময়ে পলের প্রতি এরূপ প্রগাঢ় প্রীতি ও সম্মান-সহকৃত পরিচর্য্যা প্রদর্শন করিয়াছিল যাহাতে তিনি মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত গ্যালেসিয়েনদিগের প্রতি পত্রে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন লেখক বলেন—পল এই সময় চক্ষুরোগে আক্রান্ত হয়েন, কিন্তু এরূপ বলিবার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি তথাকার লোকদিগের আতিথ্য ও পরিচর্য্যায় প্রীতি লাভ করিলেন এবং সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তথা হইতে তাঁহাদের আসিয়া প্রদেশে যাইবার ইচ্ছা ছিল। এ আসিয়া প্রদেশ বলিতে সমুদ্র তীরবর্ত্তী মিশিয়া লিডিয়া প্রভৃতি রাজ্যকে বুঝাইত। কিন্তু তাঁহারা সে দিকে

না গিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আসিয়া প্রদেশে না যাওয়ার কারণ সম্বন্ধে অনেকে বলেন যে, তিনি পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হয়েন। যাহাহউক এস্থলে আমাদের বোধ হয় যে, তিনি আসিয়া প্রদেশে গমন করা অপেক্ষা ইউরোপ গমনের অধিকতর আবশ্যকতা ও উপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়া ট্রোয়াস নগরে উত্তীর্ণ হইলেন। এই নগর ইজিয়ানসাগরের উপকূলস্থিত এবং ইহা সুপ্রসিদ্ধ ট্রয় নগরের নিকটে প্রতিষ্ঠিত ছিল ; এই স্থান হইতে মেসিডোনিয়া রাজ্য দৃষ্টিগোচর হইত। পল সহচরবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া ট্রোয়াস নগরে অবস্থিতি করিতেছেন ;—এমন সময়ে একদিন রজনীযোগে নিদ্রিত অবস্থায় এক অতি বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, যেন একজন মেসিডোনিয়া দেশীয় লোক তাঁহার উপাধানের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছে "আপনি মেসিডোনিয়া দেশে আসিয়া আমাদের কল্যাণ করুন।" পল নিদ্রিতাবস্থায় এই আশ্চর্য্য স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট মনে সেই বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। যদিও স্বপ্ন সকল অমূলক অবাস্তব বিষয় মাত্র, তথাচ এই ব্যাপারের মধ্যে যে কিছু না কিছু সত্য ভাব নিহিত আছে, তাহা আমরা বিশ্বাস করি। পল ইহাকে বিধাতার আহ্বান মনে করিলেন ; এবং মেসিডোনিয়া প্রদেশে যাইবার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইলেন। এই নগরে মহাত্মা লিউক আসিয়া পলের সহিত সম্মিলিত হয়েন। লিউক বাইবেলের একজন সুসমাচারপ্রণেতা ;—ইহাঁর জন্মভূমি এণ্টিয়ক নগর, জেণ্টাইল বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ঘটনাক্রমে এই ব্যক্তি ক্রীতদাসরূপে রোম নগরে আনীত হন। বোধ হয় ইনি পূর্ব্ব হইতেই চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, সেই কারণ রোমনগরে অবস্থানকালীন তিনি তাহার প্রভুর পরিবারবর্গের পীড়ার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিতেন। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে লিউকের প্রভু তাঁহার চিকিৎসা ও শিষ্টাচরণে সন্তুষ্ট হইয়া পারিতোষিক

স্বরূপ তাঁহাকে দাসত্বপাশ হইতে বিমুক্ত করিয়া দিলেন। দাসত্ব দশামুক্ত লিউক তখন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক চিকিৎসা কার্য্যে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি একজন খৃষ্ট ধর্ম্মে প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও বিশ্বাসবান্ লোক হইয়া উঠেন। এই ঈশ্বরপ্রেমিক সাধু-পুরুষ নর-নারীর শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ ব্যাধির ঔষধসহ পোতারোহণ পূর্ব্বক দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াই-তেন। মনুষ্যের দৈহিক পীড়া হইতে আরোগ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত ঔষধ প্রদান করিতেন এবং উপদেশ ও সৎকথন দ্বারা তাহাদিগের আধ্যা-ত্মিক পীড়া উপশমের চেষ্টা করিতেন। চরিতাখ্যায়কেরা সেই জন্য লিউককে মেডিকেল মিসনরি (Medical missionary) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এরূপ বোধ হয় যে, পল যখন গ্যালেসিয়া প্রদেশে পীড়াগ্রস্থ হইয়া পড়েন, তখন এই প্রিয় চিকিৎসক বন্ধুকে ট্রোয়াস নগরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সংবাদ প্রেরণ করেন। হয়ত, সেই কারণেই লিউক ট্রোয়াস নগরে উপনীত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন এই লোকহিতৈষী সাধু ব্যক্তি পলের সহচরস্বরূপ থাকিয়া তাঁহার প্রচারবৃত্তান্ত যথাযথরূপে লিপিবদ্ধ করত বাইবেলের নূতন বিভাগের অন্তর্গত, 'আক্টস্' নামক অংশ প্রণয়ন করেন।

এদিকে পল মেসিডোনিয়ায় গমন করিবার নিমিত্ত সঙ্গীসহ ট্রোয়াস বন্দরে পোতারোহণ করিলেন। সাগরবক্ষ হইতে পলের চক্ষু সম্মুখে এক বিশাল কার্য্যক্ষেত্র দৃষ্টি করিতে লাগিল। তিনি সতৃষ্ণ নয়নে ইয়োরোপ খণ্ডের সুবিস্তীর্ণ রাজ্য সকলের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কত জাতি এবং কত রাজ্য সকল এই মুক্তিপ্রদ নবধর্ম্মের সমুজ্জ্বল আলোক হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে; কত দেশ কুসংস্কার এবং ভ্রান্তির কুজ্ঝটিকাজালে আচ্ছন্ন রহিয়াছে; এইরূপ বিবিধ চিন্তায় পলের চিত্ত নিমগ্ন হইল। যে ইয়োরোপখণ্ড এখন খৃষ্টধর্ম্মরূপ সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের রাজধানী রূপে পরিণত হইয়াছে,—এতদিন তাহাতে ইহার বীজ নিক্ষিপ্ত

হয় নাই। সম্মুখে নূতন দেশ দেখিয়া তাহা অধিকার করিবার জন্য সমরবিজয়ী পুরুষের প্রাণ যেমন উল্লাসতরঙ্গে নৃত্য করিতে থাকে, এই অমিততেজা ধর্ম্মবীরের হৃদয়ও সেইরূপ আনন্দভরে অধীর হইয়া উঠিল। ইহাঁদিগের অর্ণবপোত এক রাত্রি স্যামোথ্রেসিয়া দ্বীপে অবস্থিতি পূর্ব্বক নিওপিলাস বন্দরে উত্তীর্ণ হইল। তথা হইতে তাঁহারা ফিলিপ্পি নগরে গমন করিলেন। খৃষ্টীয়শকের ৫২ বায়ান্ন বৎসরের সময় মহাত্মা পলের দ্বিতীয় প্রচারযাত্রা আরম্ভ হয়। ইহাতে অনুমান করা যাইতে পারে, যে খৃষ্টের মৃত্যুর বায়ান্ন বৎসর পরে অথবা তিপ্পান্ন বৎসরের মধ্যে ইয়োরোপখণ্ডে খৃষ্টধর্ম্ম ঘোষণার জন্য পল প্রথমে ফিলিপ্পি নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই নগর মেসিডোনিয়া রাজ্যের রাজধানী; মহাবীর আলেকজেণ্ডার দি গ্রেটের পিতা ফিলিপ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁহারই নামানুসারে এই নগরের নাম ফিলিপ্পি হইয়াছে। সম্রাট জুলিয়াস্ সিজর হইতে এই নগরে রোমীয় উপনিবেশ সংস্থাপিত হয়। নাগরিকদিগের মধ্যে রোমীয় সামাজিক রীতি নীতি প্রচলিত ছিল। অত্যল্পসংখ্যক য়িহুদী ফিলিপ্পি নগরে অবস্থান করিত, তথায় তাহাদিগের কোন উপাসনা মন্দির ছিল না। কিন্তু য়িহুদীদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহারা অতি অল্পসংখ্যক হইলেও যে নগরে অবস্থিতি করে, সেই নগরে উপাসনার নিমিত্ত একটি বিশেষ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখে। এই সকল স্থানকে ইংরাজিতে অরেটরি (oratory) বা সাধনাশ্রম বলা হয়। এই সকল সাধনাশ্রমের উপরিভাগ অনাবৃত, এবং চতুর্দ্দিক প্রাচীর অথবা অন্য কোন বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিত। সাধনাশ্রম সকল সচরাচর নদী এবং সমুদ্রের তীরবর্ত্তী রমণীয় লতাপুষ্পপরিবৃত কাননের মধ্যভাগে অথবা-সুস্নিগ্ধ-ছায়া সমম্বিত বৃক্ষের নিম্নদেশে নির্ম্মিত হইত। য়িহুদীরা উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে হস্ত মুখাদি প্রক্ষালিত করিত, সেই জন্য নদী কিম্বা সমুদ্রের অদূরস্থিত স্থানে এই সকল উপাসনামণ্ডপ প্রতিষ্ঠিত

থাকিত। ফিলিপ্পি নগরেও য়িহুদীদিগের এইরূপ একটি উপাসনাশ্রম ছিল; সপ্তাহে সপ্তাহে উপাসনাদিবসে য়িহুদীরা এই স্থানে সম্মিলিত হইয়া আরাধনা প্রার্থনাদি পারমার্গিক বিষয়ের অনুশীলন করিত। পল ফিলিপ্পি নগরে উপস্থিত হইয়া য়িহুদীদিগের এই উপাসনাক্ষেত্রে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত বহুসংখ্যক লোক সপ্তাহে সপ্তাহে এই স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিল, সমাগত সকল লোক নিবিষ্ট-চিত্তে পলের উপদেশাদি শ্রবণ করিতে লাগিল। উহাদিগের সহিত কতক গুলি একেশ্বরবাদিনী নারীও য়িহুদীদিগের সেই সাধনক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পরমেশ্বরের প্রার্থনাদি করিতেন। প্রতি সপ্তাহে এই সকল ধর্ম্মানু-রাগিণী রমণীগণ সম্মিলিত হইয়া সোৎসুকমনে পলের নিকট মুক্তিতত্ত্বের সুসংবাদ শুনিতে লাগিলেন। পল বিশেষ আগ্রহের সহিত এই নারী-দিগের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথন করিতেন। তাহাদিগের মধ্যে লিডিয়া নাম্নী একজন ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রীলোক ছিলেন। ইহাঁর বস্ত্রের ব্যবসা ছিল। লিডিয়া সাধনাশ্রমে নিয়মিতরূপে উপস্থিত হইয়া আধ্যা-ত্মিক তত্ত্বের প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইতেন। পলের সারগর্ভ সুমিষ্ট উপদেশে লিডিয়ার হৃদয়রাজ্যে আন্দোলন উপস্থিত হইল; অবশেষে তিনি পলের নিকট খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ইয়োরোপখণ্ড এই নবধর্ম্ম গ্রহণ করিল, খৃষ্টধর্ম্মের সুবিস্তীর্ণ নবোদ্যানে এই প্রথম বীজ রোপিত হইল, সেই সামান্য সূত্রধরপুত্রের অর্দ্ধভূমণ্ডলব্যাপী রাজত্বের সূত্রপাত হইল। লিডিয়ার পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিরাও পলের নিকট খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিল। পলের জীবনচরিত লেখকেরা এই নারীর ধর্ম্মপরায়ণতা ও ঈশ্বরানুরাগের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। লিডিয়া আপনার জীবন ভগবানের একজন আজ্ঞানুগতা পরিচারিকার ন্যায় যাপন করিতে মনস্থ করিলেন। বাস্তবিক তাঁহার জীবন ও তদুপযোগী ছিল। তিনি সশিষ্য পলকে পরমসমাদরপূর্ব্বক আপনার বাটীতে লইয়া গেলেন, তাঁহারা তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। লিডিয়া ও তৎপরিবারবর্গের এই

নবধর্ম্ম গ্রহণের কথা ফিলিপ্পি নগরের চারিদিকে বিস্তারিত হইয়া পড়িল। উত্তরোত্তর অধিকসংখ্যক লোক য়িহুদীদিগের সেই উপাসনা-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া মহাত্মা পলের উপদেশ ও বক্তৃতা শ্রবণ করিতে লাগিল। এই নবাভিষিক্তা রমণীর হৃদয়ে ধর্ম্মপিপাসা দিনে দিনে বলবতী হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি আপনার বন্ধু বান্ধব ও অন্যান্য লোকদিগকে লইয়া সতৃষ্ণচিত্তে পলের উপাসনায় যোগ দিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিনের মধ্যে পলের উদ্যোগ ও চেষ্টায় ফিলিপ্পি নগরে একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সময়ে ফিলিপ্পি নগরে একজন অদৃষ্টবাদিনী গণক স্ত্রীলোক ছিল; কাহার অদৃষ্টপটে কি লিখিত আছে, জীবনের ভবিষ্যৎগর্ভে কাহার কি নিহিত আছে, এই সকল মনুষ্য জ্ঞানের অনধিগম্য বিষয় এই স্ত্রীলোক দৈবশক্তি দ্বারা জিজ্ঞাসুর নিকট বলিয়া দিত। এই কপটাচারিণী ঐন্দ্রজালিক স্ত্রীলোক লোকের নিকট বলিয়া বেড়াইত যে, সে আপেলো দেবতার কৃপা ও শক্তিবলে এই সকল অসাধ্য ব্যাপার সাধিত করিয়া থাকে। সুতরাং কুসংস্কারান্ধ মনুষ্যেরা তাহার কথাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও আদরের সহিত গ্রহণ করিত। জীবনের ভবিষ্যৎ সংবাদ জানিবার নিমিত্ত মনুষ্যমাত্রেরই হৃদয়ে ন্যূনাধিক পরিমাণে কৌতূহলশিখা প্রজ্বলিত আছে। সুতরাং এই কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত অনেকেই সেই স্ত্রীলোককে আহ্বান করিত; এতদ্দ্বারা সেই নারী বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম হইত। এই অদৃষ্ট ব্যবসায়িনী রমণী একজন ব্যক্তির ক্রীতদাসী ছিল। সেই স্ত্রীলোকের এইরূপে উপার্জ্জিত অর্থ তাহার প্রভু গ্রহণ করিতেন, সুতরাং ইহাতে তিনি বিলক্ষণ লাভবান্ হইতেন। আমরা প্রাচীনদিগের নিকট হইতে অনেক পিশাচসিদ্ধ ব্যক্তির অসামান্য কার্য্যের গল্প শুনিয়াছি। তাহারা অনায়াসে অসাধ্য এবং অসম্ভাবিত বিষয় সকল সম্পন্ন করিয়া থাকে। এই স্ত্রীলোকও তখন নগরবাসীদিগের নিকটে পিশাচসিদ্ধ অথবা দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির ন্যায় সম্মানিত হইত। যতই মানবমন জ্ঞানালোক

হইতে বঞ্চিত থাকে, যতই অসত্য এবং কুসংস্কারের অন্ধকার গাঢ়তর-রূপে জনসমাজ মধ্যে পরিব্যাপ্ত থাকে, ততই এই প্রকার প্রবঞ্চক মিথ্যাপথাবলম্বী লোকেরা প্রতিপত্তি লাভে সমর্থ হয়। এদেশীয় পল্লীগ্রাম-বাসিনী অনেক অজ্ঞানান্ধ অশিক্ষিত গৃহিণীর নিকট হইতে গণৎকার ঠাকুরেরা নানা কৌশলে কত অর্থোপার্জ্জন করিয়া লইয়া যায়। যেখানে অজ্ঞানতা ও উপধর্ম্মের প্রবল রাজত্ব, সেই স্থানেই এইরূপ ব্যবসার বিশিষ্ট প্রতিপত্তি। পল সত্যালোক বিকিরণের জন্য, তাহাদিগের মধ্যে পরিত্রাণপ্রদ ধর্ম্মের মহিমা বিস্তারিত করিবার জন্য ফিলিপ্পি নগরে গমন করিয়াছেন, সুতরাং তিনি সেই স্ত্রীলোকের ব্যবসায়ের একরূপ অন্তরায়স্বরূপ হইলেন। যখন মহাত্মা পল সশিষ্য সেই নদীতীরস্থিত পবিত্র উপাসনাশ্রমে গমন করিতেন, এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসি-তেন; তখন এই স্ত্রীলোক তাঁহাদিগের অনুগমন পুরঃসর পুনঃ পুনঃ বলিত "এই সকল ব্যক্তিরা মহান্ ঈশ্বরের দাস, ইহারা আমা-দিগকে পরিত্রাণের পথ প্রদর্শন করিতেছে।" সে প্রতিদিনই উচ্চৈঃস্বরে এই সকল কথা তাঁহাদিগের পশ্চাতে পশ্চাতে বলিয়া বেড়াইত। এই দুর্ম্মতিগ্রস্থা নারীর বারম্বার প্রলাপোক্তিতে পলের হৃদয়ে তাহার জন্য দয়া ও দুঃখের সঞ্চার হইল, তিনি একদিন সেই নারীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "আমি তোমাকে অর্থাৎ তোমার আত্মার সংক্রামক ব্যাধিকে মহাত্মা খৃষ্টের নামে আদেশ করিতেছি যে, তাহারা তোমা হইতে বাহির হইয়া যাক"। এই কথা বলাতে সেই রমণীর আধ্যাত্মিক ব্যাধি সকল চলিয়া গেল, তাহার আত্মা বিশুদ্ধ হইল। কোন কোন লেখকেরা বলেন যে এই স্ত্রীলোক উন্মাদরোগগ্রস্থা ছিল, খৃষ্টের নামে তাহার উন্মত্ততা তিরোহিত হইল। আমরা বলি যে, এই স্ত্রীলোকের হৃদয় বিবিধরূপ কুসংস্কার এবং অজ্ঞানতাজালে জড়িত ছিল, সত্যের বিশুদ্ধ শুভ্রালোক হইতে মানবচিত্ত বঞ্চিত হইলে তাহা নানারূপ দূষিত কীটের আবাসস্বরূপ হইয়া উঠে, ইহার চিত্তও সেইরূপ হইয়াছিল।

এতাদৃশ আধ্যাত্মিক-দুর্গতিগ্রস্থ দেখিয়া পল তাহার নিকট খৃষ্টধর্ম্মের আলোক বিকিরণ করিলেন, তাহাতে তাহার হৃদয়ের অন্ধকার অন্তর্হিত হইয়া গেল, খৃষ্টের নামে অর্থাৎ খৃষ্টের সারগর্ভ মহামূল্য উপদেশ দ্বারা সেই নারীর অন্তরে জ্ঞানের বিকাশ হইল, তখন সে স্বাবলম্বিত লোক-প্রবঞ্চনাকর মিথ্যাবৃত্তিকে ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিল। এইরূপ বহুদিনের অজ্ঞানতা ও কুসংস্কাররোগ-বিকারে বিকৃতা রমনী পলের দ্বারা প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল, এ দিকে সেই নারীর প্রভু পলের প্রতি একান্ত কোপাবিষ্ট হইল, কারণ সেই স্ত্রীলোকের দ্বারা তাহার বিলক্ষণ অর্থাগম হইত, এখন তাহার সেই ধনাগমের পথ নিরুদ্ধ হইয়া গেল, সুতরাং ইহাতে সে ব্যক্তি আপনাকে বিলক্ষণ আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এই রাগান্ধ ব্যক্তি তখন পল এবং সিলস্‌কে আক্রমণ পূর্ব্বক বিচারালয়ে অভিযুক্ত করিল। অভিযোগ এই যে—ইহারা নানাস্থানে লোকসমাবেশ করত নগরের শান্তিভঙ্গ করিতেছে এবং রোমীয়দিগের ধর্ম্ম ও আচারবিরুদ্ধ কথা সকল নানা স্থানে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে। বিচারপতি রোমীয় ছিলেন, সুতরাং এইরূপ অভিযোগ শুনিয়া তাঁহার ক্রোধোদয় হইতে পারে। বিচারপতিরা বিনাবাক্যে এই অন্যায়াভিযোগে বিশ্বাস স্থাপন করত পল ও সিলস্‌কে অপরাধী বলিয়া স্থির করিলেন। সেই নিরীহ ঈশ্বরনিষ্ঠ সাধুদ্বয়ের প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইল। তাঁহাদিগের গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিয়া তীব্র কোড়া প্রহার করিতে আদেশ করিলেন। বিচারপতিগণের নির্দেশানুযায়ী লোকসমক্ষে পল ও সিলসের গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করত তাঁহাদিগের পৃষ্টদেশে সজোরে উপর্য্যুপরি কোড়া প্রহার করিতে লাগিল। রোমীয় শাসনকর্ত্তাদিগের কোড়াদণ্ডপদ্ধতি অত্যন্ত ভয়াবহ ও কঠোর ছিল। ফিলিপ্পি নগরের বিস্তীর্ণ ধর্ম্মাধিকরণ এই দুই জন ধর্ম্মপরায়ণ দেবচরিত্র ব্যক্তির প্রতি অকারণ প্রহারনিবন্ধন ঘোর অধর্ম্ম ও অন্যায়ের লীলাভূমিরূপে পরিণত হইল। নগরবাসীরা অম্লানবদনে

নীরবে এই দুই ব্যক্তির প্রতি অবর্ণনীয় অত্যাচার ও অবমাননা দর্শন করিতে লাগিল। শুনিতে পাই মনুষ্যজাতির নাকি দয়া ও বদান্যতা আছে, ইতর পশু পক্ষীদিগের প্রতিও উৎপীড়ন প্রতিবিধানের নিমিত্ত নাকি মনুষ্যসমাজে অনেক 'অত্যাচারনিবারিণী' সভা আছে; লোকসমাজ মধ্যে ন্যায় ও ধর্ম্মের মহিমা সংরক্ষণ ও বর্দ্ধনের জন্য নাকি অনেক জনহিত-ব্রতপরায়ণ বিজ্ঞজনের প্রতিষ্টিত সমাজ আছে; তবে পল! তোমার এই ভয়াবহ নির্ম্মম অত্যাচারের প্রতি মানবসমাজ উদাসীন কেন? অবিচার-নিবারিণী সমিতি সকল এখন নির্ব্বাক ও নিস্তব্ধ কেন? মনুষ্যেতর পশু পক্ষীদিগের প্রতি যখন জনসমাজের অনুরাগ ও সহানুভূতি আছে, তখন মনুষ্যলোকের রত্নস্বরূপ সাধু মহাত্মাদিগের প্রতি জগৎবাসীর এতই ঘৃণা ও বিরক্তি কেন? এই স্থানেই ত পরমেশ্বরের বিচিত্র মহিমার পরিচয়। তিনি মানবকে অতি উজ্জল রূপে দেখান যে, যে ব্যক্তি মনের প্রগাঢ় ঐকান্তিকতার সহিত তাঁহার চরণালিঙ্গন করিয়া পড়িয়া থাকে; সে ব্যক্তি জগজ্জনের নিকট নিতান্ত ঘৃণিত ও অবজ্ঞার পাত্র হয়। মনুষ্যজাতি তাহার সুখে এবং দুঃখে বিপদে ও অত্যাচারে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়, প্রত্যুত তাহার বিপদদুর্দ্দিনেই আনন্দপ্রকাশ করিতে থাকে। কিন্তু ভগবানে তাহার এমনি অবিচ্ছেদ্য নির্ভরশীলতা যে, কিছুতেই তাহাকে বিচ্যুত করিতে পারে না। পল ও সিলসের সুকোমল পৃষ্ঠদেশ ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল, জনসাধারণ সমক্ষে অনাবৃত গাত্রে পুনঃ পুনঃ তীব্রতর প্রহারে এই দুই নিরীহ ঈশ্বরপ্রেমিকের দেহে অসহনীয় যন্ত্রণা উপস্থিত করিল। ছি ছি কি অপমান! কি লাঞ্ছনা! পল! তোমার অদৃষ্টে কি এই ছিল? না না, কে বলে ইহা অপমান? এইত মানবজীবনের পরম পুরস্কার। প্রহারেই কি পরিসমাপ্তি? প্রহারের পর বিচারপতিরা হস্তপদ কঠিন লৌহ শৃঙ্খলে নিবদ্ধ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভীষণ কারাগৃহে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। পল ও সিলস্‌কে বন্দীশালার যে গৃহে লইয়া অবরুদ্ধ করা

হইল; তাহা কারালয়ের অভ্যন্তরস্থিত একটি অন্ধকারপরিপূর্ণ ভয়াবহ প্রকোষ্ঠ। এই তমসাচ্ছন্ন ভীষণ প্রকোষ্ঠ মধ্যে পল ও সিলস্ বন্দীদশায় অবস্থিতি করিতেছেন; হস্ত পদ সুদৃঢ় লৌহানিগড়ে কঠিনরূপে আবদ্ধ;—মধ্যে মধ্যে নিষ্ঠুরপ্রকৃতি কারারক্ষকেরা আসিয়া বন্দীগণের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন বর্ষণ করিতেছে। এমন সময়ে দিগন্তব্যাপী অন্ধকার আসিয়া ধরণীর মুখমণ্ডলকে পরিব্যাপ্ত করিল। যন্ত্রণানিপীড়িত বিষণ্ণ-হৃদয় বন্দীগণ স্ব স্ব কক্ষে গিয়া বিশ্রামদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লইবার উপক্রম করিতে লাগিল। ফিলিপ্পি নগরের কলরবরাশি ক্রমে অনন্ত আকাশগর্ভে মিশাইয়া গেল; নগরের চতুর্দ্দিকে নিস্তব্ধতা সঞ্চারিত হইল, এই বিরামপ্রদ প্রশান্ত সময়ে কারাশ্রমের বন্দীরা কেহ কেহ প্রহারজনিত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, কাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে স্বানুষ্ঠিত অপরাধের নিমিত্ত অনুতাপের তীব্র অগ্নি ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে, কেহ বা অর্দ্ধজাগ্রত এবং অর্দ্ধতন্দ্রিত অবস্থায় বসিয়া দূরস্থিত আত্মীয় পরিবারের সুখ দুঃখ বিপদ সম্পদ প্রভৃতির চিন্তানীরে অবগাহন করিতেছে। আমাদিগের এই দুই জন বন্দীর কোন অপরাধ নাই যে তাহার জন্য অনুতাপ করিবে, পরিবার স্বজনের প্রতি তত আসক্তি নাই যে তাহার জন্য চিন্তায় অস্থির হইবে। তবে তাঁহারা কি করিতে লাগিলেন? গভীর নিশীথকালে কারাগৃহের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া পল ও সিলস্ একান্ত মনে প্রার্থনা ও ভগবানের গুণানুকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন, প্রেম ও অনুরাগ পরিপূর্ণ প্রার্থনা ও সঙ্কীর্ত্তনের সুমধুর সুমন্দ লহরী সকল রজনীর গাঢ় নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া বন্দীশালা হইতে উত্থিত হইতে লাগিল। বন্দীগণ জাগ্রত হইয়া পরম বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে উৎকর্ণ হইয়া সেই সুললিত সঙ্কীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিল। কি অভূতপূর্ব্ব মনোরম দৃশ্য! কোথায় বন্দীগণ কারাযন্ত্রণানিবন্ধন দুর্ব্বহ পরিতাপ ও বিষাদ ভরে মুহ্যমান হইয়া অনবরত আর্ত্তনাদ করিতে থাকিবে? না; একি! এই দুই ঈশ্বরপ্রেমিক পবিত্র পুরুষের কণ্ঠোত্থিত ভক্তিভাবপূর্ণ ভজনাগীতি

অত্যাচারতাপিত বিমর্ষমনা বন্দীজনের হৃদয়ে শান্তিবারি বর্ষণ করিতে লাগিল। পরমেশ্বরের স্তুতিগীতি এবং গুণানুকীর্ত্তনে বন্দীশালা কল্লোলিত হইতেছে; এমন সময়ে অকস্মাৎ প্রবলবেগে ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়া কারাগৃহের ভিত্তি সকলকে কম্পিত করিয়া দিল, অর্গলাবদ্ধ দ্বার সকল আপনা আপনি উদ্ঘাটিত হইয়া গেল, বন্দীদিগের হস্তপদ নিবদ্ধ শৃঙ্খল সকল খুলিয়া পড়িল। এই হৃৎকম্পকর আকস্মিক ব্যাপারে প্রহরীগণ জাগ্রত হইয়া কারাগৃহের এইরূপ অবস্থা দর্শনে বিস্ময় ও ভয়ে অবাক্ ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহারা মনে করিল বুঝি বন্দী সকল পলায়ন করিয়াছে, তখন কারারক্ষক ভীতিবিহ্বল চিত্তে কোষ হইতে শাণিত খড়্গ বাহির করিয়া আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইল। কেননা প্রভু যদি জানিতে পারে যে, তাহার অনবধানতা দোষে বন্দীগণ পলায়ন করিয়াছে, তাহা হইলে তাহাকে কঠোর দণ্ড প্রদান করিবে। এই জানিয়া সে ব্যক্তি পূর্ব্ব হইতেই আত্মহননের দ্বারা সেই ক্লেশকর দণ্ডের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপক্রম করিতেছিল। এদিকে পল ও সিলসের হৃদয় মন পরমেশ্বরের গুণপরিকীর্ত্তনে নিমগ্ন, তাঁহারা প্রহরীদিগের নিদ্রাভঙ্গ-জনিত কলরব ও দুঃখসূচক বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে কারারক্ষক আত্মবধে প্রবৃত্ত হইতেছে। তখন পল উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন "কেন তুমি আপনার ক্ষতি করিতেছ, আমরা সকলে এই স্থানেই আছি"।

তচ্ছ্রবণে তাহার মন কতক পরিমাণে সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইল; এবং এক উজ্জ্বল আলোক হস্তে লইয়া তাহাদিগের সেই অন্ধকারাবৃত কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইয়া কম্পিত কলেবরে পল ও সিলসের পদতলে লুণ্ঠিত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়েরা! আমি কি করিলে পরিত্রাণ পাইব"? আগমনমাত্রেই কারারক্ষকের মুখ হইতে মুমুক্ষু ব্যক্তির ন্যায় এরূপ কথা বাহির হইল কেন? ইহার কারণ কি; বোধ হয় এই ব্যক্তি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ইহাঁরা দুই জনে সাধুচরিত্র

ধার্ম্মিক লোক এবং এই ভগবদ্ভক্ত সাধুদ্বয়কে বিনাপরাধে কারাবদ্ধ রাখাতে আপনাকে পাপী বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিল। তাহার পর অকস্মাৎ নিশীথকালে এই অভাবনীয় ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে তাহার হৃদয়ে প্রথমোক্ত ভাব আর ও বদ্ধমূল হইয়াছিল। এখন সহজেই প্রতীতি হইতেছে যে, এক দিকে আপনাকে পাপাচারী নরাধম ব্যক্তি বলিয়া বোধ এবং অপর দিকে পল ও সিলসকে অসামান্য দেবোপম মনুষ্য জ্ঞান; এই উভয় ভাবের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত তাহার চিত্ত হইতে এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছিল। যাহাহউক পল তাহাকে বলিলেন "খৃষ্টে বিশ্বাস স্থাপন কর, তুমি এবং তোমার পরিবারেরা মুক্তি পাইবে"। খৃষ্টে বিশ্বাস একথার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার মুক্তিরাজ্যের সেতুস্বরূপ সারগর্ভ উপদেশাবলী বিশ্বাস ও শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে প্রতিপালন করা; পল সেই মুমুক্ষু হৃদয় কারারক্ষীকে তাহাই করিতে বলিলেন। কারাপ্রহরী সেই রাত্রিকেই পলের নিকট সপরিবারে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিল। পরমেশ্বরের কি বিচিত্র মহিমা! তিনি কোন্ সূত্র দিয়া কোন্ ব্যক্তিকে পরিত্রাণের রাজ্যে লইয়া যান, তাহা কে বলিতে পারে, রজনী প্রভাত হইলে বিচারপতিদিগের কর্ণে এই সকল ঘটনার কথা প্রবিষ্ট হইল। ইহা শুনিয়া তাহাদিগের হৃদয়ে ভয় ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল। আবার যখন জানিতে পারিল যে, এই উভয় ব্যক্তি রোমীয় প্রজা, তখন তাহাদিগের মনে আশঙ্কা দ্বিগুণতর প্রবল হইয়া উঠিল। কারণ রোমীয় প্রজার প্রতি এরূপ কঠোর দণ্ড প্রদান ব্যবস্থানুমোদিত ছিল না, বিচারপতিরা ভয়াকুলিত চিত্তে পল ও সিলসকে কারাগার হইতে বিমুক্ত করিয়া দিবার নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করিলেন, লোকেরা আসিয়া কারারক্ষককে ঐ সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলে পর সে ব্যক্তি পল ও সিলসকে বহির্গত হইয়া যাইতে বলিল। পল পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন যে, বিচারকেরা অন্যায় পূর্ব্বক ব্যবস্থার বিপরীত কার্য্য করিয়াছে; তিনি ইচ্ছা করিলে এই ব্যবস্থাবিরুদ্ধ কার্য্যের প্রতিবাদ

উচ্চতর শাসনকর্ত্তাদিগের কর্ণগোচর করিতে পারিতেন। তৎপর বিচারকেরা বন্দীশালায় স্বয়ং আসিয়া তাঁহাদিগের নিকট এই অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলে পর তাঁহারা কারাগার হইতে বাহির হইলেন। এখন দেখি ফিলিপ্পি নগরে খৃষ্টধর্ম্মের আলোক কিরূপ বিস্তারিত হইল। ইয়োরোপখণ্ডে সর্ব্ব প্রথমে ফিলিপ্পি নগরের নদীতীরে য়িহুদীদিগের উপাসনাশ্রমে লিডিয়া নাম্নী ধর্ম্মানুরাগিনী নারী সপরিবারে এই নবধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, পাঠকগণ ইতিপূর্ব্বেই তাহা অবগত হইয়াছেন। তৎপর এই বন্দীশালামধ্যে রজনী দ্বিপ্রহরে বিধাতার এই অচিন্তনীয় অত্যদ্ভূত ঘটনার মধ্য দিয়া কারারক্ষক আত্মীয় পরিবারের সহিত পলের নিকটে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিল। পলের যত্ন ও পরিশ্রমে ফিলিপ্পি নগরে একটি সমাজ স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি বিপদ ও অত্যাচারের প্রবলাঘাত সহ্য করিয়া অশেষ ক্লেশকণ্ঠকাবলী ভেদ করত এই সুদূর-প্রসারিত ক্ষেত্রের সীমান্তভাগে এই কয়েকটি বীজ বপন করিলেন। কে জানিত যে, ইহা দ্বারা একদিন ইয়োরোপের সমস্ত উদ্যান পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে যাহাহউক পল ও সিলস্ কারাগার হইতে বহির্গত হইয়া লিডিয়ার গৃহে গমন করিলেন।

পল ও সিলস্ লিডিয়ার আশ্রমে উপস্থিত হইয়া রাত্রির সকল ঘটনার কথা বর্ণন করিলেন। তচ্ছ্রবণে তাহাদিগের হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। অন্যান্য বন্ধুরা আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল; তিনি সকলকে সমবেত করিয়া নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাসে স্থির থাকিবার জন্য বিবিধ প্রকারের উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক টিমথি ও লিউককে তথাকার নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজের সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ বিধানের নিমিত্ত থাকিতে আদেশ করিলেন। লিউক ও টিমথি তাঁহার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিল; তিনি তাহাদিগকে ফিলিপ্পিতে রাখিয়া সিলসের সমভিব্যাহারে থেসেলোনিকা নগরে যাত্রা করিলেন। ধন সম্পত্তি ও বাণিজ্য বিষয়ে ইহা পৃথিবীস্থ তাৎকালীন অন্যান্য নগরের প্রধান স্থানীয়

ছিল। পল ও সিলস তথায় উপস্থিত হইয়া জেসন্ নামক জনৈক ধর্ম্মানুরাগী শিষ্যের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তথায় য়িহুদী- দিগের উপাসনালয় ছিল, পল তাহাতে গমন করিয়া লোকদিগের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। থেসেলোনিকা নগরে ধর্ম্মসংগ্রাম আরম্ভ হইল। এই নবধর্ম্ম পরিঘোষণার সংবাদ পাইয়া বহুতর লোক উপাসনা দিবসে সেই ভজনালয়ে সমবেত হইতে লাগিল। পল বিশেষ দৃঢ়তা ও ধৈর্য্য সহকারে তাহাদিগের সহিত বিচার করিতে লাগিলেন। য়িহুদীদিগের মধ্যে তাঁহার বিচারের মুখ্য বিষয় এই ছিল যে, "খৃষ্টই সেই সত্য মেসায়া"। তিনি এই বিষয় প্রভৃত শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা য়িহুদীদিগের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচার করিতেন। তিন দিবস অবিশ্রান্তকাল এই ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত গুরুতর প্রশ্ন লইয়া তর্ক বিতর্ক করি- লেন। লোক সকল তাঁহার চিত্তবিমোহিনী বাগ্মিতাশক্তি, ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা এবং সুমার্জ্জিত বিচারপদ্ধতি দর্শনে আশ্চর্য্যে স্তম্ভিত হইয়া গেল। অনেক ঈশ্বরনিষ্ঠ গ্রীক ও সম্ভ্রান্ত-বংশীয় মহিলারা পলের প্রচারিত মতে বিশ্বাস স্থাপন করিল। তদ্দর্শনে য়িহুদীদিগের হৃদয় ঈর্ষ্যানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অনেক নিষ্কর্ম্মা আলস্যপ্রিয় ইন্দ্রিয়া- সক্ত লোক তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া পলের প্রতিকূলে দণ্ডায়- মান হইল। আমরা এই স্থলে পলের চরিত্রের একটি উজ্জ্বলতর মহত্বের ছবি অঙ্কিত করিতে বিস্মৃত হইতেছি। অনেকের মনে হয়ত স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, মহাত্মা পল সহায় সম্বলশূন্য অবস্থায় নানা দূরদেশে প্রচারার্থ পর্য্যটন করিতেন, অথচ এমন কোন উপায় ছিল না, যাহাতে তাঁহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হইতে পারে? তবে কিরূপে তাঁহার এই সকল অত্যাবশ্যকীয় ব্যয় সম্পন্ন হইত? যতদূর অবগত হওয়া গিয়াছে তাহাতে বলিতে পারা যায় যে, তিনি যখন যে স্থানে উপস্থিত হইতেন, তখন হয়, তথাকার প্রতিষ্ঠিত সমাজ কিম্বা তাঁহার অভিন্নহৃদয় প্রীতিভাজন বন্ধুদিগের দ্বারা এই

সকল অত্যাবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইত ; নচেৎ অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি প্রচারকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা ও আপনার ভরণ পোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ প্রবৃত্ত হইতেন। থেসেলোনিকা নগরে তাঁহাকে এই শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করিতে দেখা গিয়াছে। যদিও ফিলিপ্পি নগরের সমাজস্থ বন্ধুরা তাঁহাকে তথা হইতে দুই বার সাহায্য প্রেরণ করিয়াছিল, তথাচ আপনার ভরণ পোষণের জন্য অপরের স্কন্ধে ভারস্বরূপ হওয়া তাঁহার তত ইচ্ছানুমোদিত ছিল না। সেই জন্য এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ অসাধারণ পুরুষ সমস্ত দিবস লোকদিগের সহিত ধর্ম্মালাপ ও প্রচারব্রতে ব্যাপৃত থাকিয়া দিবাবসানে আশ্রমে প্রত্যাগমন করত দুর্গন্ধপূর্ণ ছাগলোমাবলী লইয়া বস্ত্রবয়নে প্রবৃত্ত হইতেন। কি লোকাতীত মহত্ত্ব! দিবাভাগে যিনি শত শত লোকমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত হইয়া বিবিধ শাস্ত্রদর্শন এবং প্রবল উৎসাহশিখার সহিত গূঢ়তর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিচারে প্রবৃত্ত, তিনিই আবার সন্ধ্যাকালে নিবিষ্টমনে লোমজসূত্রে বস্ত্র নির্ম্মাণে নিযুক্ত হইয়াছেন। অনেক হৃদয়বান্ জ্ঞানী ব্যক্তির অন্তরে এরূপ কুসংস্কার আছে, যে তাঁহারা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহকে নিতান্ত নিন্দনীয় ও নিকৃষ্টকর্ম্মবোধে ঘৃণা করিয়া থাকেন। কিন্তু পলের মহত্বপরিপূর্ণ জীবন এই সঙ্কীর্ণতার প্রতিবাদ করিতেছে, পল কি একজন নানাশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন না? তিনি তাৎকালীন পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে একটী উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ ছিলেন ; কিন্তু তাহা হইলেই বা কি? যাঁহার হৃদয় ভগবৎ-প্রেমের প্রবল প্লাবনে পরিপ্লাবিত, তাঁহার নিকট সংসারের সামান্য পদগৌরব কি করিবে? তাঁহার হস্তনির্ম্মিত বস্ত্র বিক্রয় দ্বারা অনায়াসে গ্রাসাচ্ছাদন সম্পন্ন হইতে লাগিল। এদিকে য়িহুদীদিগের ঈর্ষ্যানল ক্রমে প্রবলাকার ধারণ করিল। তাহারা পলের বিরুদ্ধে ঘোর উত্তেজিত হইয়া নগর কম্পিত করিতে লাগিল। পল ও সিলসকে আক্রমণ পূর্ব্বক লোকসমক্ষে

আনিয়া অবমানিত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাঁহাদিগকে না পাইয়া জেসনের গৃহ আক্রমণ করত তাহার উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। পল ও সিলসকে না পাওয়াতে তাহাদের ক্রোধের গতি সেই জেসনের দিকে ধাবিত হইল। ক্রোধোন্মত্ত বিপক্ষেরা সেই নিরপরাধী ব্যক্তিকে লইয়া মেজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযুক্ত করিল। তাহার অপরাধ এই যে, সে ব্যক্তি পল ও সিলসকে নিজ গৃহে স্থান দিয়াছিল। শত্রুরা বলিতে লাগিল যে, "সেই ব্যক্তিরা বলে যে, যিশু নামে আবার একজন রাজা আছে, তাহারা রাজবিদ্রোহী"; এই কথা শুনিয়া নগরবাসীদিগের প্রাণে মহা উদ্বেগের সঞ্চার হইল। বিচারপতিদিগেরও অন্তরে আশঙ্কা হইতে লাগিল। যাহাহউক, বিচারকেরা জেসনের নিকট হইতে প্রতিভূ লইয়া ছাড়িয়া দিলেন। ইতিপূর্ব্বেই পল ও সিলস বেরেয়া নগরে গমন করিয়াছিলেন। যখন থেসেলোনিকা নগরবাসী বিপক্ষেরা জানিতে পারিল যে, সেই দুই ধর্ম্মবিদ্রোহী ব্যক্তি বেরেয়া নগরে গমন করিয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাহারা সেই নগরে যাত্রা করিল। বেরেয়া নগরের লোকেরা আগ্রহ ও অনুরাগ সহকারে পলের কথা সকল শ্রবণ করিতেছিল, অনেক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি তথায় অবস্থিতি করিতেন। পলের কথানুসারে তাঁহারা শাস্ত্রোদ্ঘাটন করিয়া দেখিতে লাগিলেন যে, খৃষ্টই সেই ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের নির্দ্দিষ্ট মেসায়া কি না? অনেক লোক পলের মতানুসরণ করিল। কিন্তু এদিকে বিপক্ষেরা গিয়া উপস্থিত হওয়াতে তথাকার শিষ্যেরা তাঁহাকে এথেন্স নগরের দিকে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি সিলস্ ও টিমথিকে বেরেয়া নগরে রাখিয়া একাকী এথেন্স নগরে যাত্রা করিলেন। এথেন্স গ্রীসের মধ্যে একটি সুপ্রসিদ্ধ সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগর, এমন কি ইহা এক সময়ে জ্ঞানগরিমায় পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চস্থানীয় ছিল। যাঁহারা মানবজাতির চিন্তা ও মস্তিষ্ককে নূতন পথে পরিচালিত করিয়াছেন, এথেন্স নগর এমন সকল তত্ত্বদর্শী

দার্শনিকের জন্মভূমি। গ্রীকজাতির বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি বহুবিধবিদ্যাকুসুম এই স্থানে সম্যকরূপে পরিস্ফুট ও বিকসিত হইয়া উঠে। জ্ঞানী-জগতের শিরোভূষণস্বরূপ স্বয়ং সক্রেটিস এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া ধরণীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। অনেক চিন্তাশীল জ্ঞানাপন্ন ব্যক্তি এথেন্সের অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। এথেন্সের বিদ্যামন্দিরে ভূমণ্ডলের বিবিধ প্রদেশ হইতে অনেক জ্ঞানপিপাসু ছাত্র আসিয়া অধ্যয়ন করিত। নগরবাসী লোকদিগের চিত্ত যদিও বুদ্ধি বিদ্যা এবং বিবিধপ্রকার সমুজ্জ্বল জ্ঞানরত্নে অলঙ্কৃত ছিল; যদিও তথাকার লোকেরা বহুবিধ দার্শনিক তত্ত্বের অনুশীলন ও বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া জ্ঞানাচলের বহুদূরে উত্থিত হইয়াছিল, কিন্তু মানবাত্মার প্রাণস্বরূপ বিশুদ্ধ সত্য ধর্ম্মের অভাবে তাহাদিগের হৃদয় মন বিবিধ দুর্নীতি এবং কুসংস্কারান্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তাহারা সুমার্জ্জিত বুদ্ধি ও বিচার শক্তির প্রভাবে সত্যাবধারণ করিত, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে সামর্থ্যের আবশ্যক, তাহা তাহাদের ছিল না; তাহারা জ্ঞানবলে নির্দ্ধারণ করিয়াছিল যে, বিশ্বপ্রপঞ্চের রচয়িতা অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই মনুষ্যের একমাত্র উপাস্য, কিন্তু তাঁহার উপাসনা করিত না, হৃদয়াবিষ্কৃত সত্য হৃদয়েই থাকিয়া যাইত, কার্য্যে আসিত না। বহুসংখ্যক দেবমন্দির নগরস্থিত রাজপথের উভয় পার্শ্বে বিদ্যমান ছিল। নাগরিকেরা সেই সকল অচেতন জড়প্রতিমার পূজাতেই ব্যাপৃত ছিল। সত্যস্বরূপ পবিত্রতার আধার পরমেশ্বর হইতে দূরে অবস্থান করাতে বিবিধ প্রকার দুর্নীতি দ্বারা নগরবাসীদিগের চরিত্রপ্রভা নিতান্ত হীন ও মলিন করিয়া ফেলিয়াছিল। বহুকাল হইতে জড়ের আরাধনার দ্বারা এথেনীয় লোকদিগের আত্মা এমনি জড়প্রায় ও নির্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল যে, সত্য জানিয়াও তাহারা অসার কুসংস্কারপূর্ণ পরম্পরাগত প্রথার শাসন স্বীকার করিয়া চলিত। পলের চরিতাখ্যায়কেরা এথেনীয় লোকদিগকে বিনাইটেড্ (benighted) অর্থাৎ ঈশ্বরভ্রষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

পল এথেন্সে উপনীত হইয়া নাগরিকদিগের এতাদৃশ অবস্থা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয় একদিকে বিষাদভরে আন্দোলিত হইতে লাগিল; অপরদিকে এই নবধর্ম্মের জ্যোতি বিকিরণের জন্য প্রবল উত্তেজনাবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি নিবিষ্টমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কিরূপ প্রণালীতে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইবেন। এথেনীয়-দিগের এই প্রকার ধর্ম্মবিরুদ্ধ রীতি নীতি দর্শনে পলের হৃদয় একেবারে উত্তেজিত হইয়া উঠিল না; কিন্তু তিনি বিশেষ ধীরতার সহিত বিধাতার করুণার উপরে নির্ভর করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার চিরাবলম্বিত প্রথানুসারে তিনি প্রথমে য়িহূদীদিগের ভজনালয়ে গমন করিতে লাগিলেন।

আমরা পলকে লিস্ত্রা নগরে অজ্ঞানান্ধ অসভ্য লোকদিগের মধ্যে দেখিয়াছি, ফিলিপ্পি নগরের নির্জ্জন নদীকূলে কতকগুলি শান্ত-স্বভাবা ঈশ্বরানুরাগিণী রমণীর মধ্যে দেখিয়াছি; কিন্তু পলকে আমরা অদ্য এথেন্স নগরে কি ভাবে দেখিতেছি? পলের চারিদিকে আজ বিবিধ-তত্ত্ব বিশারদ জ্ঞানীবৃন্দ বিদ্যমান, পলের চতুর্দ্দিকে আজ সুনিপুণ বিচার মল্ল তার্কিকেরা তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত; পল এই বিবিধশ্রেণীর বুধমণ্ডলী পরি-বেষ্টিত হইয়া নিজ মত বিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ভজনামন্দিরে য়িহূদী এবং প্রসিলাইটেরা * আসিয়া মনো-নিবেশের সহিত পলের উপদেশ শ্রবণ করিতে লাগিল। তিনি আগ্রহ সহকারে সমাগত লোকদিগের সহিত ধর্ম্মালাপে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহার প্রচারের মুখ্য বিষয় খৃষ্ট এবং তাঁহার পুনরুত্থান। শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার মুখ হইতে অগ্নিময় অভিনব কথা সকল শ্রবণগোচর করিয়া বিস্ময়ে মোহিত হইয়া গেল। এতদ্ভিন্ন তিনি এই ঋদ্ধিসম্পন্ন বহুজনপূর্ণ

* প্রসিলাইট শব্দের অর্থ,—যাহারা এক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। সে সময়ে যাহারা বহুদেবোপাসনা (heathenism) পরিত্যাগ করিয়া য়িহূদীদিগের প্রচলিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিত, তাহাদিগকে, প্রসিলাইট বলা হইত।

নগরের মধ্যভাগে—বাজারে উপস্থিত হইয়া মহর্ষি ঈশার উপদেশবাণী সকল বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন। সেই স্থানে বণিকেরা বহুবিধ পণ্য দ্রব্য সকল সজ্জিত করিয়া বিক্রয়ার্থ বসিয়াছে, শত শত লোক নিরন্তর তথায় গতিবিধি করিতেছে, লোকারণ্যের কণ্ঠকোলাহলে সে স্থান নিয়ত কল্লোলিত হইতেছে; খৃষ্টধর্ম্মের এই উন্মত্ত প্রচারক তথায় দণ্ডায়মান হইয়া অপার উৎসাহের সহিত এই নবধর্ম্মের সুসংবাদ ঘোষণা করিতে লাগিলেন। এথেনীয় লোকেরা এই বিদেশীয় অগ্নিময় পুরুষের মুখ হইতে এই অশ্রুতপূর্ব্ব কথা সকল শুনিয়া যুগপৎ বিস্ময় ও চিন্তানীরে নিমগ্ন হইল। এইরূপ প্রতিদিন পলের নিকটে লোকারণ্যের সমাবেশ হইতে লাগিল। এই শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে অনেক জ্ঞানপথাবলম্বী বিভিন্ন শ্রেণীর দার্শনিকেরা থাকিত। পল একদিন সমাগত লোক-দিগের মধ্যে খৃষ্ট এবং তাঁহার পুনরুত্থানের কথা বলিতেছেন; সেই সময় শ্রোতৃবর্গের মধ্যে এপিকিউরিয়েন্স এবং ষ্টোয়িক * সম্প্রদায়ের

---

* এপিকিউরিয়েন্স - সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত এপিকিউরাস্ এই দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইনি খৃষ্টের ৩৪১ তিন শত একচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন; সর্ব্ব প্রথমে মিটিলিনি নগরে ইনি আপনার মত বিস্তা-রিত করেন। তাহার পর এথেন্স নগরের কতকগুলি লোকে ইহাঁর মত অবলম্বন করায় এই স্থানে এই মত প্রতিষ্ঠিত ও উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়। ইহারা একরূপ নাস্তিক সম্প্রদায়:—আত্মার অবিনশ্বরতা স্বীকার করে না। ইহাদের মতে এই বিবিধ কৌশলপরিপূর্ণ জগৎ আপনাপনি রচিত হইয়াছে, ইহার কেহ স্রষ্টা নাই। সুখই মনুষ্যের সর্ব্বস্ব,—সুখই মনুষ্যের মহোচ্চ লক্ষ্য, অতএব যে উপায় অবলম্বন করিলে কষ্ট যন্ত্রণার লাঘব হইয়া মনুষ্য সুখলাভ করিতে সমর্থ হয়; সেই উপায় অবলম্বন করাই একান্ত কর্ত্তব্য। মোঠ কথায় এপিকিউরিয়েন্সদিগের মত খাও দাও মজা কর।

ষ্টোয়িক—ইহারা একেশ্বরোপাসক, এই বিশ্বচরাচর যে সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পুরুষের শাসনে শাসিত এবং পরিচালিত ইহা ষ্টোয়িকেরা বিশ্বাস করিত; এবং আত্মার অবিনাশিত্বে বিশ্বাসী ছিল। জিনো নামক মহাপণ্ডিত এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।

পণ্ডিতেরা বিদ্যমান ছিল। তাহারা খৃষ্ট এবং পুনরুত্থানের কথা শ্রবণ করিয়া মনে করিতে লাগিল যে, বুঝি খৃষ্ট এবং পুনরুত্থান দুই জন স্বতন্ত্র দেবতা, আর এ ব্যক্তি হয়ত সেই নূতন দেবতা-দ্বয়ের কথা বলিতে আসিয়াছেন। তাহারা কৌতূহলাবিষ্ট চিত্তে পলকে এই বিষয়ে বারম্বার প্রশ্ন করিতে লাগিল, এবং এই বিষয়ে বিশেষভাবে কথোপকথনের জন্য সেই ষ্টোয়িক এবং এপিকিউরিয়েন্স সম্প্রদায়ের পণ্ডিতেরা পলকে লইয়া এরিয়োপেগাস্ * নামক নির্জ্জন স্থানে গমন করিলেন। এই জনশূন্য নিস্তব্ধ পার্ব্বত্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পল সেই সকল বিচারপটু পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমিত হইতে লাগিলেন। তাহারা কৌতূহলপরবশচিত্তে পলকে বলিল "তুমি যে সকল নূতন কথা বলিতেছ, আমরা তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।" তিনি তাহাদিগের কথায় বিরক্ত বা উত্তেজিত না হইয়া বিশেষ ধীরভাবের সহিত ধর্ম্মালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে এই প্রবল পরাক্রান্ত ধর্ম্মবীর সেই জ্ঞানীবৃন্দের মধ্যভাগে দণ্ডায়মান হইয়া অকুতোভয়ে বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার উৎসাহ-সঞ্চারিণী সুললিত বক্তৃতালহরী এথেন্স নগরের সেই কোলাহলপরিশূন্য পর্ব্বতপৃষ্ঠকে কম্পিত করিয়া শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে গিয়া ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিতে লাগিল। কেবল কি তাঁহার জীবিতবাক্য পরিপূর্ণ অসামান্য বাগ্মিতাশক্তির দ্বারাই তাহারা মোহিত হইতে লাগিল ? তা নয় ; তাঁহার গ্রীক, লাটিন, হিব্রু প্রভৃতি বহুবিধ ভাষায় সুগভীর পাণ্ডিত্য এবং সুশৃঙ্খলাবদ্ধ বিচার-প্রণালী দর্শনেও তাহাদিগের হৃদয় বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়াছিল। পল বলিতে লাগিলেন "হে এথেনীয় লোক সকল! আমি তোমাদের

* গ্রীক ভাষায় এরিওপেগাস্ শব্দের অর্থ রণদেবতা, সেই জন্য এই পর্ব্বত রণদেবতার পর্ব্বত বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এই স্থানে এথেনীয়দিগের প্রধান বিচারালয় ছিল। নির্জ্জনতার জন্য লোকেরা তথায় আসিয়া সভা ও কথোপকথনাদি করিত। ইহাকে আরও 'মার্সহিল' বলা হইত ; রোমীয় ভাষায় 'মার্স' শব্দের অর্থ রণদেবতা।

নগরের মধ্য দিয়া আসিবারকালীন অনেক দেবপ্রতিমা দেখিতে পাইলাম, দেখিলাম যে সেই সকল দেবমন্দিরের মধ্যে একটিতে 'অপরিজ্ঞাত ঈশ্বর' এই কথা লিখিত রহিয়াছে। আমি সেই অপরিজ্ঞাত ঈশ্বরের কথাই তোমাদিগের নিকটে বলিতেছি। বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর তিনি মনুষ্যের হস্ত নির্ম্মিত কোন নির্দ্দিষ্ট মন্দিরে বাস করেন না। তিনি পরিপূর্ণ, সুতরাং তাঁহার কোন অভাব নাই, তিনি মনুষ্যের সেবার অপেক্ষা করেন না। × × × × তিনি আমাদিগের হইতে দূরে অবস্থিতি করিতেছেন এরূপ নয়, কিন্তু আমরা তাঁহাতে জীবন ধারণ করিতেছি, তাঁহাতে সঞ্চরণ করিতেছি এবং তাঁহারই অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছি। আমরা যখন তাঁহারই সন্তান, তখন তাঁহাকে স্বর্ণ রৌপ্য বা প্রস্তাদির গঠিত মূর্ত্তির তুল্য বিবেচনা করা উচিত নয়।" ইত্যাদি কথা সকল শ্রোতৃবর্গ বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিল। পল তাঁহার বক্তৃতা মধ্যে খৃষ্ট এবং মৃতোত্থানের কথা বলিয়াছিলেন; শ্রোতাদিগের কর্ণে এই দুই বিষয় সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া উপস্থিত হইল। নাস্তিক এপিকিউরিয়েন্স সম্প্রদায়ের পণ্ডিতেরা পলকে "ব্যাবলার" (babler) অর্থাৎ বাচাল বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল। পাষাণময় ভূমির উপরে যেমন জলধারা কোনরূপেই স্থান পায় না, সেইরূপ ধর্ম্মভাববিহীন নাস্তিক হৃদয়ে ধর্ম্মের কোন কথাই দাঁড়াইতে পারে না। ষ্টোয়িকমতাবলম্বী পণ্ডিতেরা এই দুই নূতন কথার কোনরূপ মর্ম্মাবধারণ করিতে না পারায় বলিল "আমরা এই সকল বিষয় পুনরায় শুনিতে ইচ্ছা করি"। যাহা হউক, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ পলের প্রচারিত মতে বিশ্বাস স্থাপন করিল। সেই এরিয়েপেগাস্ পর্ব্বতের উপরিস্থিত বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি এবং এক জন স্ত্রীলোক ও অপর কতিপয় ব্যক্তি খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। এইরূপে এথেন্স নগরে—এই সুবিস্তৃত জ্ঞানারণ্যের দুই এক স্থানে খৃষ্ট ধর্ম্মের বীজ নিক্ষিপ্ত হইয়া অঙ্কুরিত

হইল। এথেন্স নগরে কিছু দিন অবস্থানের পর পল করিন্থে গমন করিলেন। ইহাও একটি গ্রীসের প্রধান নগর। এথেন্স যেমন বিদ্যা-চর্চ্চা এবং জ্ঞানালোচনার নিমিত্ত বিখ্যাত, করিন্থ সেইরূপ বাহ্য সৌন্দর্য্য এবং বিলাসিতার জন্য বিখ্যাত ছিল। বিবিধ প্রকার সুচিক্কণ বিলাসব্যঞ্জক-দ্রব্য করিন্থের পণ্যশালায় পরিপূর্ণ থাকিয়া নাগরিকদিগের নয়ন মন হরণ করিত। ঐতিহাসিকেরা উপমাস্থলে করিন্থকে পারিসের সহিত দণ্ডায়মান করিয়াছেন। করিন্থের নৈতিক বাতাস বিবিধপ্রকার পাপবাষ্পে নিরন্তর দূষিত থাকিয়া প্রবহমান ছিল এবং নগরবাসীরা সেই অস্বাস্থ্যকর বিষাক্ত সমীরণ সেবন করিয়া আত্মাকে বহুবিধ দুশ্চিকৎসনীয় রোগে রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য রাখিয়াছিল। মহাত্মা পল নগরবাসীজনের এতাদৃশ আধ্যাত্মিক হীনতা দর্শনে মনে মনে ক্ষুব্ধ হইতে লাগিলেন। করিন্থ নগরে পলের সহিত একুইলা এবং প্রিস্কিলা নামক দুই জন য়িহুদীদম্পতির সাক্ষাৎ হইল, ইহাদের জন্মভূমি পণ্টাস্ প্রদেশ। এই দুই হিয়ুদীদম্পতি রোম নগর হইতে বিতাড়িত হইয়া করিন্থে আসিয়া বাস করিতেছিল। কেবল এই দুই জন য়িহুদী নয়; সেই সময়ে রোম নগর হইতে সমস্ত য়িহুদী বহিষ্কৃত হইয়া যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিল। সম্রাট ক্লডিয়সের আদেশ পরিঘোষিত হইয়াছিল যে, রোম নগরে য়িহুদীরা বাস করিতে পারিবে না। ইতিমধ্যে এই খৃষ্টধর্ম্মরূপ প্রবল-প্লাবনের কয়েকটী উদ্বেলায়মান তরঙ্গ রোম নগরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এই তরঙ্গাঘাতে রোম নগরীস্থ য়িহুদীসমাজমধ্যে ঘোর ধর্ম্মবিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছিল। য়িহুদীদিগকে এইরূপ উত্তেজিত ভাবে বিবাদে প্রবৃত্ত দেখিয়া বোধ হয়, কোনরূপ বিপ্লব ও অশান্তির আশঙ্কায় ক্লডিয়স তাহাদিগকে নগর পরিত্যাগ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। অনেকে বলেন এই নবাগত য়িহুদীদম্পতি খৃষ্টিয়ান ছিলেন; পেণ্টিকষ্ট নামক সুপ্রসিদ্ধ মহোৎসবের সময় যে তিন সহস্র লোক খৃষ্টধর্ম্মে

অভিষিক্ত হয়, তাহাদিগের মধ্যে পণ্টাস্ প্রদেশীয় লোক উপস্থিত ছিল, সেই কারণ অনেকে অনুমান করেন যে, হয়ত সেই সময়ে এই য়িহুদীদম্পতিও খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। কিন্তু যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে এ আনুমানিক যুক্তির তত সারবত্তা বোধ হয় না। কারণ 'অ্যাক্টে'র রচয়িতা মহাত্মা লিউক প্রিস্কিলা ও একুইলা যখন করিন্থে আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তখন তাহাদিগকে য়িহুদী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাসী হইলে নিশ্চয়ই বিশিষ্ট রূপে তাহার উল্লেখ থাকিত। কিন্তু যদিও তাহারা খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিল না, তথাচ বোধ হয় যে, তাহারা ইহার একজন বিশেষ সহানুভূতিকারী ছিল। যাহাহউক পল করিন্থে উপনীত হইয়া এই য়িহুদী দম্পতির আলয়ে গমন করিলেন। তাহারা পলকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিল। একুইলা করিন্থে অবস্থান পূর্ব্বক তাম্বুর ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। পল ও তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার এই বাল্যশিক্ষিত কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এই তাম্বুর কার্য্যের দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহার ভরণপোষণ স্বচ্ছন্দে চলিতে লাগিল। একুইলা এবং তাহার স্ত্রী আপনাদিগের সহকর্ম্মীস্বরূপ এই ভগবদ্ভক্ত সাধু পুরুষের সংসর্গে কালযাপন করিয়া প্রাণে বিমল আনন্দ সম্ভোগ করিতে লাগিল এবং তাঁহার মুখনিঃসৃত মুক্তিতত্ত্বের সুমধুর প্রাণপ্রদ কথা সকল শ্রবণ করিয়া চিত্তকে ধর্ম্মপথে দিনে দিনে অগ্রসর করিতে সমর্থ হইল। বলা বাহুল্য যে এই ধর্ম্মপ্রবণ য়িহুদী দম্পতি অচিরকাল মধ্যেই এই নব-প্রচারিত সুসংবাদে বিশ্বাস স্থাপন করিল। একুইলার কার্য্যালয়ে আরও অপরাপর লোক নিযুক্ত ছিল। পল তাহাদিগকে লইয়া প্রার্থনা ও ধর্ম্ম বিষয়ের আলোচনাদি করিতে লাগিলেন; এবং তদ্ভিন্ন প্রতি উপাসনাদিবসে মন্দিরে গমন করিয়া প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার জীবনের একটি অভিনব মহত্তর কার্য্যের সূচনা দেখা যায়। তাঁহার অনুরাগপূর্ণ

হৃদয় থেসেলোনিকা নগরের প্রতিষ্ঠিত সমাজের জন্য চিন্তিত ছিল। তিনি এই সময়ে করিন্থ হইতে তথাকার ভ্রাতৃমণ্ডলীকে একখানি পত্র লেখেন। সিলস এবং টিমথি থেসেলোনিকা হইতে করিন্থে আগমন করিলে পর পল তাহাদিগের নিকট হইতে তথাকার সংবাদ শ্রবণ করিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি করিন্থ হইতেই থেসেলোনিয়েনদিগের প্রতি আর একখানি পত্র প্রেরণ করেন। তাঁহার লিখিত পত্র সকল হইতে তাৎসাময়িক অনেক আবশ্যকীয় তত্ত্ব অবগত হওয়া যাইতে পারে, আমরা সে সকলের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত পশ্চাৎ পাঠকবৃন্দের নিকটে উপস্থিত করিতেছি। সিলস ও পল আসিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হওয়াতে তিনি অধিকতর উৎসাহের সহিত প্রচারব্রতে ব্যাপৃত হইলেন। পলের য়িহুদীদিগের নিকট প্রচারের প্রধান বিষয়—সেই পূর্ব্বাপর এক কথা; খৃষ্টই ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের নির্দ্দেশিত সত্য মেসায়া। এই উৎসাহসম্পন্ন তেজস্বী প্রচারকেরা যখন দেখিলেন যে, উত্তরোত্তর অধিকতর লোকের সমাবেশে একুইলার নিবাসাশ্রম পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, লোক আর স্থান পায় না, তখন তাঁহারা য়িহুদীদিগের উপাসনামন্দিরের সমীপদেশে জুষ্টাস্ নামক জনৈক ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির গৃহে আপনাদিগের প্রচারক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিলেন। এই ঈশ্বর-প্রেমিক সাধুদিগের জীবিত বাক্য সকল শুনিবার নিমিত্ত প্রতিদিন দলে দলে লোক তথায় সমাবিষ্ট হইতে লাগিল। লোকে সকল প্রকার বিরোধী কথা কর্ণে স্থান দিতে পারে, কিন্তু কে কোথায় ধর্ম্মবিরুদ্ধ কথা শ্রবণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে কালযাপন করিতে সমর্থ হয়? য়িহুদীদিগের অন্তরে অতি তীব্র বিদ্বেষজ্বালা উপস্থিত হইল। এদিকে অনেক লোক আসিয়া পলের নিকট অভিষিক্ত হইতে লাগিল। এমন কি ভজনালয়ের অধ্যক্ষ ক্রিস্পাস্ নামক এক ব্যক্তি সপরিবারে এই নব ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। ইহাতে তাহাদের হৃদয়নিহিত বিদ্বেষবহ্নি দ্বিগুণতর বেগে প্রজ্বলিত হইয়া

উঠিল। তাহারা পলের বিরুদ্ধে নগরে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিল। অবশেষে শাসনকর্ত্তার নিকট নিরপরাধী পল অভিযুক্ত হইলেন। এই শাসনকর্ত্তার নাম গাল্লিয়ো, ইনি সিনেকা নামক সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিকের জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। অভিযোগের বিষয় এই যে—এ ব্যক্তি ব্যবস্থাবিপরীত কথা প্রচার করিতেছে। গাল্লিয়ো একজন শান্তস্বভাব বিচক্ষণ বিচারপতি ছিলেন, তিনি এই অভিযোগ অগ্রাহ্য করিলেন। তিনি বলিলেন যে, ইহা যখন কোন বিশেষ ধর্ম্মমতসম্বন্ধীয় বিষয় তখন ইহাতে হস্তার্পণ করা বিধেয় নহে। এই কথা বলিয়া বিচারপতি অভিযোক্তাদিগকে বিদায় দিলেন। তাহারা ব্যর্থমনোরথ হইয়া ভজনাগৃহের অধ্যক্ষকে প্রহার করিল। বোধ হয় সেই ব্যক্তিরই বিশেষ উত্তেজনায় তাহারা অভিযোগার্থ গমন করিয়াছিল। যাহাহউক পল দেড় বৎসরকাল করিন্থে অবস্থান পূর্ব্বক বিধাতার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া অদম্য উৎসাহ ও আশার সহিত খৃষ্টধর্ম্মের জ্যোতি বিস্তারিত করিলেন। এইরূপে খৃষ্টের মৃত্যুর পঞ্চাশৎ বৎসরের কিছু অধিককাল মধ্যেই তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম এই অসাধারণ পুরুষের যত্ন ও চেষ্টাবলে ভূমণ্ডলের নানাখণ্ডে প্রচারিত হইয়া পড়িল। অনেক সুসভ্য অসভ্য জ্ঞানালোকমণ্ডিত এবং অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন জাতি সকলে এই নব ধর্ম্মের সংবাদ শ্রবণ করিল, যে সকল দেশ মহাত্মা খৃষ্টের নাম এবং তাঁহার ধর্ম্মের পবিত্রালোক হইতে বঞ্চিত ছিল, এই সমরদুর্দ্ধর্ষ ধর্ম্মবীরের দ্বারা সেই সকল স্থানে ইহার জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল। এই সত্যব্রত সাধু পুরুষ কি যেন এক আত্মবিলয়কারিণী চিত্তোন্মাদিনী উত্তেজনাসুধা পানে প্রমত্ত হইয়া অশেষ ক্লেশকণ্টকে বিদ্ধ হইতে হইতে দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে এবং জাতি হইতে জাত্যন্তরে গমন পুরঃসর দুর্জ্জয় এবং দুষ্পরিহর পর্ব্বতপ্রমাণ বিঘ্ন বাধা সকলের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া অকুতোভয়ে এই নব ধর্ম্মের মহিমা বিস্তার করিতেছে। এ দৃশ্য চিন্তা করিলেও প্রাণে জীবন

সঞ্চার হয়। হে জীবন্ত পুরুষ! আমাদিগের মত এই অসাড় মৃতপ্রাণে তোমার সেই বিদ্যুৎ-সঞ্চারিণী উত্তেজনা আনিয়া দাও, আমরাও তোমার নাম মহিমান্বিত করিয়া কৃতার্থ হই।

পল করিন্থের বন্ধুদিগের নিকট হইতে বিদায় লইলেন এবং একুইলা ও প্রিস্কিলাকে সঙ্গে লইয়া পোতারোহণ পূর্ব্বক সিরিয়া দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রথমে করিন্থ হইতে কেংখ্রিয়া নগরে আগমন করিলেন, এই স্থানে তিনি তাঁহার অবলম্বিত ব্রত বিশেষ * অনুষ্ঠান করিয়া মুণ্ডিত মস্তক হইলেন। এবং তথা হইতে অর্ণবপথে প্রস্থান করিলেন। গমনকালে তিনি এফিসাস্ নগরে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; এই নগরে কয়েকদিন অবস্থান পূর্ব্বক তথাকার মন্দিরে প্রচার করিলেন। অনেকে বিশেষ আগ্রহের সহিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। তথাকার য়িহুদীরা পলের সহবাসে প্রাণে অপার আনন্দ সম্ভোগ করিতে লাগিল এবং তাঁহাকে আরও কিছুদিন থাকিবার নিমিত্ত বিশেষ অনুনয় ও অনুরোধ করিল। কিন্তু তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া জেরুসালেমে আগমন করিতে ব্যগ্র হইলেন। এরূপ ব্যস্ততার কারণ কি? অনেকে অনুমান করেন যে এই সময়ে জেরুসালেমে পেন্টিকষ্ট মহোৎসবের কাল নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছিল, সেই নিমিত্ত বোধ হয় তিনি তথায় উপস্থিত হইতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয়বন্ধুস্বরূপ এই য়িহুদীদম্পতি একুইলা ও প্রিস্কিলা এফি-

---

* এই ব্রতের নাম নেজারাইট ব্রত। জন্ দি ব্যাপটিষ্ট এই ব্রতাবলম্বী ছিলেন। নেজারাইট ব্রতের নিয়ম এই যে ইহাতে কোন রূপ মাদকদ্রব্য পান করিতে পারিবে না, দ্রাক্ষা তরুর রস কিম্বা ফল কিছুই আহার করিতে পাইবে না। যত দিন এই ব্রত ধারণ করিয়া থাকিবে ততদিন মস্তক মুণ্ডন করিতে পাইবে না, মস্তকের কেশ সকল বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে ইত্যাদি। বাইবেলের আদিম বিভাগের অন্তর্গত নাম্বার্স নামক অংশের ষষ্ঠ অধ্যায় এই ব্রতের বিশেষ বৃত্তান্ত প্রকটিত আছে।

সাদে থাকিয়া গেল। পলের অর্ণবপোত ক্রমে কায়সেরিয়া বন্দরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল, তিনি তথায় অবতরণ পূর্ব্বক তথা হইতে জেরুসালেমে যাত্রা করিলেন। বহুদিন পরে জেরুসালেমে উপস্থিত হইয়া তথাকার সমাজস্থ বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ ও প্রীতি সম্ভাষণ পূর্ব্বক পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। তথায় কিছুদিন অবস্থানান্তর এণ্টিয়ক নগরে উপস্থিত হইলেন এবং কয়েক মাস পরেই আবার তাঁহার জীবনের পরম প্রিয়ব্রতপালনে বহির্গত হইলেন।

নবম অধ্যায়।

তৃতীয়বার প্রচার যাত্রা।

পল প্রচার যাত্রায় বহির্গত হইয়া ফ্রিজিয়া এবং গ্যালেসিয়া প্রদেশে গমন করিলেন। তথাকার প্রতিষ্ঠিত সমাজ সকল মহাসম্মান সহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। তিনি উপদেশ ও ধর্ম্মালাপ দ্বারা সেই বিদেশীয় বন্ধুদিগের হৃদয়নিহিত বিশ্বাসাগ্নিকে প্রবলরূপে প্রজ্বালিত করিয়া দিতে লাগিলেন। যাহাতে তাহারা অবলম্বিত ধর্ম্ম পথে অটল ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ ভাবে তাহাদিগের জীবন প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বলিতে লাগিলেন। এদিকে এফিসাস্ নগরের ভজনামন্দিরে একজন ধর্ম্মশাস্ত্রদর্শী সুপণ্ডিত য়িহুদী আসিয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে। এই ব্যক্তির নাম আপেল্লস্; ইহাঁর জন্মভূমি আলেক্জেণ্ড্রিয়া নগর। য়িহুদীজাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল এবং ইনি একজন বিশেষ সুবক্তা ছিলেন। আপেল্লস জন দি ব্যাপ্‌টিষ্টের শিষ্য ছিলেন, খৃষ্টের আগমন, তাঁহার প্রচার এবং পুনরুত্থান এ সকল বিষয় তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। আপেল্লসের অন্তরে উজ্জ্বলরূপে ধারণা ছিল যে, খৃষ্ট শীঘ্র আসিতেছেন। এই সরলহৃদয় সুপণ্ডিত ব্যক্তি আপনার এই বিশ্বাসানুযায়ী মত দেশে দেশে প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। এফিসাসের উপাসনামন্দিরে আসিয়া

আপেল্লস্ প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু তথাকার য়িহুদীসমাজ ইতি-পূর্ব্বেই পলের নিকট বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছে যে, খৃষ্ট আসিয়া-ছিলেন। যদিও অজ্ঞানতানিবন্ধন আপেল্লস্ এই অসঙ্গত কথা প্রচার করিতে লাগিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার জ্বলন্ত উৎসাহ আশ্চর্য্য বক্তৃতা-শক্তি এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রচুর পাণ্ডিত্য দেখিয়া লোকে বিস্ময়ে অবাক্ হইতে লাগিল। পলের সহকর্ম্মী এবং সহধর্ম্মীস্বরূপ একুইলা ও প্রিস্কিলা ভজনালয়ে উপস্থিত থাকিয়া এই নবাগত প্রচারকের কথা শ্রবণ করিলেন। সমাজভঙ্গ হইলে পর ইহাঁরা গিয়া আপেল্লসের সহিত আলাপ করিলেন এবং বিশিষ্ট সম্মানসহকারে তাঁহাকে আপনাদিগের আলয়ে লইয়া গেলেন। আপেল্লস্ একুইলার আবাসে গিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথনে বুঝিতে পারিলেন যে, জনের নির্দ্দেশিত এবং ভাববাদি গণের প্রতিশ্রুত খৃষ্ট আগমন করিয়াছিলেন। তখন তিনি জনের পরি-বর্ত্তে জনের আচার্য্যস্বরূপ খৃষ্টের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র আপেল্লসের হৃদয় উৎসাহ ও আনন্দভরে অধীর হইয়া উঠিল। এই জ্ঞানাপন্ন তেজস্বী পুরুষ পরমোৎসাহভরে খৃষ্টের মহিমা পরিঘোষিত করিবার জন্য করিন্থ নগরে গমন করিতে উদ্যত হই-লেন। এফিসান্‌বাসী বন্ধুদিগের নিকট হইতে এক পরিচয়সূচক পত্র লইয়া পোতারোহণে করিন্থে যাত্রা করিলেন্। আপেল্লসের করিন্থ যাত্রার পর পল ফ্রিজিয়া ও গ্যালেসিয়া প্রদেশের সমাজ সকল পরিদর্শন পূর্ব্বক এফিসাসে আসিয়া উপনীত হইলেন। এফিসাসের ভ্রাতৃমণ্ডলী পলকে পাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। পল দেখিলেন তথায় এমন কতকগুলি শিষ্য বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহারা খৃষ্ট এবং পবিত্রাত্মার বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; অর্থাৎ তাহারা আপেল্লসের মতানুযায়ী জনের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল। পল পবিত্রাত্মার কথা উল্লেখ করাতে তাহারা বিস্ময়াবিষ্ট মনে জিজ্ঞাসা করিল, সে আবার কি? পবিত্রাত্মা নামে কি কোন ব্যক্তি আছে না কি? খৃষ্টধর্ম্মে তাহারা বিশ্বাসী হইয়াছিল মাত্র,

কিন্তু ধর্ম্মের যে সারতত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তিতে অনুজীবিত হওয়া তাহা তাহাদের হয় নাই। মানবাত্মা যতদিন মত ও বিশ্বাসের কোলাহলে নিমগ্ন থাকিয়া ধর্ম্মরূপ সুরম্যনিকেতনের বহির্বাটীতেই বিচরণ করিয়া কালযাপন করে এবং যতদিন না তাহার অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেই গৃহদেবতার পরম মনোহর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি সন্দর্শন করিতে না পায়, ততদিন তাহার ধর্ম্মসাধন বালকের অসম্বন্ধ অর্থশূন্য লীলামাত্র, সে অভিষেক অভিষেকই নয়, যাহাতে মানবাত্মা বিধাতার পুণ্যবারিতে স্নাত হইয়া নবজীবিত হইয়া না উঠে। যাহাহউক কিছুদিনের মধ্যে এফিসাসের শিষ্যেরা পবিত্রাত্মার দুর্জ্জয় শক্তি প্রাণে লাভ করিল। পল একুইলা এবং প্রিস্কিলার সঙ্গে মিলিত হইয়া তাম্বুর কার্য্যে প্রবৃত্ত হই-লেন, সেই ব্যবসা-উৎপন্ন লভ্যে অক্লেশে তাঁহার ও বন্ধুবর্গের গ্রাসা-চ্ছাদন চলিতে লাগিল। পল অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অশেষ উৎসাহের সহিত এফিসাস্ নগরে কার্য্যারম্ভ করিলেন। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত তিনি এই স্থানে যে প্রভূত পরিশ্রম করেন তাহা পাঠ করিলে অবাক্ হইতে হয়। তিনি দিবা রাত্রি নির্ব্বিশেষে এফিসাস্ নগরবাসীর গৃহে গৃহে গমন করিয়া তাহাদিগের নিদ্রিত হৃদয়কে জাগ্রত এবং নিস্তেজ বিষাদমগ্ন প্রাণে উৎসাহালোক বর্ষণ করত এই নবধর্ম্মের পবিত্র সত্য সকল বপন করিতে লাগিলেন। পল এফিসীয়েনদিগের প্রতি একস্থলে বলিয়াছেন যে "আমি তোমাদিগের মধ্যে বিনীতভাবে অশ্রুজলের সহিত প্রভুর দাসত্ব করিয়াছি।" ইহাতে সুস্পষ্টরূপে প্রতীতি হই-তেছে যে, সময়ে সময়ে এই স্থানে তাঁহাকে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন য়িহুদীদিগের বিদ্বেষপূর্ণ ষড়যন্ত্রজালে তাঁহাকে কতবার বিপদে নিমগ্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে। সুবিজ্ঞ পাঠক মহাশয়! অষ্টাদশ শতাব্দীর নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন অতীতরাজ্য উত্তরণ পূর্ব্বক এফিসাস্ নগরে একবার প্রবিষ্ট হইয়া দেখুন দেখি, একজন বিবিধশাস্ত্রবিশারদ সুপণ্ডিত ব্যক্তি,—যিনি সংসার

পথে পদার্পণ করিলে প্রভূত প্রতিপত্তি এবং সম্মানসহকারে রাশি রাশি বিত্তোপার্জ্জনে আপনাকে ধনাঢ্য মধ্যে পরিচিত করিতে পারিতেন; কিন্তু সর্ব্বতোভাবে তৎপথে বিমুখ হইয়া স্নেহাধার জনক জননী এব আত্মীয় স্বজনকে সন্তাপ-সলিলে নিমগ্ন করিরা নিতান্ত দীনের ন্যায় সামান্য তাম্বুর কার্য্যকেই উদরান্নের সংস্থান করিয়াছেন এবং শত অত্যাচার ও অবমাননা সহ্য করত কত সময় অশ্রুপাতের সহিত নগরবাসীর দ্বারে দ্বারে এই নবধর্ম্মের সুসংবাদ ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছেন। এই জাগ্রত শক্তির প্রতিমূর্ত্তির প্রতি অবলোকন করিলে কাহার না প্রাণে উৎসাহস্ফুলিঙ্গের সঞ্চার হয়? পল প্রথমতঃ তিনমাস কাল য়িহুদীদিগের মন্দিরে গিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু তদ্দর্শনে য়িহুদীরা ঈর্ষ্যান্বিত ও কুপিত হইতে লাগিল, সুতরাং তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইলেন; এবং অনতিবিলম্বেই টাইরেনাস্ নামক জনৈক ব্যক্তির বিদ্যামন্দিরে আপনার প্রচারক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিলেন। এই বিদ্যালয় কেবল ছাত্রদিগের পাঠের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত না; কিন্তু ইহাতে সময়ে সময়ে নানাপ্রকার জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের আলোচনা ও বক্তৃতা হইত। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত এবং পলের চরিতাখ্যায়ক ফ্যারার সাহেব বলেন যে, তিনি এই টাইরেনাসের বিদ্যামন্দির প্রচারার্থ ব্যবহার করার নিমিত্ত তাহাকে ভাড়া প্রদান করিতে লাগিলেন। এফিসাস নগরের শত শত লোক এই সুবিস্তীর্ণ গৃহকে পূর্ণ করিয়া পলের তেজোগর্ভ কথা সকল শ্রবণ করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, এথেনিয়েন দিগের ন্যায় এফিসিয়েনদিগের চিত্তও এই ধর্ম্মবীরের অসামান্য বিদ্যাবুদ্ধি ও বক্তৃতাশক্তিতে বিমোহিত হইয়া যাইতে লাগিল। য়িহুদ এবং গ্রীক উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাঁহার প্রচারস্থলে উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিল। এফিসাস্ নগরের সর্ব্বত্রেই এই অলৌকিক শক্তিশালী পুরুষের মহিমার কথা বিস্তারিত হইয়া পড়িল, নাগরিকেরা বিস্ময়পূর্ণ নয়নে পলের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিল। দিনে দিনে

বহুতর লোক তাঁহার মতাবলম্বী হইয়া উঠিল। এফিসাসে অবস্থান কালীন পল পার্শ্ববর্ত্তী নানা স্থানে প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন। এই সময়ে পলের প্রচারবৃত্তান্ত মধ্যে একটি বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তৎকালে এফিসাস্ নগরে অনেক ঐন্দ্রজালিক এবং পিশাচবৈদ্য বাস করিত। এমন কি ইতিবৃত্ত-লেখকেরা বলেন যে, পূর্ব্বদেশীয় নগর সকলের মধ্যে এফিসাসের ন্যায় কোন স্থানেও ইন্দ্রজালবিদ্যার এতাধিক চর্চ্চা ছিল না। পলের চরিতাখ্যায়কেরা বলেন যে এই ঐন্দ্রজালিকতাপূর্ণ নগরে বিধাতা পলকে অনেক অত্যদ্ভূত কার্য্য করিবার শক্তি প্রদান করেন। পল সেই বিধাতা প্রদত্ত শক্তি লাভ করিয়া এফিসাসে অনেক অভূতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য কীর্ত্তি সাধন করিয়াছিলেন। অধিক কি পলের বস্ত্র এবং গাত্রমার্জ্জনী সকলে এতাদৃশ অপ্রাকৃতিক বিচিত্র শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল যে লোকে সেই সকল দ্বারা অনেক পীড়িত এবং মৃতদিগকে আরোগ্য ও জীবিত করিতে লাগিল। লোকে পরম যত্ন সহকারে তাঁহার বস্ত্র ও গাত্রমার্জ্জনী লইয়া পীড়াগ্রস্থ এবং মৃত ব্যক্তিদিগের দেহে নিক্ষেপ করিত এবং তাহারা তৎক্ষণাৎ স্বাস্থ্য ও সজীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া উঠিত। পলের গাত্র বস্ত্রের মৃতসঞ্জীবনী শক্তি দর্শনে এফিসাস্ নগরবাসীদের হৃদয় বিস্ময়রসে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। ঐন্দ্রজালিকেরা অবাক্ হইয়া যাইতে লাগিল, তাহারা বিস্ময়াবিষ্ট অন্তরে চিন্তা করিতে লাগিল যে এ ব্যক্তির কি এমন অসাধারণ মহিমা যে, ইহার বস্ত্রস্পর্শে মৃতেরা সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে। অবশেষে তাহারা স্থির করিল যে এ ব্যক্তি হয়ত খৃষ্টের নামেই এই সকল অত্যদ্ভূত ব্যাপার সম্পাদন করিয়া থাকে। এই মনে করিয়া তাহারাওসেই অসাধ্য-সাধক নাম ব্যবহার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। কয়েকজন ঐন্দ্রজালিক এক পিশাচাক্রান্ত লোককে আরোগ্য করিবার জন্য তাহার নিকট বারম্বার খৃষ্টের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল উৎপন্ন হইয়া উঠিল। যাহাহউক তাহারা ব্যর্থমনোরথ হইয়া

বিষণ্ণ মনে পলের নিকটে প্রত্যাগমন করিল এবং আপনাদের ইন্দ্রজাল তত্ত্ব ও পিশাচতত্ত্ব সম্বন্ধীয় যতপ্রকার গ্রন্থ ছিল তৎসমস্তই অগ্নিতে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। এরূপ কথিত আছে যে, সেই সকল ভস্মীভূত গ্রন্থের মূল্য ধরিলে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা হইতে পারিত। এরূপ অত্যদ্ভুত ব্যাপার মধ্যে যে কতদূর সত্যভাব ও যৌক্তিকতা নিহিত আছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা অভিপ্রায় তাহা পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। যখন পারম্পর্য্যভাবে সকল ঘটনাই বিবৃত হইতেছে, তখন কোন বিষয় অনুল্লিখিত রাখিবার আবশ্যকতা কি? এফিসাসে অবস্থানকালীন আপেল্লস্ পলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আগমন করেন। ইতিপূর্ব্বে উভয়েই পরস্পরের অসাধারণ গুণ গ্রামের কথা অবগত ছিলেন, এখন সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া উভয়েই পরমানন্দিত চিত্ত হইলেন। আপেল্লস্ এতদিন করিন্থ নগরে অবস্থান পূর্ব্বক প্রচার করিতেছিলেন। করিন্থে আপেল্লসের গমনের পূর্ব্বেই পলের নিকট অনেক লোক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল এবং তথায় একটি বিস্তৃত সমাজও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আপেল্লস্ করিন্থে উত্তীর্ণ হইয়া সেই সকল রোপিত বৃক্ষমূলে জলসিঞ্চন দ্বারা তাহাদিগকে পরিপুষ্ট ও সতেজ করিতেছিলেন। সেই জন্য পল একস্থলে বলিয়াছেন "আপেল্লস্ আমার রোপিত বৃক্ষে জলসেচন করিয়াছে"। করিন্থের মণ্ডলীস্থ অনেক লোক পল অপেক্ষা আপেল্লসের প্রতি গাঢ়তর অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এতাবৎকাল পলের অনুপস্থিতিনিবন্ধন কিম্বা তাহাদিগের দুর্ব্বলতা বশতই হউক করিন্থের মণ্ডলীমধ্যে বিবিধ প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। বোধ হয় এই সকল বিষয় পলকে অবগত করিবার নিমিত্ত আপেল্লস্ আরও এফিসাসে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পল নিবিষ্ট চিত্তে আপেল্লসের নিকট হইতে করিন্থিয়েনদিগের অবনতির কথা শুনিতে লাগিলেন। তাহারা নামে খৃষ্টধর্ম্মে অভিষিক্ত হইয়াছিল মাত্র, কিন্তু তাহাদিগের জীবন বিবিধ প্রকার দুর্ব্বলতা ও কলুষকলঙ্কে

কলঙ্কিত হইতেছিল। ইতিপূর্ব্বেই অভিব্যক্ত হইয়াছে যে করিন্থিয়েনেরা বিলক্ষণ বিলাসপরায়ণ ছিল, সুতরাং তথাকার খৃষ্টীয়মণ্ডলী মধ্যে যে এই স্রোতও উন্মুক্ত ছিল তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে। পল আপেল্লসের প্রমুখাৎ করিন্থনগরীর সমাজের এইরূপ হীনাবস্থা শ্রবণ করিয়া একান্ত ক্ষোভিত হইলেন এবং সেই সকল ত্রুটিও দুর্ব্বলতার তীব্র তিরস্কার ও প্রতিবাদ করিয়া তাহাদিগকে একপত্র লিখিলেন। ইহার পর তিনি করিন্থীয় সমাজের প্রতি আর দুইখানি পত্র লেখেন, এই পত্র দুখানিই এখনও জীবিত আছে, আর প্রথম পত্রখানি হারাইয়া গিয়াছে। কেবল কি ইহাই? করিন্থীয়দিগের চরিত্রে যে কেবল নানাপ্রকার দুর্ব্বলতার সঞ্চার হইয়াছিল তা নয়; তাহাদের সমাজ মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষময় কলহ উপস্থিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ও বিদ্বেষের ভাব আনয়ন করিয়াছিল। ইতিমধ্যে জেরুসালেম হইতে পিটরের মতানুবর্ত্তী কোন কোন লোক করিন্থে উপস্থিত হইয়া তথাকার সমাজের কতকগুলিন লোককে পিটরের পক্ষে আকর্ষণ করিয়াছিল, সুতরাং তদ্দ্বারা পিটরের একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; আপেল্লস করিন্থ নগরে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতিভা ও বাগ্মিতা শক্তির আকর্ষণে কতকগুলি ব্যক্তি আকৃষ্ট হইয়া তদীয় অধিনায়কত্বের অধীন হইয়াছিল এবং বলা বাহুল্য যে পূর্ব্ব হইতেই অনেকে পলের নিকটে অভিষিক্ত এবং উপদেশে শিক্ষিত হইয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিল। এখন এতদ্দ্বারা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে যে, করিন্থীয় সমাজ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল সম্প্রদায় ভেদ এবং মতপার্থক্য দর্শনে পল একান্ত দুঃখাভিভূত হৃদয়ে তাঁহার করিন্থীয়দিগের প্রতি লিখিত প্রথম পত্রে বলিয়াছেন "খৃষ্ট কি তবে বিভক্ত হইয়াছেন"? অর্থাৎ খৃষ্টই যে সম্প্রদায়ের একমাত্র নেতা, তাহাতে আবার ভিন্ন ভিন্ন লোকের নেতৃত্ব কেন? যাহাহউক এই সকল বিরোধ এবং পার্থক্য নিরাকরণের নিমিত্ত পল আপনার

প্রেমাস্পদ সুযোগ্য শিষ্য টিমথি ও এরেষ্টাস্‌কে করিন্থে পাঠাইয়া দিলেন। বোধ হয় এই সময়ে জেরুসালেমের মণ্ডলীমধ্যে অর্থকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হওয়ায় পল ইহাদিগকে বলিয়া দিলেন যে "তোমরা মেসিডোনিয়া প্রদেশে যথাসাধ্য অর্থসংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিবে"। টিমথি ও এরাষ্টাস্ করিন্থনগরীয় বিচ্ছিন্নপ্রায় মণ্ডলীকে শান্তি ও একতাসূত্রে নিবদ্ধ করিবার জন্য গমন করিলেন। ইতিমধ্যে পলের পূর্ব্বলিখিত পত্রের উত্তর লইয়া করিন্থ হইতে কতিপয় ব্যক্তি এফিসাসে উপস্থিত হইল। এই পত্রমধ্যে করিন্থীয় সমাজের লোকেরা পলের নিকট অনেক গুরুতর বিষয়ের প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছিল। করিন্থিয়েন সমাজের প্রতি প্রথমলিখিত পত্রমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পল সেই সকল প্রশ্নের বিশদরূপে সদুত্তর প্রদান করিয়াছেন। বিবাহিত জীবন, অবিবাহিত জীবন, বিধবা ও বিপত্নীকদিগের বিষয়, খৃষ্টান ও বিজাতি এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান, প্রতিমাপূজা ও দেবোদ্দিষ্ট বস্তু ভক্ষণ, পুনরুত্থান এই সকল বিষয়ের প্রশ্নাবলীর দ্বারা তাহাদিগের পত্র পূর্ণ ছিল; আরও তাহারা এই পত্র শেষে আপেল্লসকে তাহাদিগের নিকটে পাঠাইয়া দিতে বিশেষ আগ্রহসহকারে অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছিল। পল কিছুদিনের মধ্যেই করিন্থিয়েনদিগের প্রস্তাবিত প্রশ্ন সকলের যথাযথ সদুত্তর প্রদান এবং তাহাদিগের চরিত্রগত দোষ সকলের প্রতি তীব্র তিরস্কার বর্ষণ পূর্ব্বক হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রেম ও বাৎসল্যের সহিত এই পত্রের প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। বলা বাহুল্য যে তিনি এই পত্র হৃদয়ের গাঢ়বিষাদের সহিত লিখিয়াছিলেন; তিনি নিজেই এক স্থলে বলিয়াছেন যে "আমি অশ্রুজলের সহিত এই পত্র লিখিয়াছি।" কেনই না বিষাদোচ্ছ্বাস উত্থিত হইবে? যে বৃক্ষকে তুমি পরমযত্ন ও মনের প্রবল আশার সহিত রোপণ করিয়াছ, যদি তাহাতে কীটের সঞ্চার হয় অথবা নৈসর্গিক কারণে যদি তাহার কোন অঙ্গ কুৎসিত ও বিবর্ণ হইয়া যায়, তবে কি তজ্জন্য মনে গাঢ় দুঃখের

আবির্ভাব হয় না? করিন্থের নীরস ক্ষেত্রে তাঁহার রোপিত তরুর সত্য সত্যই এই দশা উপস্থিত হইয়াছিল। টিটস্ এই প্রত্যুত্তরলিপি লইয়া করিন্থে প্রস্থান করিল। এখন এফিসাসে পলের নিকটে একুইলা প্রিস্কিলা আপেল্লস প্রভৃতি বন্ধুরা অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং যতদূর সম্ভব তাহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে লিউকও এই সময়ে পলের নিকট অবস্থান করিতেছিলেন। যাহাহউক এই সময়ে পল ও তৎ-শিষ্যবর্গকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য এফিসাসে এক প্রচণ্ড উৎপীড়ন বাত্যা উপস্থিত হইল। তথায় আর্টিমিস্ দেবীর একটি ভুবনবিখ্যাত দেবমন্দির ছিল। এফিসাস্ ও অন্যান্য দূরতর দেশবাসী লোকেরা এই দেবতাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত, যে মাসে ভূমণ্ডলের নানা খণ্ড হইতে বহুসংখ্যক লোক আর্টিমিস্ দেবীর উৎসব দর্শনার্থ এফিসাসে সমাগত হইত। পল তাঁহার করিন্থিয়েনদিগের প্রতি প্রত্যুত্তরলিপির এক স্থলে বলিয়াছেন যে "আমার সম্মুখে এক বৃহৎ কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত রহিয়াছে।" সে কার্য্যক্ষেত্র আর্টিমিস দেবীর মহোৎসব; কারণ সে সময়ে অগণ্য লোকের সমাবেশ হইবে। একমাস ধরিয়া এই উৎসবের ব্যাপার সম্পন্ন হইত। এই মহোৎসব উপলক্ষে নানাপ্রকার গীত বাদ্য ক্রীড়া আমোদ ও কৌতুকাবহ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত। উৎসবক্ষেত্রে এফিসাস নগরবাসী অনেক শিল্পকর আর্টিমিস্ দেবীর ধাতুনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয় করিত। তাহাদিগের মধ্যে ডেমিট্রিয়াস নামা এক ব্যক্তি স্বজাতিদিগকে সম্মিলিত করত বলিতে লাগিল, "তোমরা সকলে জান এই ব্যবসার দ্বারা আমাদের বিল-ক্ষণ অর্থাগম হইতেছে, সে ব্যক্তি (পল) বহুসংখ্যক লোকের মনে উজ্জ্বলরূপে প্রতীতি জন্মাইয়া দিতেছে যে, মনুষ্যের হস্তনির্ম্মিত দেবতারা ঈশ্বর নয়; ইহাতে যে কেবল আমাদের ব্যবসার বিঘ্ন হইতেছে তা নয়, কিন্তু আর্টিমিস্ দেবীর মাহাত্ম্যও বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইতেছে"। এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া তাহারা ক্রোধে

উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিল, এবং পলের বিরুদ্ধে নগরে ঘোর হুলস্থূল ব্যাপার আরম্ভ করিল। তাহারা সকলেই সমস্বরে বলিতে লাগিল যে "আর্টিমিস্ দেবীই এফিসাসবাসীদিগের মহাদেবী"। বিপক্ষেরা পলকে নিপীড়িত করিবার জন্য বিশেষরূপে প্রয়াস পাইতে লাগিল। পল! এফিসাসে ও তোমার সেই দশা? লিস্ত্রা এবং ফিলিপ্পিতে যে অবর্ণনীয় দারুণ দুর্গতি সহ্য করিয়াছ, এখানেও বুঝি তাহাই ভোগ করিতে হয়। অভয়পদে যে প্রাণমন সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছে, তাহার পরিণাম কি এই? তবে কি আর কেহ পরমেশ্বরে প্রাণমণ সমর্পণ করিবে না? সংসারাসক্তির সেবকস্বরূপ ক্ষীণমনা ব্যক্তিরাই বিপদে ভীত হয়, নিন্দা নির্য্যাতনে সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তির প্রাণ সেই সত্যপুরুষের সাক্ষাৎ-সম্ভূত বিমলানন্দের কণামাত্রও লাভ করিয়াছে, যাহার হৃদয় অন্ততঃ এক নিমেষের জন্য সেই প্রাণসাগরে অবগাহন করিয়াছে; বিপদের পর বিপদেও তাহার হৃদিস্থিত সেই অতুল্য আনন্দের বিচ্ছিন্নতা ক্ষণকালের জন্যও সাধন করিতে পারে না; প্রত্যুত তাহাতে আরও ঘনীভূত হইয়া উঠে। পল নগরে নগরে পর্য্যুদস্ত ও অবমানিত হইয়া ফিরিতেছে, যথায় তথায় তিরস্কৃত হইতেছে অথচ প্রাণে নিরাশা নাই, হৃদয়ে বিষাদ নাই। এই ব্যাপারের আর একদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ; স্বার্থপরতার শক্তি কি প্রবল! পলের প্রচারে লোকদিগের চিত্ত ক্রমে ক্রমে জড়প্রতিমার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া যাইতেছে, এই কারণের সঞ্চার দেখিয়া তাহারা স্থির করিল যে ইহাতে ব্যবসার ক্ষতি হওয়া সম্ভব; এবং এই অবশ্যম্ভাবী অনর্থের প্রতিবিধানের জন্যই তাহারা এই তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে। ধর্ম্মরাজ্যের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাবটি বিশেষরূপে উপলব্ধি হয় যে, কোন প্রচারিত মত বা সত্যের সহিত মানবের স্বার্থ ও সুবিধার অবিরোধিতা যে পরিমাণে, সেই পরিমাণে তাহা মনুষ্যসমাজে প্রচারিত ও গৃহীত হয়। এই উভয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেখানে—সেখানেই ঘোর বিবাদ

কোলাহল উত্থিত হইয়া থাকে; এমন কি সময়ে সময়ে এই বিবাদের পরিণাম অতি ভয়াবহ ও শোচনীয় হইয়া উঠে। গ্রীসের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখ, তথাকার লোকেরা ধরিত্রীর ভূষণস্বরূপ এক মহাপুরুষকে হেমলক বিষে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। মহাত্মা ঈশারই বা অপরাধ কি? কেন তিনি ক্রূশদণ্ডের হৃৎকম্পকর যন্ত্রণায় জীবনলীলা সম্বরণ করিলেন? ইহার কারণ কি এই নয় যে, তাঁহার দ্বারা প্রাচীনপথাবলম্বী ফিরুশীদিগের স্বার্থে বিঘ্নোৎপাদন হইতেছিল। অল্প দিন গত হইল এদেশ মধ্যে একজন সুপণ্ডিত তেজস্বী পুরুষ * সম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থপথে বিঘ্নস্বরূপে দণ্ডায়মান হওয়ায় বিষ প্রয়োগে তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট করিয়াছে। এ বিষয়ে জীবিত প্রমাণ আর একটি দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলনের সূত্রপাত হওয়ায় ব্রাহ্মণজাতিই প্রথমে ইহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছে। এই সকল ঘটনা দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, স্বার্থের সহিত ধর্ম্মের যতটুকু সখ্যতা;—ততটুকুই নিরাপদ এবং শান্তি। সুবিজ্ঞ পাঠক মহাশয়! এক দিকে দেখুন মনুষ্যের স্বার্থ-কণ্ডূয়ন কি দুর্ব্বিষহ! অপর দিকে দেখুন মহাত্মাগণের অবলম্বিত সত্যে কি দৃঢ়তা, কি প্রাণগত নিষ্ঠা!

এদিকে ক্রোধোন্মত্ত বিপক্ষেরা পলের দুইজন শিষ্যকে বলপূর্ব্বক সেই লোকারণ্যের মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া গেল। কত লোকে কত প্রকার তাহাদের নিন্দা ও তিরস্কার করিতে লাগিল। পল তাহাদিগের সহিত যাইতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু শিষ্যরা তাঁহাকে বারম্বার প্রতিষেধ

* অনেকেই আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতীর নাম অবগত আছেন, ইনি বর্ত্তমান ব্রাহ্মণজাতির ধর্ম্মচ্যুতি ও ভ্রষ্টাচারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া এদেশে বৈদিক ধর্ম্মের প্রভুত্ব ঘোষণা করেন। অল্পদিন হইল জয়পুর নগরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, এরূপ প্রবাদ যে ব্রাহ্মণদিগের প্রতিবাদ করায় তাহারা এই মহাত্মাকে কৌশল পূর্ব্বক বিষ প্রয়োগে বিনষ্ট করিয়াছে।

করিতে লাগিল। কারণ তাহারা জানিতে পারিয়াছিল যে, তিনি তথায় গমন করিলে মহা অনর্থ উপস্থিত হইবে, এমন কি তাঁহার প্রাণ বিনাশেরও সম্ভব। পল শিষ্যদিগের দ্বারা ভূয়োভূয়ঃ অনুরুদ্ধ হওয়াতে তথায় যাইতে নিরস্ত হইলেন। অবশেষে বিদ্রোহ শান্তভাব ধারণ করিল, নগরাধ্যক্ষ আসিয়া কোপোত্তেজিত বিদ্রোহীদিগকে ধীর ভাবে বুঝাইয়া দিলেন, তখন তাহাদিগের অন্তরের বিদ্বেষাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল, বিপ্লবসন্তাড়িত নগরবক্ষ প্রশান্ত হইল। পল একাদিক্রমে প্রায় তিন বৎসর কাল একিসাস নগরে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিলেন। প্রথম তিনমাসকাল য়িহুদীদিগের উপাসনালয়ে, তাহার পর দুই বৎসর কাল টাইরেনাসের বিদ্যামন্দিরে অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত প্রচার করিলেন; ইহার উপর কত ক্লেশ কত প্রপীড়ন সহ্য করিয়াছেন, যাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তিনি স্পষ্টাক্ষরে করিন্থিয়েনদিগের প্রতি প্রথম পত্রে বলিয়াছেন যে "আমরা এখানে ক্ষুৎপিপাসার অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছি, লোকের নিকট মুষ্ট্যাঘাত চপেটাঘাত সহ্য করিতেছি, বস্ত্রের অভাবে উলঙ্গপ্রায়, মস্তক রাখিবার স্থান নাই, আমরা এখানে নিরাশ্রয়"। হায় হায়! কি দুঃখ। চিন্তা করিলে অশ্রুসম্বরণ করিয়া থাকা যায় না। ইহারই নাম স্বার্থত্যাগ, ইহারই নাম ভগবানে প্রাণ সমর্পণ। পল! তুমি এই অচিন্তনীয় ক্লেশরাশির মধ্যে আবার স্বহস্তে তাম্বুনির্ম্মাণে কঠোর পরিশ্রম করিয়াছ, কেবল ইহাই নয়—কিন্তু ইহার উপরে আবার বিপুলউৎসাহের সহিত ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছ। ধন্য তোমার মহত্ব! আশ্চর্য্য তোমার ভগবানে নির্ভর! আমার এই অযোগ্য লেখনী তোমার মহত্বকে নির্দ্দেশ করিতে পারে না; ভাষায় তাহা পরিব্যক্ত হয় না। তিন বৎসরের এই প্রভুত পরিশ্রমে একিসাস নগরে একটী বিস্তৃত সমাজ স্থাপিত হইল এবং অনেক নগরবাসী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তীদেশবাসী লোকের অন্তরে এই নবধর্ম্মের জ্যোতি প্রবিষ্ট হইল। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বতটস্থিত এণ্টিয়কের ন্যায় এই বিস্তীর্ণ

নগরও খৃষ্টধর্ম্মের একটি সুশোভন উদ্যান মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিল। পল এফিসাস হইতে মেসিডোনিয়া প্রদেশে গমন করিতে উদ্যত হইলেন, এফিসাস্বাসী বন্ধুগণের নিকট বিদায় লইয়া তাহাদিগকে প্রেমালিঙ্গন করত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি পোতারোহণে প্রথমে ট্রোয়াস্ বন্দরে উত্তীর্ণ হইলেন; তথায় টিটসের নিমিত্ত কিছুদিন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক এই সময় পলের হৃদয় টিটসের সাক্ষাৎকার লাভের জন্য একান্ত উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল, টিটস্ ইতিপূর্ব্বে এফিসাস হইতে করিন্থিয়দিগের প্রতি পত্র লইয়া গমন করিয়াছে, তাঁহার লিখিত পত্রের দ্বারা কিরূপ ফল উৎপন্ন হইল এবং সেই বিচ্ছিন্নকল্প বিবাদপ্রিয় সমাজের অবস্থাই বা কি প্রকার? এই সকল চিন্তাতে তাঁহার হৃদয় উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল, তিনি সোৎসুক নয়নে টিটসের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি ট্রোয়াস পরিত্যাগ করিয়া ফিলিপ্পিতে গমন করিলেন। প্রায় ছয় বৎসরের পর পল ফিলিপ্পিতে এই দ্বিতীয়বার প্রবেশ করিলেন। পাঠকের বোধ হয় ফিলিপ্পির সেই সকল ঘটনা স্মরণ আছে; সেই বিচারালয়ে কশাঘাত—কারাগারে দ্বিপ্রহরানিশীথে সেই অভূতপূর্ব্ব কাণ্ডের অভিনয়। যাহা হউক ফিলিপ্পিতে কিছুদিন অবস্থান করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়বন্ধু টিটস্ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পলের হৃদয় আনন্দপ্লাবনে প্লাবিত হইয়া উঠিল, তিনি সতৃষ্ণ চিত্তে করিন্থিয়েনদিগের সংবাদ সকল শ্রবণ করিতে লাগিলেম। তিনি টিটাসের প্রমুখাৎ সকল কথা শ্রবণ করিয়া আশাতীত আনন্দ লাভ করিলেন। তিনি শুনিলেন যে তাঁহার পত্রে শুভ ফল উৎপন্ন হইয়াছে,—তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই বিবাদপথ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছে; কিন্তু ইহাও শ্রবণ করিলেন যে, জেরুসালেমের সেই সকল কলহপ্রিয় রক্ষণশীল দলের লোকেরা তাহাদিগের মধ্যে উপস্থিত থাকিয়া বিবাদাগ্নি প্রজ্বলিত করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতেছে। পল এই সকল বিষয় মনোমধ্যে

বিশিষ্টরূপে আলোচনা ও চিন্তা করিয়া করিন্থিয়েনদিগের প্রতি আর একখানি পত্র লিখিলেন, এইখানি দ্বিতীয় পত্র ; এই পত্রও টিটস দ্বারা করিন্থে প্রেরণ করিলেন। তৎপরে ফিলিপ্পি হইতে গমন করিয়া নানাস্থান পর্য্যটন পূর্ব্বক ধর্ম্মালোক বিকিরণ করিতে করিতে করিন্থে উত্তীর্ণ হইলেন। বহুদিন পরে করিন্থের বন্ধুরা তাঁহাকে পাইয়া আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইল। পল করিন্থে অবস্থানকালীন গ্যালেসিয়া প্রদেশস্থিত সমাজের অতি দুঃখজনক সমাচার অবগত হইলেন। তথায়ও কতকগুলি সঙ্কীর্ণমনা জাতীয়তার পক্ষপাতী রক্ষণশীলদলের লোক উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের সমাজ মধ্যে বিসম্বাদ ও অশান্তির বীজ নিক্ষেপ করিতেছিল। এই দলের লোকেরা খৃষ্টধর্ম্মকে জাতীয়তার সীমা মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া লোকের নিকট প্রচার করিত, সুতরাং য়িহুদীজাতির প্রাচীন রীতি নীতি সকল খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের মধ্যে প্রচলিত রাখিতে বিশেষ প্রয়াস পাইত, এবং অপর দিকে সেই সঙ্গে সঙ্গে পলের বিরুদ্ধবাদ ও নিন্দাবাদ সমাজে সমাজে ঘোষণা করিয়া বেড়াইত। পাঠক মহাশয়! একবার নিবিষ্টমনে চিন্তা করিয়া দেখুন, পলকে কি ঘোর প্রতিকূলতার মধ্যে জীবনযাপন করিতে হইত, এদিকে বাহিরে অগণ্য শত্রুর নিকটে নিরন্তর শত সহস্র যন্ত্রণা সহ্য করিতেন, কোথায় গৃহে ধর্ম্মবন্ধুদিগের নিকটে আসিয়া অত্যাচার-তাপিত হৃদয় শীতল করিবেন, তাহাদিগের প্রীতিসম্ভাষণ ও সুমধুর ব্যবহার দ্বারা অন্তরে শান্তিসুখ লাভ করিবেন? না, তথায়ও শত্রুতার সুতীক্ষ্ণ কণ্টকাবলী বিরাজিত। এই স্থানে পলের জীবনোদ্গত মহত্বালোক আরও উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশ পাইতেছে। যাহাহউক তিনি গ্যালেসিয় সমাজের এতাদৃশ অবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদের নিকটে স্বয়ং গমন করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সুদূরতানিবন্ধন ও অন্যান্য কারণ পরতন্ত্র হইয়া এই সংকল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং তাহাদিগের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ দ্বারা আপনার বক্তব্য প্রকাশ করিলেন। করিন্থ নগরে অবস্থিতির সময়ে তিনি গ্যালেসিয়দিগের প্রতি পত্র লিখিলেন।

এই সময়ে কেংখ্রিয়া নগরবাসিনী কয়েকজন রমণী রোম নগরে গমন করিতেছিলেন; তাহাদের মধ্যে উক্ত নগরীয় সমাজের একজন তত্ত্বাবধায়িকা (deaconess) ছিলেন। পল ইহাঁদিগের সমভিব্যাহারে রোমীয় সমাজের প্রতি একখানি পত্র প্রেরণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। পল এতাবৎকালের মধ্যে কখন রোমে গমন করেন নাই; কিন্তু তাঁহার মনে প্রবল সংকল্প ছিল যে এইবারে জেরুসালেমে যাত্রা করিয়া তথা হইতে রোমে গমন করিবেন। আমরা পাঠকবর্গকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রোমে যদিও সেণ্টপল পদার্পণ করেন নাই, তথাচ খৃষ্টধর্ম্মের বেগবান্ তরঙ্গ সকল তথায় উপস্থিত হইয়া তুমুল আন্দোলন উৎপাদন করিয়াছিল এবং সেই আন্দোলন-বিভীষিকায় ভীত হইয়াই সম্রাট ক্লডিয়স য়িহুদীদিগকে রোম হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবার নিমিত্ত রাজাদেশ প্রচারিত করিয়াছিলেন। যাহাহউক রোম নগরে ইতিমধ্যে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং পল তথাকার সমাজস্থ অনেকের সহিত বিশিষ্টরূপে পরিচিত হইয়াছেন। বিশেষতঃ এই কারণেই পল তথাকার বন্ধুবর্গের সহিত হৃদয়ের সহানুভূতি ও অনুরাগ প্রদর্শনের নিমিত্ত পত্র প্রেরণে উদ্যত হইয়াছিলেন। পল এই দ্বিতীয়বার করিন্থে গমন করিয়া গায়স্ নামক একজন প্রীতিভাজন বন্ধুর গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, এই স্থানে অবস্থিতি কালেই তিনি রোমীয়দিগের প্রতি এই পত্র লেখেন। এই পত্র পল স্বহস্তে লিখেন নাই, তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন আর টার্টিয়াস নামক জনৈক ব্যক্তি তাহা লিপিবদ্ধ করেন। পল এই পত্র প্রাগুক্ত কেংখ্রিয়া সমাজের তত্ত্বাবধায়িকা ফৈবী দ্বারা রোমে পাঠাইয়াদিলেন। করিন্থে গায়সের গৃহে পলের ক্রমে প্রায় তিন মাস অতীত হইতে চলিল, এদিকে তাঁহার চিত্ত জেরুসালেমের সুপ্রসিদ্ধ পেণ্টিকষ্ট মহোৎসবের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল, তিনি অবিলম্বে জেরুসালেমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। জেরুসালেমের ভ্রাতৃমণ্ডলীর সাহায্যার্থে নানা স্থান হইতে যে অর্থ সংগৃ-

হীত হইয়াছিল, পল তাহা সমভিব্যাহারে লইয়া সশিষ্য অর্ণবপোতে আরোহণ করিলেন, ক্রমে তাঁহাদিগের অর্ণবপোত নানাস্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে কায়সেরিয়া বন্দরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল। পল স্বদলে ফিলিপের গৃহে গমন করিলেন, ফিলিপের পরিবারস্থ সকলেই বহুদিন পরে বিদেশাগত বন্ধুর বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিল। ফিলিপের চারিটি অবিবাহিতা ধর্ম্মানুরাগিণী কন্যা ছিল, তাহারা আপন আপন জীবন বিধাতার চরণে উৎসর্গ করিয়া জীবন যাপন করিতেছিল। পল ফিলিপের গৃহে সেই কন্যাচতুষ্টয়ের অসামান্য ধর্ম্মপ্রাণতা দর্শনে একান্ত পুলকিত হইলেন। তিনি ফিলিপের গৃহে অবস্থান করিতেছেন এমন সময়ে পূর্ব্বোল্লিখিত বিখ্যাত ভবিষ্যদ্বক্তা আগাবাস্ আসিয়া উপস্থিত হইল। পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে এই ব্যক্তি দুর্ভিক্ষের বিষয়ে একবার ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করিয়াছিল, সত্য সত্যই তাহার কথানুসারে দুর্ভিক্ষও উপস্থিত হইয়াছিল। ভবিষ্যদ্বাণীর এইরূপ সার্থকতা দেখিয়া অনেকে বিশেষ আগ্রহ সহকারে তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বাস করিত। এই ব্যক্তি পলকে বলিল "তুমি জেরুসালেমে গমন করিও না, তথায় যাইলেই তোমাকে বন্দী হইতে হইবে।" তাহার মুখ হইতে এই অনর্থসূচক ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করিয়া শিষ্যেরা বারম্বার অনুনয় বিনয়ের সহিত পলকে জেরুসালেমে গমন করিতে প্রতিষেধ করিতে লাগিল। হিমাচলের ন্যায় স্থির পুরুষকে কে বিচলিত করিতে পারে? উপর্য্যুপরি নির্য্যাতন নিপীড়নে যাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, এই রেখাপ্রমাণ অনিশ্চিত বিভীষিকায় তাঁহার কি করিতে পারে? সেই নির্ভীকচেতা পুরুষ বলিলেন "খৃষ্টের জন্য যদ্যপী আমাকে জেরুসালেমে মরিতে হয়, তবে তাহাও বাঞ্ছনীয়।" এই সাহস-সম্বলিত সতেজ বাক্য শ্রবণে শিষ্যদিগের প্রাণ স্তম্ভিত হইয়া গেল। পল তখন জেরুসালেমে যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন। কোন কোন শিষ্যও তাঁহার অনুবর্ত্তন পুরঃসর জেরুসালেমে যাত্রা করিল।

দশম অধ্যায়।

নির্য্যাতন।

প্রকৃতির সুরম্য পরিচ্ছদে পরিশোভিত হইয়া জেরুসালেম এখন লোকের নয়ন মনের আনন্দ সম্পাদন করিতেছে। মে মাসের আগমনে প্রকৃতি সুন্দরীর যৌবন-লাবণ্য বিকশিত হইয়া তরুর পত্রে নদীর হিল্লোলে হরিদ্বর্ণ সুকোমল শস্যদামে এবং মানবের মুখশ্রীতে এক স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য কিরণ ঢালিয়া দিতেছে। অলিভট পর্ব্বতের নয়নানন্দকর উপত্যকা সকল বিচিত্র বর্ণের তরুলতায় সমাচ্ছিন্ন হইয়া এবং উদ্যান সকল বিবিধ প্রকার সুগন্ধ কুসুমদামে সুশোভিত হইয়া যেন এই মহাপুরুষের আগমন জন্য উৎসুকচিত্তে প্রতীক্ষা করিতেছে। এদিকে পেন্টিকষ্ট মহোৎসব দর্শনোদ্দেশে ভূমণ্ডলের নানা খণ্ড হইতে য়িহুদী সকল হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে জেরুসালেমে সমবেত হইতেছে। নগরবক্ষ দিন দিন লোকারণ্যের কণ্ঠকোলাহলে কল্লোলিত হইয়া উঠিতেছে। পল জেরুসালেমে উপস্থিত হইয়া চারিদিকে বিবিধ প্রকার পরিবর্ত্তন দেখিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন যে তাঁহার বহুবিদ্যা-বিশারদ সুপণ্ডিত অধ্যাপক গ্যামেলিয়েলের মৃত্যু হইয়াছে। যাহাহউক ওদিকে জেরুসালেমের খৃষ্টীয়মণ্ডলী পলকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার বিশেষরূপে অভ্যর্থনার নিমিত্ত এক সভা আহ্বান করিলেন। সেণ্ট জেমস্ তখন জেরুসালেমের বিশপ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সুতরাং এই বর্ষীয়ান্ পুরুষের অধিনায়কত্বেই সভা আহুত হইল। সভাস্থ সকলেই পরমানন্দিতচিত্তে পলকে গ্রহণ করিল। এই সুদীর্ঘ কাল বিদেশে বিজাতির মধ্যে অগণ্য বিঘ্ন বাধার সম্মুখে সেই ধর্ম্মাবহ পুরুষের অঙ্গুলি নির্দ্দেশে চালিত হইয়া কিরূপ কার্য্য করিয়াছেন, এই সমস্ত বিষয় তিনি একে একে সভার নিকটে জ্ঞাপন করিলেন। সভাস্থ সকলেই তাঁহার প্রচারবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ার্ণবে নিমগ্ন হইল এবং মনে মনে পলকে এক অসাধারণ দৈবী-শক্তিসম্পন্ন পুরুষ বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, কেবল এই সকল কথা শ্রবণে কতকগুলি

ব্যক্তির অন্তর্নিহিত বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অবশেষে তিনি নানা স্থান হইতে সংগৃহীত অর্থ তাঁহাদিগের নিকটে দান করিলেন। পাঠকের মনে হয়ত স্বতই প্রশ্ন হইতে পারে যে, সভায় ঐ সকল ব্যক্তি কাহারা? যাহাদিগের হৃদয়ে বিদ্বেষ-কণ্ডূয়ন উপস্থিত হইল। পাঠকের বোধ হয় সেই পূর্ব্বোল্লিখিত একদল লোকের কথা স্মরণ আছে, যাহারা করিন্থ ও গ্যালেসিয় সমাজে উপস্থিত হইয়া পলের নিন্দাবাদ ঘোষণা করিয়াছিল। এই দলের লোকদিগকে জুডায়িষ্টিক (judaistic) বা রক্ষণশীল সম্প্রদায় বলিত; এই সম্প্রদায়ের লোকেরা মানবহৃদয়কে সার্ব্ব-ভৌমিকতার উদার ও বিশাল ভিত্তির পরিবর্ত্তে জাতীয়তার সঙ্কীর্ণ সীমা মধ্যে নিবদ্ধ রাখিতে প্রয়াস পাইত। ইহাদের মত যে ইস্রেলজাতি ভূমণ্ডলস্থ অপরাপর জাতি অপেক্ষা পরমেশ্বরের নিকট বিশেষ প্রিয়পাত্র, সুতরাং নবাভ্যুদিত খৃষ্টধর্ম্ম বিধাতার এই পরমপ্রিয় জাতির মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে। তৎপর মুসার প্রবর্ত্তিত বিধি সকল য়িহুদীজাতির চিরপ্রচলিত প্রথা, সুতরাং খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিলেও সে সকল অক্ষুণ্ণভাবে যাজনা করিয়া চলিতে হইবে। পাঠকের বোধ হয় স্মৃতি পথে জাগরূক আছে যে, এই বিষয় মীমাংসার জন্য জেরুসালেমে একবার মহাসভার আহ্বান হয়। যাহাহউক পল জাতীয়তার উপাসক-স্বরূপ এই জুডায়িষ্টিক সম্প্রদায়ের মতের প্রথম হইতেই প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন। তিনি শত সহস্র বিজাতীয় লোকের কর্ণে এই নব-ধর্ম্মের সুসংবাদ ঘোষণা করিয়া তাহাদিগের মধ্যে কত শত লোককে অভিষিক্ত করিয়াছেন। এই সকল কারণেই কতকগুলি লোকের পলের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রথমাবধিই দেখা যাইতেছে। এই উৎসব উপলক্ষে আসিয়া প্রদেশ হইতে কতকগুলি য়িহুদী আসিয়াছিল, তাহারা আরও জাতীয়তার পক্ষপাতী ছিল। সুতরাং তাহারা অন্যাপেক্ষা অধিকতর বিদ্বেষ-বিষাক্ত নয়নে পলের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, সভা মধ্যে এই সম্প্রদায়ের লোকেরাই পলের বিজাতীয় লোকদিগের

মধ্যে প্রচার-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কুপিত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। ইহারা পূর্ব্ব হইতেই পলকে অবমানিত ও পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছিল। নিরীহস্বভাব মেষশাবককে সংহার করিবার জন্য ক্রোধোন্মত্ত শার্দ্দূলেরা লাঙ্গুলস্তাড়ন পুরঃসর যেমন চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়; সেইরূপ ঈশ্বরের প্রিয়সেবকস্বরূপ এই সাধুপুরুষকে নিপীড়িত করিবার নিমিত্ত শত্রুকুল ঈর্ষ্যা-কলুষিত নয়নে জেরুসালেমের রাজপথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। পলের বন্ধুবর্গ অবশ্যম্ভাবী বিপদ দেখিয়া তাঁহাকে বার বার বলিতে লাগিল যে "এমন কিছু পরিচয় প্রদান করুন, যাহাতে বিপক্ষকুল বুঝিতে পারে যে, আপনি মুসার বিধি সকলের শত্রু নন"। এই সময়ে তথায় চারিজন নেজারাইট-ব্রতাবলম্বী খৃষ্টিয়ান ছিল; তাহারা অতি হীনাবস্থাপন্ন দরিদ্র। তাহাদের এমন সঙ্গতি ছিল না, যদ্দ্বারা ব্রতোদ্যাপনের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে। এই দেখিয়া পলের বন্ধুবর্গ তাঁহাকে বলিল যে, যাহা ব্যয় হয় আমরা তাহা প্রদান করিতেছি, আপনি উঁহাদিগকে ব্রত সমাপনের জন্য মন্দিরে লইয়া যান; তাহা হইলে বিপক্ষেরা বুঝিতে পারিবে যে আপনি মুসার বিধির প্রতিপক্ষ নন। পল চিন্তা করিয়া দেখিলেন ইহাতেই বা ক্ষতি কি? যদি আমার সহায়তা দ্বারা এই দরিদ্র ভ্রাতাদিগের কিছু পরিমাণে উপকার হয়, তবে তাহা করাইত নিতান্ত বিধেয়। আর পল যে একেবারেই মুসার প্রতিষ্ঠিত বিধির শত্রু ছিলেন, তাহা বোধ হয় না; কারণ আমরা কিছু পূর্ব্বেই পাঠকদিগের নিকট বিবৃত করিয়াছি যে, পলও এক সময়ে নেজারাইট ব্রতাবলম্বন করিয়াছিলেন।

পল যথাসময়ে সেই রুক্ষবেশ সুদীর্ঘকেশ ও শ্মশ্রু-সমন্বিত ব্রতাবলম্বীদিগকে জেরুসালেমের মন্দির মধ্যে লইয়া গেলেন। বিপক্ষেরা এতাবৎকাল সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল; তাহারা পলকে পবিত্র মন্দির মধ্যে পদার্পণ করিতে দেখিয়া ক্রোধে উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিল তাহারা আরও দেখিল যে একজন বিজাতীয় লোক

তাঁহার সহিত মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে সেই বিজাতীয় ব্যক্তি মন্দিরে প্রবেশ করে নাই, তাহারা পলের সহিত সে ব্যক্তিকে নগর মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়াছিল মাত্র। ইহাতেই তাহারা অনুমান করিয়া লইয়াছিল যে, সে ব্যক্তিও পলের সহিত মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। মনঃকল্পিত অমূলক ভিত্তির উপরে এই বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করায় তাহাদিগের রোষাগ্নি দশগুণে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। অগ্নি কাণ্ডের মধ্যে প্রবল সমীরণের সঞ্চার হইলে যেমন তাহা প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সংসার বিনাশের জন্য ধাবিত হয়, সেইরূপ এই ঘটনার প্রবলবাত্যা প্রবাহিত হইয়া বিপক্ষপক্ষের হৃদয়নিহিত ক্রোধ স্ফুলিঙ্গকে সর্ব্বসংহারক অগ্নিকাণ্ডে পরিণত করিল; তাহাদিগের হৃদয় অগ্নিময় হইয়া উঠিল এবং তাহা হইতে ভীষণ তেজ ও সমুজ্জল শিখা সকল নিঃসারিত হইয়া এই দেবচরিত্র সাধু ব্যক্তিকে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল। বিপক্ষেরা মন্দিরমধ্যে এই ব্যাপার দর্শন করিয়া মহা কলরব উপস্থিত করিল এবং সেই কলরব শ্রবণ করিয়া নানা দিক হইতে শত শত য়িহুদী আসিয়া সেই স্থানে সমবেত হইল; মন্দির-প্রাঙ্গণ অগণ্য লোকের কোলাহলধ্বনিতে শব্দায়মান হইয়া উঠিল। তখন সকলেই কোপাবেশে অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল "হে ইস্রেলগণ! এই ব্যক্তি যথায় তথায় আমাদের রীতি-নীতি ও ধর্ম্মপ্রণালীর বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া আসিয়াছে"। এই সকল কথা মহাশব্দে উত্থিত হইয়া অনন্ত আকাশমণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। প্রলয়ের পূর্ব্বে জলধি যেমন ঘন ঘন গর্জ্জন পুরঃসর উল্লম্ফন করিতে থাকে, এই লোকারণ্যও সেইরূপ ঘন ঘন গর্জ্জন পূর্ব্বক পলের দিকে ধাবিত হইবার জন্য উপক্রম করিতে লাগিল। পল! পল! তোমার আজ কি দশা দেখ, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভবিষ্যতের তমসাচ্ছন্ন গর্ভে কি লুক্কায়িত আছে, ক্ষুদ্রবুদ্ধি মনুষ্য কি কখন তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারে? দেখ; এই জেরুসালেম নগরে এক সময়ে যাহারা তোমার পরমমিত্র ছিল, এখন

তাহারাই তোমার পরম শক্রপদবীতে আরোহণ করিয়াছে ; এক সময়ে পরম বন্ধুবোধে যাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া এক দেবচরিত্র মহাত্মাকে হত্যা করিবার জন্য কতই না প্রয়াস ও আনন্দধ্বনি প্রকাশ করিয়াছ ; এখন তুমি তাহাদিগেরই হস্তে নিরপরাধে নিহত হইতে যাইতেছ। ষ্টিফেন হত্যার নিদারুণ স্মৃতি জাগ্রত হইয়া আজ তোমার হৃৎকর্ণে কি কথা বলিয়া দিতেছে, এই পুণ্যনগরী জেরুসালেম আজ তোমার দশা দেখিয়া গভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। শক্রকুল মহাবেগে ধাবিত হইয়া পলকে মন্দিরের উপরিতল হইতে বল পূর্ব্বক টানিয়া নিম্নে উপস্থিত করিল। কারণ মন্দির মধ্যে হত্যা করিলে সে স্থান কলুষিত ও অপবিত্র হইয়া যাইবে। বিপক্ষকুল পলের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত করিয়া তাঁহাকে বধ করিবার উপক্রম করিল। কি সর্ব্বনাশ! সামান্য মতবৈসদৃশ্যের কি এমনি সংহারিণী শক্তি,—যে মানুষ তাহাতে নরহত্যারূপ মহাপাতকে প্রবৃত্ত হয়। অদূরে নগরাধক্ষ্যের আবাসগৃহ ছিল, তিনি লোকারণ্যের ভীষণ দৃশ্য এবং তাহাদিগের হৃৎকম্পকর কোলাহলধ্বনি শ্রবণ করিয়া ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে সৈন্য সামন্ত সহ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নগরাধ্যক্ষকে উপস্থিত দেখিয়া য়িহুদীরা সেই দুঃসাহসিক নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে বিরত হইল। নগরপতি দেখিলেন যে ব্যাপার বড় সহজ নহে। তিনি সৈন্যদিগকে বন্ধন করিতে আদেশ করিলেন, সৈন্যেরা আদেশ প্রাপ্তিমাত্র পলের দুই হস্ত সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খল দ্বারা নিবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বন্দীশালার দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। জনতাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহাদিগের অনুগমন করিল। নগরাধ্যক্ষ লিসিএসের ধারণা হইয়াছিল যে এব্যক্তি কোন বিদ্রোহোত্থাপনকারী দুষ্ট লোক হইবে। এরূপ ধারণা হইবার কারণও ছিল, কেননা ইতিপূর্ব্বে মিশরদেশীয় একজন দুষ্টাশয় প্রতারক ব্যক্তি জেরুসালেমে আসিয়া আপনাকে স্বর্গাগত মহাপুরুষরূপে পরিচিত করত ঘোর বিদ্রোহ-কোলাহল উপস্থিত করিয়াছিল। নগরাধ্যক্ষের সৈন্যেরা

পলকে দুর্গ মধ্যে লইয়া বদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল, তখন পল তাঁহার নিকট কিছু বলিবার অনুমতি চাহিলেন। পল এতক্ষণ কোন কথাই বলেন নাই, এখন তাঁহার মুখ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া নগরাধ্যক্ষ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন; তাঁহার মন হইতে সন্দেহ তিমির অপসারিত হইল, পল গ্রীকভাষায় এই অনুরোধ-প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই জন্য নগরাধ্যক্ষ লিসিএস উজ্জ্বলরূপে বুঝিতে পারিলেন যে এব্যক্তি মিশরদেশীয় লোক নহে। তখন পলের আবেদন পূর্ণ হইল, তিনি বলিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে পল শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দুর্গস্থ সোপানশ্রেণীর উপরে দণ্ডায়মান হইয়া আত্মজীবনের বিস্ময়কর বৃত্তান্ত সকল বলিতে লাগিলেন। বাল্যজীবন, জেরুসালেমে গ্যামিলিএলের নিকট শিক্ষা, খৃষ্টশিষ্যদলের প্রতি নির্ম্মম অত্যাচার, পথিমধ্যে দিবাদ্বিপ্রহরে পরমাশ্চর্য্যোপায়ে নবজীবন লাভ, বিজাতিদিগের মধ্যে প্রচারের জন্য বিধাতার সুস্পষ্ট আদেশ ইত্যাদি ব্যাপার সকল তিনি ক্রমে ক্রমে হৃদয়গ্রাহিণী ভাষায় বর্ণনা করিলেন। বিপক্ষকুল এতক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে নিবিষ্টমনে শ্রবণ করিতেছিল, কিন্তু বিজাতিদিগের মধ্যে প্রচারের কথা বলিবামাত্র, তাহারা কোপ ও ঈর্ষ্যায় অধীর হইয়া সকলে সমস্বরে বলিতে লাগিল "ও উৎসন্ন যাউক ও উৎসন্ন যাউক"। সকলের কণ্ঠোত্থিত এই রোষবিমিশ্রিত শব্দে তথায় এক মহাকলরব উপস্থিত হইল। রোষোন্মত্ত শত্রুকুলের একান্ত ইচ্ছা যে তাহারা তৎক্ষণাৎ পলকে হত্যা করিয়া ফেলে, কিন্তু পল রোমীয় সৈন্যমালার দ্বারা সুরক্ষিত, সুতরাং তাহাদিগের সে অভিলাষ সম্পন্ন হইবার কোন উপায় নাই দেখিয়া তাহারা ক্রোধে উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিল এবং ধূলিনিক্ষেপ দ্বারা গগণমণ্ডল আচ্ছন্ন করত আপনাদিগের গাত্রবস্ত্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ও মহা চীৎকার পুরঃসর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। পলের বাক্যাবসান হইলে নগরাধ্যক্ষ তাঁহাকে কারাগারে লইয়া গিয়া কোড়া প্রহার করিতে অনুমতি করিলেন। সেনাপতি আসিয়া

পলকে প্রহার করিবার জন্য বন্ধন করিল; পল বলিলেন "একজন রোমীয় লোককে কি বিনাবিচারে প্রহার করা উচিত?" সেনাপতি আসিয়া এই কথা নগরাধ্যক্ষকে জ্ঞাপন করিলে পর তাহারা প্রহারে প্রতিনিবৃত্ত হইল। এরূপ কথিত আছে যে, পল যখন চতুর্দ্দিক প্রহরীপরিবেষ্টিত হইয়া এইরূপে বন্দীদশায় কারাগার মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় গম্ভীর নিশীথে পরমেশ্বর তাঁহার শিরোদেশে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন "তুমি জেরুসালেমে আমার বিষয়ে যেরূপ সাক্ষ্য দান করিলে রোমে গিয়াও সেইরূপ সাক্ষ্য প্রদান কর"।

পরদিন প্রভাতকালে পলের বিচারের জন্য স্যানহিড্রিম সভা আহূত হইল। প্রধানযাজক এনেনিয়স্ এই সভার সভাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। স্যাডিউসি ও ফিরুশী সম্প্রদায় ঈর্ষ্যাকুলিত চিত্তে আসিয়া সভার কলেবর পূর্ণ করিতে লাগিল। ক্রোধোত্তেজিত শত্রুকুল এই নিরপরাধী সাধু ব্যক্তির নির্য্যাতন দেখিবার জন্য উৎফুল্ল হৃদয়ে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইল। পল রোমীয়সৈন্যবৃন্দের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধকরে সভাসমক্ষে দণ্ডায়মান। পল! তুমি এক দিন যে সভাসমক্ষে খৃষ্টশিষ্যদিগের পরম শত্রুস্বরূপে দণ্ডায়মান হইয়া একজন নিরীহ দেবকল্প-চরিত্র মহাত্মার প্রাণ বিনাশের জন্য কায়মনোবাক্যে প্রয়াস পাইয়াছ, দেখ দেখ আজ তুমি সেই সভায় অবমানিত ও তিরস্কৃত হইবার নিমিত্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আনীত হইয়াছ। জেরুসালেম! স্যানহিড্রিম সভা! য়িহুদীজাতি! তোমরা কি আমার সহিত মিলিত হইয়া এই কথার সার্থকতাপক্ষে প্রচুর সাক্ষ প্রদান করিতেছ না? যে বিধাতার শক্তি মানবপ্রাণে অবতীর্ণ হইলে বিচিত্র পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। পল কিছুক্ষণ স্থির নেত্রে সভার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "হে ভ্রাতৃগণ! আমি আজ পর্য্যন্ত সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরের চক্ষে নিষ্কলঙ্কভাবে জীবন যাপন করিয়া আসিতেছি"

এই কথা শুনিবামাত্র সভাধ্যক্ষ কুপিত হইয়া পলকে চপেটাঘাত করিতে আদেশ করিলেন।

এই সময়ে পলের অন্তরে মহাত্মা ঈশার সেই মহামূল্য উপদেশের কথা স্মরণ হইল। খৃষ্ট বলিয়াছেন "Be ye wise as serpents, and harmless as doves" অর্থাৎ সর্পদিগের ন্যায় সতর্ক এবং পারাবতের ন্যায় নিরীহস্বভাব হও"। তিনি এই বাক্যের মর্ম্মানুসারে অপেক্ষাকৃত সতর্ক পথ অবলম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন যে "আমি একজন ফিরুশী, মৃত্তোত্থান বিষয়ক প্রশ্ন লইয়াই আমার বিচার হইতেছে", এই কথা বলিবা মাত্র সভামধ্যে মহাবিবাদ-কোলাহল উপস্থিত হইল। কারণ সভাস্থ সভ্যদিগের মধ্যে স্যাডিউসি ও ফিরুশী শ্রেণীর লোক বিদ্যমান ছিল, এবং এই উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা পরস্পরের সহিত ঘোর মত বিসম্বাদে প্রবৃত্ত ছিল। পল আপনাকে ফিরুশী বলিয়া পরিচয় দিবা মাত্র সভাস্থ ফিরুশী সম্প্রদায়ের লোকেরা পলের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক প্রতিপক্ষ স্যাডিউসিদিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। সভার শান্তি এবং গাম্ভীর্য্য বিনষ্ট হইয়া গেল, সভ্যবৃন্দের হৃদয় বিবাদ-প্রবাহে উচ্ছৃ-ঙ্খল হইয়া উঠিল। ফিরুশীরা পলের পক্ষসমর্থন করিতে লাগিল এবং স্যাডিউসিরা পলকে পর্য্যুদস্ত ও বিনষ্ট করিবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিল। এই সকল ঘটনার দ্বারা সভামধ্যে এক অসম্ভাবিত প্রবল বিবাদবাত্যা প্রবাহিত হইল। লিসিএস এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার সন্দর্শনে মনে করিল হয়ত পলকে ইহারা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিবে; এই মনে করিয়া নগরাধ্যক্ষ পলকে লইয়া গিয়া দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ করিল। স্যান-হিড্রিম সভা ভঙ্গ হইয়া গেল, কিন্তু এদিকে চল্লিশ জন য়িহুদী দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞাসূত্রে আপনাদিগের হৃদয় মন নিবদ্ধ করিয়া স্থির করিল যে, পলকে হত্যা না করিয়া জলস্পর্শ করিব না। এই চল্লিশ জন ক্রোধো-ন্মত্ত য়িহুদী পলের প্রাণ বিনাশের জন্য রোষাকুলিত নয়নে জেরুসালে-মের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহারা আপনাদিগের

অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাহারা সকলে এক বাক্যে বলিতে লাগিল যে, কল্য পুনরায় স্যানহিড্রিম সভা অধিবেশিত হইয়া পলের বিচার হউক। এই কথার মূলে তাহাদিগের এই অভিপ্রায় নিহিত ছিল যে, পলকে সভামধ্যে আনিবারকালীন তাহারা পথিমধ্যে লুক্কায়িত ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া হঠাৎ আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবে। আমরা পূর্ব্বেই পাঠককে অবগত করিয়াছি যে জেরুসালেম নগরে পলের ভগিনীর বিবাহ হয়। এখন পলের সেই ভগিনীর পুত্র প্রাণবিনাশে প্রতিজ্ঞাপরায়ণ বিপক্ষদিগের ষড়যন্ত্র জানিতে পারিয়া অতি সতর্কতার সহিত দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিল এবং পলের নিকট উপস্থিত হইয়া আনুপূর্ব্বিক সকল কথা বিবৃত করিল। পল ভাগিনেয় প্রমুখাৎ এই সকল কথা শ্রবণগোচর করিয়া তাহাকে প্রধান সেনাপতির নিকট এই সকল কথা বলিতে পাঠাইয়াদিলেন। সেনাধ্যক্ষ তাহার মুখে এই সকল ব্যাপারের বিষয় অবগত হইয়া তাহাকে বলিয়া দিলেন যে "দেখ তুমি প্রাণান্তেও কাহার নিকট প্রকাশ করিও না যে আমাকে এই সকল কথা বলিয়া গেলে"। পলের ভাগিনেয় সেনাধ্যক্ষের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া দুর্গ হইতে প্রস্থান করিল। প্রধান সেনাপতি তাহাকে এই কথা বলিয়া বিদায় দিয়া দুই জন সেনানায়ককে আহ্বান করিলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন তোমরা কায়সেরিয়া নগরে গমন করিবার জন্য দুই শত পদাতিক, সত্তর জন অশ্বারোহী এবং দুইশত জন বর্সাধারী সেনা প্রস্তুত করিয়া রাখ। সেনাপতিদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া তিনি তথাকার রাজ প্রতিনিধি মহামান্য ফেলিক্সকে একখানি পত্র লিখিলেন। সেই পত্র মধ্যে পলের এই সকল ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত লিখিয়া দিলেন। তৎপরে সেই পত্র সহ তিমিরাচ্ছন্ন নিস্তব্ধ নিশীথকালে পলকে সৈন্যমালার হস্তে সমর্পণ করিয়া কায়সেরিয়া নগরে প্রেরণ করিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

বিচার।

সৈন্যেরা যথাসময়ে পলকে লইয়া কায়সেরিয়া নগরে উত্তীর্ণ হইল। রাজপ্রতিনিধি ফেলিক্স লিসিএসের প্রদত্ত পত্র পাঠ করিয়া পলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন্ প্রদেশীয় লোক? পল উত্তর করিলেন আমার নিবাস সিলিসিয়া প্রদেশ। তখন রাজপ্রতিনিধি যত দিন না জেরুসালেম হইতে অভিযোগকারীরা আসিয়া উপস্থিত হয়, ততদিন তাঁহাকে হেরোদের রাজপ্রাসাদ মধ্যে অবস্থান করিতে আদেশ করিলেন। এদিকে জেরুসালেমে পলকে দেখিতে না পাইয়া শত্রুকুল ক্রোধাবেশে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল এবং বিলম্বব্যতিরেকে কায়সেরিয়াতে আসিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাহারা পাঁচ দিনের মধ্যে প্রধানযাজক, স্যানহিড্রিম সভার কতিপয় সভ্য এবং টার্টুলাস নামক জনৈক ব্যবস্থাব্যবসায়ী সুবক্তা ব্যক্তিকে আপনাদিগের পক্ষসমর্থনার নিমিত্ত সমভিব্যাহারে লইয়া কায়সেরিয়ায় উপস্থিত হইল। ব্যবস্থোপজীবী ব্যক্তি রোমীয়দিগের রাজনীতি-শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ এবং লাটিন ভাষায় সদ্বক্তা ছিলেন। ফেলিক্স অভিযোক্তাদিগকে উপস্থিত দেখিয়া বিচারাসন পরিগ্রহ করিলেন। জোসেফাস্ প্রভৃতি প্রাচীন ঐতিহাসিকেরা এই রাজপ্রতিনিধির চরিত্র বর্ণনাস্থলে বলিয়াছেন যে, ফেলিক্স একজন ইন্দ্রিয়াসক্ত লম্পটস্বভাব লোক ছিলেন, তিনি অনেক সময় আপনার শাসন শক্তিকে যথেচ্ছাচারিতার প্রভুত্বে পরিচালিত করিয়া কত নৃশংসাচারের অনুষ্ঠান করিয়া ফেলিতেন। এই ইন্দ্রিয়াসক্ত রিপুপরতন্ত্র পুরুষের বিচারাসনের পুরোভাগে পল বন্দীদশায় আনীত হইলেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাব্যবসায়ী ব্যক্তি বিপক্ষদিগের পক্ষসমর্থনার নিমিত্ত দণ্ডায়মান হইয়া প্রথমে কিছুক্ষণ অনেক তুষ্টিকর বাক্যবিন্যাস দ্বারা ফেলিক্সের কার্য্য ও চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসাবাদ করিলেন এবং তৎপরে পলের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ

আনয়ন করিলেন। প্রথমতঃ—পল একজন রাজবিদ্রোহী ব্যক্তি, দ্বিতীয়তঃ—তিনি নাজারথীয় সম্প্রদায়ের একজন প্রধান অধিনায়ক, তৃতীয়তঃ—তিনি জেরুসালেমের পবিত্র মন্দিরকে অপবিত্র করিয়াছেন। এই অভিযোগত্রয় তিনি বিশেষ সাবধানতার সহিত সুন্দর ভাষায় একে একে উল্লেখ করিলেন; সমাগত শত্রুকুল তাঁহার কথায় উচ্চ করতালি দিয়া বলিতে লাগিল, "এ সকলই ঠিক"। এমন সময়ে ফেলিক্স পলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বক্তব্য বিষয় বলিতে তাঁহাকে আদেশ প্রদান করিলেন। পল আপনার প্রতি আরোপিত বিষয় সকল অতি পরিষ্কাররূপে অমূলক বলিয়া প্রমাণ করিলেন। বিচারপতির উজ্জ্বলরূপে বোধ জন্মিল যে, পল অপরাধী নয়। কিন্তু য়িহুদীদিগের মনস্তুষ্টি বিধানের নিমিত্ত তিনি আপনার কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া অভিযোক্তাদিগকে বিদায় দিয়া পলকে বন্দীভাবে রাখিতে আদেশ করিলেন। পলকে বন্দীভাবে অবরুদ্ধ রাখা হইল বটে, কিন্তু তত কঠিনরূপে নয়। তিনি কারাগার মধ্যে থাকিয়া সচ্ছন্দে বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথনাদি করিতে লাগিলেন। কয়েকদিন পরে ফেলিক্স পলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সস্ত্রীক গমন করিলেন। ফেলিক্সের পত্নী একজন য়িহুদীজাতীয় পরমসুন্দরী যুবতী এবং হেরোদ রাজার সহোদরা। এই রূপবতী রমণী এক ব্যক্তির সহিত পরিণয়পাশে আবদ্ধ হয়, কিন্তু দুরাচার ফেলিক্স অসাধু কামনার দ্বারা পরিচালিত হইয়া বিবিধ কৌশলে এই নারীকে এখন আপনার অবৈধ পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, এই অপবিত্রচরিত্রা রমণীও অক্লেশে আপনার পতিকে পরিহার পূর্ব্বক এই ইন্দ্রিয়াসক্ত পুরুষের সহিত মিলিত হইয়াছে। ফেলিক্সের পত্নী য়িহুদীবংশসম্ভূতা ছিল, সুতরাং সে বাল্যকাল হইতে পল নামে একজন অমিতশক্তিশালী পুরুষের কথা শ্রুত হইয়া আসিয়াছে। সেই জন্য পলকে দেখিবার নিমিত্ত তাহার মনে কৌতূহল হইয়াছিল। ফেলিক্স পলকে আহ্বান পূর্ব্বক এক নির্জ্জন

প্রকোষ্ঠ মধ্যে আনয়ন করিলেন এবং আপনারা পলের সম্মুখভাগে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার ধর্ম্মমত সকল শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ফেলিক্সের হস্তে পলের জীবন মরণের অমূল্য অধিকার ন্যস্ত, কিন্তু পলের সে দিকে দৃক্‌পাত নাই;—পল আপনার ভাবে আপনি বিমুগ্ধ, আপনার তেজে আপনি অভিভূত; তিনি আপনার ধর্ম্মমত সকল ব্যাখ্যা করিতে করিতে ব্যভিচার, ইন্দ্রিয়াসক্তি, অপবিত্রতা, অবিচার প্রভৃতি একান্ত নিন্দনীয় পাপাচার সকলের সুতীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। পলের মুখনিঃসৃত কথা সকল সুতীক্ষ্ণ শায়কের ন্যায় এই পাপাসক্ত দম্পতির হৃদয়কবাট ভেদ করত প্রাণ মধ্যে গিয়া বিদ্ধ করিতে লাগিল; এবং তন্নিবন্ধন হৃদয় মধ্যে আত্মগ্লানি-জ্বালা উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিল। তাহারা পলকে সত্বর বিদায় দিয়া প্রস্থান করিলেন। ফেলিক্সের পলের সহিত সাক্ষাতের একটি নিগূঢ় কারণ ছিল, তিনি মনে করিয়াছিলেন যে পল কারামুক্তির নিমিত্ত তাঁহাকে গোপনে উৎকোচ প্রদান করিবেন। যাহাহউক পল একাদিক্রমে দুই বৎসর কাল এইরূপে কারাবরুদ্ধ হইয়া বন্দীর ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পল এই দুই বৎসর কাল কারাগারে অবস্থান পূর্ব্বক একান্ত মনে আরাধনা, প্রার্থনা, ধ্যান ধারণা, আত্ম-চিন্তা প্রভৃতি পারমার্থিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত ছিলেন। কিরূপে খৃষ্টধর্ম্ম মনুষ্যজাতির মধ্যে উত্তরোত্তর প্রসারিত হইবে, কিরূপে মনুষ্যকুল পাপপথ পরিহার করত পুণ্যার্জ্জনে রত হইবে, কিরূপে নরলোকে অচেতন জড়দেবতার পূজা তিরোহিত হইয়া পরাৎপর সত্যপুরুষের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হইবে, এই সকল গুরুতর বিষয়ের চিন্তাতেও তাঁহার মন অনেক সময় নিবিষ্ট থাকিত। এতদ্ভিন্ন তিনি এই সময়ের মধ্যে নানাপ্রদেশস্থিত সমাজে অনেক পত্র লেখেন, কিন্তু সে সকল পত্র বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এখন পাওয়া যায় না। এই কারাবস্থান সময়ে অনেক নিকটস্থ ও দূরস্থ স্থানের বন্ধুরা তাঁহার সহিত সাক্ষাতের নিমিত্ত

আগমন করিত, সুতরাং সমাগত বন্ধুদিগের সহিত আলাপনেও তাঁহার অনেককাল অতিবাহিত হইত। এইরূপ বিবিধবিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়া দুই বৎসর কাল কায়সেরিয়া নগরের কারালয়ে অবস্থান করিলেন। এমন সময়ে ফেলিক্স স্বানুষ্ঠিত কার্য্যের বিচারের জন্য রোমে গমন করিতে আদিষ্ট হয়েন, তিনি রোমে যাত্রা করিলেন, এই সময়ে অক্লেশে পলকে অব্যাহতি প্রদান করিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু য়িহুদীদিগের সন্তোষের নিমিত্ত তাহা না করিয়া পলকে তদবস্থায় রাখিয়া চলিয়া গেলেন। অচিরকাল মধ্যে ফেষ্টস্ নামক জনৈক ব্যক্তি আসিয়া ফেলিক্সের স্থান পূর্ণ করিল। অনেকে এই নবাগত রাজপ্রতিনিধির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

ফেষ্টস্ কায়সেরিয়াতে উত্তীর্ণ হইয়া তিন দিবস পরে জেরুসালেমে গমন করিলেন। তথায় প্রধানযাজক ও অন্যান্য ব্যক্তিরা সমবেত হইয়া বিশিষ্টরূপ অনুরোধের সহিত ফেষ্টস্‌কে বলিতে লাগিল যে পলকে এই স্থানে আনয়ন পূর্ব্বক স্যানহিড্রিম সভাতেই তাঁহার বিচার হউক। এরূপ ভাব প্রকাশের মূলেও তাহাদের সেই অসৎ অভিসন্ধি বিদ্যমান অর্থাৎ তাহারা পলকে একবার পাইলেই হত্যা করিয়া ফেলে। কিন্তু সুবিজ্ঞ ফেষ্টস্ তাহাদিগের অন্যায়ানুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন। তিনি কিছুদিন মধ্যে কায়সেরিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পলকে বিচারার্থ আহ্বান করিলেন। অভিযোক্তারাও জেরুসালেম হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ফেষ্টস্ বিচারাসনে আসীন হইলে বিপক্ষেরা পলের নামে অনেক গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করিল, কিন্তু প্রমাণাভাবে সে সকল অপরাধ প্রতিপন্ন করিতে পারিল না। পল বলিলেন আমি কি জেরুসালেমের মন্দির, কি ব্যবস্থা, কি সম্রাট কাহারও বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করি নাই। ফেষ্টসের সহজেই প্রতীতি হইল যে, পল কোন অপরাধে অপরাধী নন্। তথাপি তিনি য়িহুদীদিগের সন্তোষোৎপাদনের নিমিত্ত পলকে বলিলেন, তুমি কি জেরুসালেমে গিয়া এই

সকল বিষয় আমার সম্মুখে বিচারিত হইতে চাও? পল বলিলেন আমি একজন রোমীয় প্রজা, আমি সম্রাটের সিংহাসন সম্মুখে বিচারার্থ দণ্ডায়মান হইয়াছি, যদি কিছু মৃত্যুযোগ্য অপরাধ করিয়া থাকি, তবে তজ্জন্য মরিতে ভয় করি না, কিন্তু আমার উপরে আরোপিত দোষ সকল যদ্যপি অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তবে ইহাদের হস্তে আমাকে সমর্পণ করিতে কাহারও অধিকার নাই, আমি এ বিষয় সম্রাটের নিকট পুনর্ব্বিচারার্থ আবেদন করিব। তখন ফেস্টস্ মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া বলিলেন তুমি সম্রাটের নিকট পুনর্ব্বিচারার্থী হইলে, তাঁহারই নিকট যাইবে। এই কথা বলিয়া ফেষ্টস্ সভা ভঙ্গ করিলেন এবং পলের অভিযোগ বিষয়ক পাণ্ডুলিপি সকল পুনর্ব্বিচারার্থ রোমের প্রধানতম বিচারালয়ে প্রেরণ করিতে অনুমতি করিলেন। এই ব্যাপারের কিছু দিন পরে রাজা দ্বিতীয় এগ্রিপা ফেষ্টসের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এগ্রিপা য়িহুদীজাতির রীতি নীতি এবং ধর্ম্মপ্রণালীর বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। সেই জন্য ফেষ্টস্ এগ্রিপার নিকট পলের সমুদায় ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। এগ্রিপা ফেষ্টসের নিকট শ্রবণ করিয়া পলকে দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পরদিন ফেষ্টস্, এগ্রিপা এবং নগরবাসী অন্যান্য লোক সম্মিলিত হইলে পল শৃঙ্খলনিবদ্ধ করে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এই সময়ে পলের অন্তরে তাঁহার ধর্ম্মাচার্য্যের সেই মহামূল্য কথার সার্থকতা জাগরূক হইয়া উঠিল। তিনি বলিয়াছেন Ye shall be brought beforekings and rulers for my name's sake অর্থাৎ তোমরা আমার নামের জন্য রাজা এবং শাসনকর্ত্তাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। পল! তুমি কোথায় যাও? এই বসুন্ধরাপৃষ্ঠে কে তোমার বিচারক আছে? কেন তুমি বারম্বার রাজাদেশে আহূত হইয়া বিচারাসনের সম্মুখে বন্দীর ন্যায় দণ্ডায়মান হইতেছ? তোমার নিকট রোমের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাট ও যা, আর নিরাশ্রয় পথের ভিখারীও তা, প্রত্যুত সম্রাট অপেক্ষা পথভিক্ষুকের মূল্য এবং

মর্য্যাদা তোমার নিকট অনেক পরিমাণে অধিক। স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যাঁহার নেতা, অখণ্ডনীয় ধর্ম্মনিয়ম দ্বারা যিনি পরিচালিত, বিশ্বাধিপতি স্বয়ং যাঁহার কার্য্যের বিচারক; রাজার রাজনীতি, সম্রাটের শাসনদণ্ড তাঁহার কি করিতে পারে?

পল এগ্রিপার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া জীবনের বৃত্তান্ত সকল উল্লেখ করিতে লাগিলেন। সভাস্থ সকলেই একচিত্তে তাঁহার জীবনের বিস্ময়কর ব্যাপার সকল শ্রবণ করিতে লাগিল। ফেষ্টস্ স্থিরতার সহিত একাগ্র মনে পলের কথা সকল শুনিতে শুনিতে একদিকে তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তা ও হৃদয়োদ্বেলকারিণী বক্তৃতা শক্তি এবং অপরদিকে জীবনের বিস্ময়-কর ঘটনা সকল,—অভিষেক সময়ে পথিমধ্যে মধ্যাহ্নাকাশ হইতে শব্দো-চ্চারণ; মৃতদিগের মধ্য হইতে উত্থান ইত্যাদি অভূতপূর্ব্ব পরমাশ্চর্য্যকর অমূলক ব্যাপার সকলের বর্ণনা দর্শন করিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন "পল! বহু বিদ্যায় তোমাকে উন্মাদ করিয়াছে"। পল বলিলেন আমি উন্মত্ত নহি; আমি এসকল সত্য ও জ্ঞানের কথাই বলিতেছি। যাহা হউক পলের বিষয়ে একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির এই সকল ঘটনার কথা শুনিয়া এরূপ ভাব প্রকাশ করা কিছু অসঙ্গত নয়। পলের বক্তব্য বিষয় সমাপ্ত হইলে এগ্রিপা ফেষ্টসের সহিত পরামর্শ করিয়া বলিলেন "এ ব্যক্তি পুনর্ব্বিচারার্থী না হইলে মুক্তি লাভ করিতে পারিত"। তৎপরে তাঁহারা পলকে বিদায় দিয়া ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। নিরপরাধী পল কারাগার মধ্যে তদবস্থায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে তাঁহার রোমযাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল, রাজপ্রতিনিধি ফেষ্টস্, জুলিয়স্ নামক একজন সেনাপতির হস্তে পলকে সমর্পণ করিয়া রোমে পাঠাইয়া দিলেন। মহাত্মা পলকে কায়সেরিয়ার বন্দীশালা হইতে বহিষ্কৃত করা হইল, তাঁহার হস্তদ্বয় কঠিন লৌহশৃঙ্খলে নিবদ্ধ, চতুর্দ্দিক প্রহরীবর্গে পরিবেষ্টিত। তাঁহারা সকলে পোতে আরোহণ করিলে পর, অর্ণবপোত সাগরবক্ষে ভাসমান হইল। তাঁহাদিগের পোত স্থানে স্থানে

অবস্থান পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল। এমন সময়ে দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ প্রতিকূল প্রচণ্ড বাত্যা উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের পোতকে যথেচ্ছামত বিপথে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। আরোহীগণ বায়ুর প্রতিকূল পথে গমন করা অসাধ্য বিবেচনা করিয়া সেই সঙ্কটময় সমুদ্র বক্ষে ভাসমান হইতে লাগিলেন। ঝটিকার প্রচণ্ড আঘাতে পোতস্থিত আরোহীবর্গ অশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে সাগরের সুদূরতরগর্ভে নীয়মান হইয়া তাঁহারা চারিদিকে অসীম জলরাশি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা কত দিন সূর্য্য চন্দ্রের আলোক হইতে বঞ্চিত হইয়া সেই তমসাচ্ছন্ন বারিধিবক্ষে ঝটিকা-সন্তাড়িত উদ্বেলায়মান তরঙ্গপুঞ্জের ঘাত প্রতিঘাতে উৎপীড়িত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া অবস্থান করিলেন। আরোহীগণের প্রাণ আতঙ্কভরে অবনত হইয়াছে, হৃদয় থর থর কম্পান্বিত হইতেছে, এবং নিজ নিজ জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া তাহারা আর্ত্তনাদ পুরঃসর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আর ঐ দেখ, একজন শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দী, যাঁহার প্রাণে বিভীষিকার রেখা মাত্রও উদিত হয় নাই, যাঁহার হৃদয় এই সকল ঘোর বিপদবিপ্লবেও কেশপরিমাণ বিচলিত হয় নাই। বিশ্বাসী পল এই সুদুস্তর অর্ণববক্ষে বিপদার্ণবে নিমগ্ন হইয়াও সেই সত্যপুরুষের প্রসন্ন দক্ষিণ মুখ সন্দর্শন পূর্ব্বক প্রাণে আশা ও শান্তি লাভ করিতেছেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই অপ্রতিবিধেয় বিপদরাশির মধ্যে বিপদের বন্ধু তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না। ভগবৎ-প্রেমিক পলের অন্তরে রাজর্ষি দায়ুদের কথা* স্মরণ হইল; তিনি তখন বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন; "হে প্রভো! যদিও আমি সঙ্কটময় সমুদ্রের সুদূরে গর্ভে পতিত হই, তথাচ তোমার হস্ত সেখানে আমার পথ প্রদর্শন করিবে, তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে সেই নিদারুণ বিপদ

* If I take the wings of the morning, and dwell in the uttermost part of the sea; even there shall Thy hand lead me, and Thy right hand shall hold me. Psalm.

রাশির মধ্য হইতেও উদ্ধার করিবে।" পাঠক! সে স্থান কোন্ স্থান, যেখানে দাঁড়াইলে আর পৃথিবীর কোন তরঙ্গই বিচলিত করিতে পারে না, সে ভূমি কোন্ ভূমি, যাহাকে একবার আশ্রয় করিতে পারিলে পৃথিবীর দুঃখদরিদ্রতা জরা ব্যাধি মৃত্যু কিছুতেই মনুষ্যকে ভীত করিতে পারে না; তিনিই সেই স্থান তিনিই সেই ভূমি। এই বিকারশীল পরিবর্ত্তনশীল চঞ্চল ঘটনাপুঞ্জময় সংসারের মধ্যে যিনি একবার আপনার জীবনকে সেই শাশ্বত ধ্রুব-ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন, পৃথিবীতে এমন বিপদ নাই যাহা তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে। সাধু পলের জীবন সেই ধ্রুব-ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং রোপিত হইয়াছে, কেন এই সামান্য সমুদ্রসঙ্কটে তিনি আকুলিত হইবেন? তিনি সেই বিগতবিপদ অভয়দাতা ঈশ্বরের হস্তে জীবন মন সমর্পণ করিয়াছেন, সুতরাং চতুর্দ্দিক বিপদাকীর্ণ দেখিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত মনে পোতমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অবশেষে পোতকে নিমগ্নপ্রায় দেখিয়া আরোহীরা পোতস্থিত দ্রব্য সকল সমুদ্র মধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। একে এই ঝটিকাক্লেশ তাহার উপর অনাহারজনিত ক্ষুৎপিপাসার অসহ্য ক্লেশ উপস্থিত হইয়া পোতারোহীদিগকে নিদারুণ যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে তাঁহারা ভাসিতে ভাসিতে মাণ্টা দ্বীপে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। পল এই দ্বীপ মধ্যে তিন মাস কাল অবস্থিতি করেন, তৎপরে তথা হইতে সমুদ্রপথে যাত্রা করিয়া রোমাভিমুখে গমন করিলেন। রোমে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই তথাকার সমাজস্থ বন্ধুরা সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, পল রোমে আগমন করিতেছেন। সেই নিমিত্ত তথাকার খৃষ্টীয়সমাজের কতিপয় উৎসাহশীল বন্ধু এই মহাপুরুষের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমনের জন্য নগরের বাহিরে বহুদূরে উপস্থিত হইয়াছিল। পল তাহাদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া রোমে পদার্পণ করিলেন। রোম নগরী তৎকালে সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্য্যে ভূমণ্ডলের শীর্ষসোপানে আরোহণ

করিয়াছিল, এই সুবিস্তীর্ণ নগরবক্ষে নানাশ্রেণীর অগণ্য লোকপুঞ্জ অবস্থিতি পূর্ব্বক বিবিধবিষয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত ছিল। নগর পথের উভয় পার্শ্ব বিবিধ প্রকার সুচিক্কণ নয়নরঞ্জন প্রাসামালা সজ্জিত থাকিয়া নাগরিক জনের শ্রী ও ঐশ্বর্য্য ঘোষণা করিতেছিল। সম্রাটপ্রাসাদ আবার শত গুণে বিচিত্র শোভাময় এবং চিত্তচমৎকারক ছিল; সেই পরম শোভাকর সমুন্নত প্রাসাদ মধ্যে একজন পাশবস্বভাব অর্ব্বাচীন ব্যক্তি অবস্থিতি করিয়া সম্রাটরূপ মহোচ্চ পদবীর গৌরব এবং মহিমাকে খর্ব্ব করিতেছিলেন। দুর্বৃত্ত সম্রাট নিরোর রাজত্বের সপ্তম বৎসরে খৃষ্টের ৬১ শকে পল রোমে প্রবেশ করিলেন। নাগরিকেরা দেখিতে পাইল যে রাজপথের মধ্য দিয়া এক জন প্রশান্তমূর্ত্তি গম্ভীরবদন স্থবির পুরুষ গমন করিতেছেন, তাঁহার হস্তদ্বয় লৌহশৃঙ্খলে নিবদ্ধ, উভয়পার্শ্বে সৈন্যগণ প্রহরীস্বরূপে বিদ্যমান; এবং পশ্চাতে শত শত লোক ধীরভাবে তাঁহার অনুগমন করিতেছে। সকলেই দর্শনমাত্রে তাঁহাকে অসামান্য ব্যক্তি বলিয়া স্থির করিল। সেনাপতি জুলিয়স্ পলকে সম্রাট সৈন্যের হস্তে সমর্পিত করিলেন। পল রোমনগরের কারাগারে প্রহরীবর্গে বেষ্টিত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পলের আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া বহুসংখ্যক য়িহুদী এবং খৃষ্টানেরা তাঁহাকে প্রতিদিন দেখিতে আসিতে লাগিল। তাঁহার নিকটে অহরহ জনস্রোতের সমাগম দেখিয়া সেনাধ্যক্ষ তাঁহাকে স্বতন্ত্র গৃহে অবস্থান করিতে আদেশ করিলেন। সেই নিমিত্ত পল আপনার বাসের নিমিত্ত ভাড়া দিয়া একটী গৃহ স্থির করিলেন। সেই গৃহে তিনি অবস্থান করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হস্তযুগল পূর্ব্বের ন্যায় লৌহনিগড়ে আবদ্ধ রহিল এবং সেনারা প্রহরীরূপে নিরন্তর তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল, তিনি য়িহুদীদিগের নিকটে আপনার বন্দীদশা সংক্রান্ত বিষয় সকল বর্ণনা করিতে লাগিলেন। একদিন নিরূপিত হইল, সেই দিনে শত শত শ্রোতা আসিয়া তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণকে পূর্ণ করিল, তিনি অপার

উৎসাহের সহিত বহুবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ এবং যুক্তির দ্বারা অতিবিশদ-রূপে প্রতিপন্ন করিলেন যে, খৃষ্টই সত্য পরিত্রাতা। পল এই দিবস প্রভাতকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত কাল বিচারযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, শ্রোতাগণ তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, সুনির্ম্মল বিচার শক্তি এবং অগ্নিময় বাগ্মিতা দর্শন করিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রহিল। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অনেকে পলের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিল। সামান্য সীমাবদ্ধ মানবীয় শক্তির কি এতই তেজ! যে কিছুতেই তাহা নির্ব্বাপিত হয় না। কারাবদ্ধ বন্দীর প্রাণে উৎসাহ কোথায়? সেত আপনার বিষাদে আপনিই বিষণ্ণ। দুঃখ বিষাদের লেশমাত্রও পলের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে নাই, বিপদের প্রচণ্ড ঝটিকাতেও তাঁহার হৃদয়গত তেজ নির্ব্বাপিত হইতেছে না। তাঁহার জীবনে পঞ্চাশৎ বৎসরের অধিককাল অতিবাহিত হইয়াছে, তিনি বার্দ্ধক্যের জীর্ণতার মধ্যে পদার্পণ করিয়াছেন, তাহার উপরে কত দুঃখ বিপদ যন্ত্রণা। ইহা কি সামান্য অমানুষিকতার পরিচয়? সুবিজ্ঞ পাঠক মহাশয়! দেখুন দেখি; পলের হস্তযুগল লৌহনিগড়ে আবদ্ধ, চতুঃপার্শ্ব প্রহরীগণে পরিবেষ্টিত। তথাচ পল! তুমি বীরের ন্যায় অকুতোভয়ে আপনার মত প্রচারে প্রবৃত্ত। কি তেজ সেই তেজ, যাহা বার্দ্ধক্যের জরতাতেও ম্লান হয় না, বিপদের পর বিপদেও অবসিত হয় না। কারাযন্ত্রণা পরাস্ত হইল, প্রহরীদিগের তর্জ্জন গর্জ্জন এবং কশাঘাত পরাভব স্বীকার করিল, সকল প্রকার বিপদ হারিয়া গেল, পল! তথাচ তোমার হৃদয়াগ্নি নির্ব্বাপিত হইল না।

পলের সরল সাধুব্যবহারে ধর্ম্মভাবপূর্ণ জীবনের মনোহর সৌগন্ধে এবং প্রাণপ্রদ সুমধুর উপদেশ বচনে অধিক কি সেই অভদ্রস্বভাব প্রহরীরাও বিমোহিত হইয়া গেল। পল দুই বৎসর কাল এই গৃহে বন্দীর ন্যায় অবস্থান করিলেন। তাঁহার গৃহদ্বার সকলের নিমিত্তই উন্মুক্ত থাকিত, যে কোন ব্যক্তি কোন বিষয় জিজ্ঞাসু হইয়া আসিলে তিনি

তাহার সেই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিতেন। এই সময়ে তাঁহার নিকটে নানা দূরদেশ হইতে বন্ধুরা সাক্ষাৎ করিতে আসিত; তিনি সমাগত বন্ধুদিগের সহিত অনেক সময় কথোপকথনাদি করিতেন। পল এই বন্দীদশায় অবস্থান সময় এফিসাস ফিলিপ্পি প্রভৃতি নগরস্থিত সমাজ সকলে পত্র প্রেরণ দ্বারা তথাকার বন্ধুদিগকে উপদেশ প্রদান এবং তাহাদিগের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। এইরূপে রোম নগরের এই গৃহে বন্দীদশায় তাঁহার দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। অবশেষে সম্রাট নিরো তাঁহাকে বিচারার্থ আহ্বান করিলেন। তাঁহার অভিযোগকারী বিপক্ষেরা ইতিপূর্ব্বেই রোমে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা প্রচুর অর্থ দ্বারা প্রতিষ্ঠাবান্ সুবক্তা ব্যবস্থাব্যবসায়ীদিগকে আপনাদিগের পক্ষসমর্থনের নিমিত্ত আনয়ন করিল। নিরো দ্বাদশ জন বিচারকে পরিবেষ্টিত হইয়া সুশোভন মার্ব্বেল প্রস্তরবিনির্ম্মিত স্বর্ণময় সমুজ্জল বসনাচ্ছাদিত আসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহার চঞ্চল লোচন হইতে লাম্পট্যের রেখা সকল বহির্গত হইতেছে, মুখমণ্ডলে অন্তরের অসাধু ভাব এবং দুষ্প্রবৃত্তি সকলের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে। এরূপ এক জন জঘন্যচরিত্র নরাধম পুরুষের সম্মুখে পল বিচারার্থ আনীত হইলেন। বিচারমণ্ডপের চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধতায় পরিপূর্ণ। পল তন্মধ্যে অবিচলিত প্রশান্তভাবে দণ্ডায়মান। কিছুক্ষণ পরে পল ধীরভাবে আপনার বক্তব্য বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন। সম্রাট এবং সভাস্থ অপরাপর ব্যক্তিগণ গ্রীক ভাষায় তাঁহার অসাধারণ বক্তৃতাশক্তি দেখিয়া বিস্ময়ে বিমোহিত হইয়া গেল। তিনি ক্রমান্বয়ে আপনার প্রতি আরোপিত দোষ সকলকে অমূলক এবং অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। চারিদিকেই পলের প্রতিকূলতা বিদ্যমান ছিল। সম্রাটসভায় শত্রুদিগের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি এবং ক্ষমতা ছিল, বিচারকগণের মধ্যেও অধিকাংশ পলের প্রতিপক্ষে, স্বয়ং সম্রাটত একজন নিষ্ঠুরপ্রকৃতি অর্ব্বাচীন ব্যক্তি;

এরূপ স্থলে পলের প্রতি কঠোরদণ্ডের আদেশ হওয়াই সম্ভব। কিন্তু তাহা না হইয়া প্রতিকূল বায়ু অনুকূলে প্রবাহিত হইল, পল এ যাত্রা অব্যাহতি প্রাপ্ত হইলেন। শত্রুকুল বিষণ্ণমুখে জেরুসালেমে প্রত্যাগমন করিল। পলের চরিতাখ্যায়কদিগের মধ্যে অনেকে বলেন যে রোমে প্রথম কারাবাসের পরই পলের মৃত্যুর হয়। কিন্তু এ কথা নিতান্ত অমূলক।

———o———

দ্বাদশ অধ্যায়।

চতুর্থবার প্রচারযাত্রা।

Lord! I am weary in Thy work. Let me go and speak for Thee once more, seal Thy truth, and then die.

আমাদিগের প্রস্তাবিত মহাত্মার আয়ুসূর্য্য এখন অস্তাচলপথে ধাবিত হইয়াছে, শরীর ক্রমে বার্দ্ধক্যভারে শিথিল ও অপটু হইয়া আসিয়াছে, বয়ঃক্রম প্রায় ষষ্টিতমবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে; কিন্তু অন্তরে উদ্যম ও উৎসাহের অনির্ব্বাপিত অগ্নি যৌবনের ন্যায় প্রখরভাবে জ্বলিতেছে। শরীর জরাভারে জীর্ণ, কিন্তু জরামরণাতীত আত্মা সেই জীবন্ত শক্তির সংস্পর্শে নিত্য জীবিত, নিত্য তেজীয়ান্। তিনি রোমের কারাগার হইতে বিমুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার প্রচারযাত্রায় বহির্গত হইতে মনস্থ করিলেন। তিনি রোম হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমে কোন্ স্থানে গমন করেন, এ সম্বন্ধে চরিতাখ্যায়কেরা বিভিন্ন মত প্রদান করিয়াছেন। যাহাহউক আমরা এ সম্বন্ধে যতদূর সত্যতা নির্দ্ধারণ করিতে পারিয়াছি, তাহাতে এই বোধ হয় যে, তিনি প্রথমে স্পেন দেশে গমন করেন। স্পেনে গমন করিবার সংকল্প তাঁহার অন্তরে বহুদিন হইতে ছিল। তিনি রোমীয়দিগের প্রতি লিখিত পত্রে এই সংকল্পের আভাসমাত্র প্রকাশ করিয়াছেন। পলের সমসাময়িক এবং সহকর্ম্মী স্বরূপ ক্লিমেন্স বলিয়াছেন যে "তিনি রোম হইতে বহির্গত হইয়া ইয়ো-

রোপের পশ্চিমসীমান্ত রাজ্য সকলে গমন করেন"; ক্লিমেন্স যখন এইরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং তাঁহার অন্তঃকরণে যখন এই সাধুসংকল্প বহুদিন হইতে জাগ্রত হইয়াছিল; তখন সহজেই অনুমিত হয় যে তিনি স্পেন দেশেই গমন করিয়াছিলেন। স্পেন দেশে মহর্ষি ঈশার নাম পরিঘোষিত হইল, খৃষ্টধর্ম্মের মুক্তিপ্রদ সত্য সকল লোকের কর্ণে প্রচারিত হইল, অনেকে তাঁহার মতানুসরণ পূর্ব্বক এই নবধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিল। অনেকে বলেন তদনন্তর পল স্পেন হইতে ফ্রান্সে গমন করেন এবং তথা হইতে খৃষ্টধর্ম্মের বর্ত্তমান রাজধানীস্বরূপ গ্রেট-বৃটন দ্বীপে উত্তীর্ণ হয়েন। পলের ফ্রান্স ও গ্রেটবৃটন দ্বীপে গমন বিষয়ে কতদূর সত্যতা আছে, তাহা আমরা জানি না, তবে কিছু অসম্ভবও নয়। অতঃপর তিনি পশ্চিম রাজ্য সকল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে আগমন করিয়া এফিসাসে উপস্থিত হইলেন। এফিসাসে উপস্থিত হইয়া তথাকার সমাজমধ্যে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা দেখিয়া দুঃখিত হইলেন এবং সেই সকলের প্রতিবিধান নিমিত্ত আপনার প্রিয়শিষ্য টিমথিকে তত্রত্য সমাজের অধিনায়কপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন টিমথি এফিসাসে অবস্থান করিতে লাগিল, পল মেসিডোনিয়া প্রদেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মেসিডোনিয়া প্রদেশের সমাজ সকল পরিদর্শন করিতে লাগিলেন, তথাকার বন্ধুরা তাঁহাকে পাইয়া মহা আনন্দকোলাহল প্রকাশ করিতে লাগিল। মেসিডোনিয়া প্রদেশে অবস্থানকালীন তিনি টিমথিকে একখানি পত্র লিখেন, এইখানি টিমথির প্রতি পলের প্রথম পত্র। কিছুদিন পরে তিনি করিন্থে আগমন করিলেন। করিন্থীয় সমাজে মতবিসম্বাদ ও দলাদলির ভাব অনেক পরিমাণে অপসারিত হইয়াছে, তাহারা পবিত্রতা ও বিশ্বাসে অধিকতর অগ্রসর হইয়াছে; এই সকল উল্লাসকর লক্ষণ দর্শন করিয়া পল মনে মনে বিধাতাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। এই স্থান হইতে তিনি প্রেমাস্পদ সহচর টিটসের সহিত সম্মিলিত হইয়া

ক্রিট দ্বীপে যাত্রা করিলেন। ক্রিট ভূমধ্যসাগরের গর্ভস্থিত একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ, ইতিপূর্ব্বে এই স্থানে খৃষ্টীয়সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পেণ্টিকষ্ট মহোৎসবের সময় ক্রিট দ্বীপের লোক তথায় উপস্থিত ছিল এবং তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ পিটরের নিকট অভিষিক্ত হইয়াছিল, সেই নিমিত্ত বোধ হয় এই সকল লোকেরাই স্বদেশ মধ্যে আসিয়া নবাবলম্বিত মতের বিস্তারের জন্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। পলের আগমনে ক্রিটবাসী শিষ্যদিগের হৃদয়ে বল ও আশার সঞ্চার হইল। পল তাহাদিগের মধ্যে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া তাঁহাদিগকে বিশ্বাসে দৃঢ়িষ্ঠ করিলেন, তাহাদিগের মধ্যে যে সকল সামাজিক বিশৃঙ্খলা ছিল, তাহা প্রতিবিধান করিতে লাগিলেন। এবং টিটস্‌কে তথায় বিশপপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনি তথা হইতে চলিয়া আসিলেন। পলের জীবনে এক দিকে যেমন দেখিতে পাই যে, তিনি অগ্নিময় উৎসাহ ও প্রবল উদ্যমে পরিচালিত হইয়া পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশে খৃষ্টধর্ম্মের সমাজ সকল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, অপর দিকে সেইরূপ দেখিতে পাই তিনি সেই সকল প্রতিষ্ঠিত সমাজকে বিশ্বাস ও ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ করিয়া তাহাদিগের উন্নতি বিধান করিয়াছেন। ক্রিট হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পল গ্রীসের পশ্চিম সীমাবস্থ এপিরাস্ প্রদেশীয় নিকোপোলিস নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এস্থানে তিনি ইতিপূর্ব্বে কখন আগমন করেন নাই। পলের চতুর্থবার প্রচার যাত্রার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে তিনি এইবার অনেক নূতন স্থানে গমন করেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে জীবনের অন্তিমাবস্থা সন্নিকটে; সেই জন্য যথাশক্তি প্রভুর কার্য্যে এই শেষবার প্রাণ মন সমর্পণ করত কত অভিনব দেশবাসী লোকের কর্ণে এই স্বর্গাগত সুসংবাদ সকল ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছেন। দিবাকর যেমন অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইয়াও পৃথিবীর উপরে আলোক বিকীর্ণ করিতে করিতে প্রস্থান করে, পলের জীবনসূর্য্যও সেইরূপ সন্ধ্যা

সমাগতপ্রায় দেখিয়া ভূমণ্ডলের নানা স্থান মধ্যে পরিত্রাণালোক বিতরণ পূর্ব্বক অস্তাচল পথে ধাবিত হইয়াছে। ষষ্টিতমবর্ষের বৃদ্ধ, সে কোথায় বিশ্রামশয্যায় শয়ন করিয়া জীবনের শেষভাগ আয়াসে যাপন করিবে; না, শীত বাতের দুরন্ত ক্লেশ সহ্য করত নিরাশ্রয় নিঃসম্বল অবস্থায় ভিখারীর ন্যায় দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! বিধাতার চরণে যে আপনার সমস্ত জীবন সমর্পণ করিয়াছে, তাহার নিকটে বার্দ্ধক্যও নাই যৌবনও নাই, সে চিরজীবন অবিশ্রান্তভাবে পরমপ্রভুর দাসত্বে ক্ষেপণ করে।

নিকোপোলিস নগরে পল শীতকাল যাপন করিলেন, এই স্থান হইতে তিনি টিটস্‌কে ক্রিট দ্বীপে একখানি পত্র প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি বেরেয়া, ফিলিপ্পি, থেসেলোনিকা প্রভৃতি নগর সকল পরিভ্রমণ ও সমাজ সকল পরিদর্শন পূর্ব্বক তথাকার বন্ধুদিগের সহিত প্রেমালাপ এবং ভগবানের কৃপার উপর একান্তে নির্ভর করিয়া বিশ্বাসপথে অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান থাকিবার জন্য তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করত ত্রোয়াস নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে সকল সমাজকে তিনি অশেষ বিঘ্নবাধার কণ্টকাবলী মধ্যে রোপণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের নিকট এই শেষ বিদায়। এই সকল স্বরোপিত তরুর বর্দ্ধন ও সৌন্দর্য্য সাধনের নিমিত্ত পল! তুমি কতই না প্রয়াস পাইয়াছ? কতই না প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করিয়াছ এবং তজ্জন্য নির্জ্জনে বিধাতার নিকট বাষ্পাকুল নয়নে কতই না প্রার্থনা করিয়াছ? ত্রোয়াস নগরে পল কার্পাস নামক জনৈক শিষ্যের গৃহে অবস্থান করিতে লগিলেন। এই সময়ে সম্রাট নিরো রোম নগরে খৃষ্টশিষ্যদিগের প্রতিকূলে অতি ভয়াবহ হৃৎকম্পকর নির্য্যাতন আরম্ভ করেন। সম্রাটকে এইরূপ নৃশংস অত্যাচারে প্রবৃত্ত দেখিয়া সাম্রাজ্যের প্রায় সর্ব্বত্রেই খৃষ্টিয়ানদিগকে পর্য্যুদস্ত করিবার নিমিত্ত প্রবল অত্যাচার-স্রোত প্রবাহিত হয়। খ্রীষ্টীয়সম্প্রদায়ের প্রতি নির্য্যাতনের সঙ্গে সঙ্গে তৎসম্প্রদায়ের বর্ত্তমান সর্ব্বোপরি

অধিনায়কস্বরূপ পলের প্রতি অত্যাচারকারীদিগের দৃষ্টি স্বাভাবিক পতিত হইয়াছিল; সুতরাং বোধ হয় বিপক্ষেরা পলকে আক্রমণ করিবার নিমিত্তও সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল। অনেকে বলেন যে, শত্রুরা পলকে নিকোপোলিস নগরেই আক্রমণ করে; কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। ট্রোয়াস নগরে কার্পাসের গৃহে অবস্থানকালীন পল শত্রুকরে আক্রমিত হয়েন। অকস্মাৎ শত্রুহস্তে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহাকে কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় বস্তু পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে হইয়াছিল। তিনি কার্পাসের গৃহে কতকগুলি পুস্তক, পাণ্ডুলিপি এবং একখানি অঙ্গাচ্ছাদন (জোব্বা) ফেলিয়া যান। টিমথির প্রতি লিখিত দ্বিতীয় পত্রে তিনি তাহাকে ঐ সকল বস্তু সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন। এতদ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতীতি হইতেছে যে, তিনি ট্রোয়াস নগরেই শত্রুহস্তে আক্রান্ত হয়েন। পলের হস্তপদ পুনরায় লৌহের সুদৃঢ় নিগড়ে নিবদ্ধ হইল; তাঁহার চারিদিক শত্রুকুলে পরিবেষ্টিত হইল। বিপক্ষেরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বিচারের নিমিত্ত এফিসাস নগরে পাঠাইয়া দিল। এফিসাসের পুরাতন শত্রুরা পলকে তাদৃশ বন্দীদশাপন্ন দেখিয়া নিরতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। পল রোমের প্রধানতম বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হইয়া গমন করিলেন। প্রিয়শিষ্য টিমথি তাঁহার সমভিব্যাহারে যাত্রা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল কিন্তু কোন কারণ বশতঃ তাহার যাওয়া হয় নাই। লিউক প্রভৃতি অন্যান্য সহচরের তাঁহার সমভিব্যাহারে পোতারোহণে রোমে যাত্রা করিলেন। পল! তুমি রোমে গমন কর, আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতেছি মৃত্যু তোমার অতি সন্নিকটে। অদম্য-উৎসাহ ও উত্তেজনাময় অবিশ্রান্ত কার্য্যশীল জীবননাটকের এই শেষ যবনিকার পতন হইল। তুমি ইহলোকে আর যে কয়েক দিন বিদ্যমান থাকিবে; আমরা দেখিতেছি তাহা ঘোরযন্ত্রণাময় অতি শোচনীয়। পল! বিধাতার সত্যরাজ্য বিস্তারে তোমার ন্যায় এমন অপরাজিত উৎসাহ, এমন সাহসিকতা,

এমন সহিষ্ণুতা, এমন আত্মসংযম এবং এমন বৈরাগ্য কে কোথায় দেখাইতে পারিয়াছে? তাহা অবর্ণনীয় এবং ইতিহাসে অতুলনীয়। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত তুমি কিনা কষ্ট সহ্য করিয়াছ? তুমি স্বয়ং নিজমুখে বলিয়াছ যে "য়িহুদিদিগের নিকট হইতে আমি পাঁচবার একোনচত্বারিংশৎ বেত্রাঘাত সহ্য করিয়াছি; বারত্রয় যষ্টির প্রহার এবং একবার প্রস্তরাঘাত ভোগ করিয়াছি; তিনবার পোতভঙ্গনিবন্ধন অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াছি, একদিন সমস্ত দিবারজনী সঙ্কটময় সমুদ্রবক্ষে ভাসিয়া বেড়াইয়াছি, স্থলপথে এবং জলপথে কত দুঃখ বিপদ সহ্য করিয়াছি, স্বজাতি ও বিজাতিদিগের নিকট হইতে আমি কত নির্য্যাতন ও তাড়না সহ্য করিয়াছি; নগরে,ভীষণ অরণ্যে,সাগরগর্ভে, বহু জাগরণে ক্ষুৎপিপাসায়, বিস্তর উপবাসে, দুরন্ত শীতে বস্ত্রাভাবে কত অচিন্তনীয় দুঃখরাশি সহ্য করিয়াছি, এতদ্ভিন্ন এ সকলের উপরে প্রতিদিনই সমাজ সম্বন্ধীয় দুর্ব্বহ চিন্তায় আমার শরীর মন অবসন্ন হইয়াছে।" * আশ্চর্য্য তোমার দৃঢ়তা! অসামান্য তোমার সত্যে নির্ভর! এই পুঞ্জীকৃত বিপদরাশির কিছুতেই তোমাকে একপদ বিচলিত করিতে পারে নাই। পল! তুমি কি সংসারশয্যায় শয়ন করিয়া পরমসুখে নিদ্রা যাইতে পারিতে না? তুমি কি সাংসারিক পদমর্য্যাদার উচ্চতর পদবীতে আরোহণ করিয়া স্বজাতির নিকটে এক জন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি

---

* Of the Jews five times received I forty stripes save one. Thrice I was beaten with rods, once was I stoned, thrice I suffered shipwreck, a night and a day I have been in the deep. In journeyings often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils by mine own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren. In weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness. Beside those things that are without, that which cometh upon me daily, the care of all the churches.
2 Cor. Ch. XI.

বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতে না? তবে কেন তুমি এই অশেষ বিপদ রাশির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া নিদারুণ যন্ত্রণাপুঞ্জ সহ্য করিলে? তুমি বিধাতার আহ্বানধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাঁহার ইচ্ছাতে আপনার ইচ্ছা মিশাইয়া দিয়াছ, তাই তাঁহার নামে এত দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছ। যে আপনার ইচ্ছাকে সেই পরমপুরুষের ইচ্ছার সহিত মিশাইয়া দেয়; যে আপনার ক্ষুদ্রত্ব—আমিত্ব বিনষ্ট করিয়া অনন্তত্বের সহিত একীভূত হইয়া যায়, সেই তোমার ন্যায় মনুষ্যদুর্লভ মহত্ত্বমঞ্চে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়। ইহারই নাম ধর্ম্মে আত্মবিসর্জ্জন।

পল কিছুদিন পরে রোম নগরে উত্তীর্ণ হইলেন, কিন্তু প্রথমবারের ন্যায় এবারে কেহ তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন করিতে আসিল না। প্রত্যুদ্গমন করা দূরে থাক, তাঁহার সহিত কেহ সাক্ষাৎকার করিতেও সাহসী হইল না। পল রাজপথ মধ্যে গমন করিতে করিতে দেখিলেন যে, রোমের আর সে সৌন্দর্য্য নাই, অধিকাংশ গৃহ অগ্নিদাহে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেই সকল স্থানে পুনরায় নূতন প্রাসাদ সকল নির্ম্মিত হইতেছে। পল রোমের এইরূপ অবস্থা নিরীক্ষণ করিতে করিতে কারাগারে উপস্থিত হইলেন। রক্ষকেরা সম্রাটের সেনাগণের হস্তে পলকে বন্দীদশায় সমর্পণ করিল। প্রথমবারে যদিও তিনি কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে অনেক পরিমাণে স্বাধীনতা প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু এবারে তিনি কঠোররূপে ব্যবহৃত হইতে লাগিলেন, অপর লোকের কথা দূরে থাক, বন্ধু বান্ধবেরা সচরাচর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্তও করিতে পাইত না। তিনি একাকী সেই ভীষণ তমসাচ্ছন্ন নিভৃত কারাকক্ষে অবরুদ্ধ হইয়া দিবানিশি অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

নিরোর অত্যাচার।

খৃষ্টীয় শকের চৌষট্টি বৎসরের জুলাই মাসে উনবিংশ দিবসে রাত্রিকালে রোম নগরে এক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়। এই অগ্নিকাণ্ড সপ্তাহকাল অবস্থিতি করে এবং তাহাতে বহুসংখ্যক প্রাসাদ-মালা একেবারে ভস্মীভূত হইয়া যায়। তন্নিবন্ধন রোম নগরীর মনোরম দৃশ্য এবং শোভা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া যায়। পাঠক! বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই নিমিত্তই পল দ্বিতীয়বার বন্দীদশায় রোমে প্রবেশকালীন ইহার শ্রীহীনতা দর্শন করিয়াছিলেন। অকস্মাৎ কেন এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল? কেই বা এই সর্ব্বনাশ কর অনর্থের সূচনা করিয়াছিল? পুরাবিদ্ পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে বলেন যে এই অগ্নিকাণ্ডের মূল স্বয়ং নিরো। প্রবল অগ্নিদাহে দগ্ধ হইয়া লোক সকল কিরূপ ব্যস্তসমস্ত সহকারে কোলাহল ও আর্ত্তনাদ প্রকাশ করিতে থাকে, বোধ হয় এই বর্ব্বরোচিত-কৌতূহলবৃত্তির পরিতৃপ্তির নিমিত্ত তিনি এই অমানুষিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বাস্তবিকও তাহাই হইয়াছিল। নিস্তব্ধ রজনীকালে বহুদূরব্যাপ্ত প্রজ্জ্বলিত বহ্নির দিগ্দাহকর জ্বলন্ত শিখা সকল নিমেষমধ্যে গৃহসকলকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিতে লাগিল; শয্যাসুষুপ্ত নরনারী সকল উত্থিত হইয়া সহসা এই অসম্ভাবিত হৃৎকম্পকর ব্যাপার দর্শনে বক্ষস্তাড়ন পুরঃসর প্রগাঢ় দুঃখের সহিত বিলাপ ও আর্ত্তধ্বনি করিয়া উঠিল, নিস্তব্ধতা পূর্ণ নৈশ-আকাশ কম্পিত হইতে লাগিল এবং কলরবশূন্য রোম নগর মধ্যে এক ঘোর বিষাদ-কোলাহল উপস্থিত হইল। নাগরিকদিগকে এতাদৃশ বিপদাপন্ন দেখিয়া সেই অর্ব্বাচীন নরাধম পুরুষ একাকী এক নিরাপদ নির্জ্জন স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক আনন্দের সহিত বেহালা বাজাইয়াছিলেন। মানবাধারে এরূপ অমনুষ্যত্বের দৃষ্টান্ত কুত্রাপি আর দেখিতে পাওয়া যায় না। নিরোর ন্যায় অর্ব্বাচীনের পক্ষে

এরূপ ব্যাপারের সূচনা কিছু অসম্ভব নহে। ইনি একজন অতি জঘন্য চরিত্র ইন্দ্রিয়াসক্ত পুরুষ ছিলেন। সম্রাট-পদবীতে আরোহণ করিয়া আপন পিতা মাতাকে বধ করেন, কেবল পিতা মাতা নয়; আপনার শিক্ষাদাতা গুরু মহাপণ্ডিত সিনেকাকেও মারিয়া ফেলেন। অধিক কি পৃথিবীতে যত প্রকার পাপ এবং দুষ্কৃতি আছে নিরো তৎসমুদায়ের একটি অবিকল প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ। যাহাহউক রোমে নবপ্রতিষ্ঠিত খৃষ্টসমাজের প্রতি নিরোর প্রথম হইতেই কোপদৃষ্টি ছিল। ইহার প্রধান কারণ খৃষ্টশিষ্যেরা মানবচরিত্রের পবিত্রতা ও সাধুতাকে যথেষ্ঠ সম্মান করিয়া চলিত। নিরো নিজে একজন ঘোর কলুষিতচরিত্র লম্পট, সুতরাং পাপ ও অপবিত্রতার বিরোধী খৃষ্টীয়সমাজের প্রতি তাঁহার ক্রোধোদয় হওয়া স্বাভাবিক। অপরদিকে নগরবাসী য়িহুদি এবং অন্যান্য লোকেরাও খৃষ্টশিষ্যদিগের প্রতি ঈর্ষ্যা ও ঘৃণাকলুষিত চক্ষে দৃষ্টি করিত। রোমে নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজ দিন দিন উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতেছিল, দিনে দিনে অধিকতর লোক এই নবধর্ম্মে বিশ্বাসী হইয়া ইহাদিগের সম্প্রদায়কে পরিপুষ্ট করিতেছিল, বোধ হয় এই সকল কারণেই নাগরিকেরা খৃষ্টশিষ্যদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট ও কুপিত হইয়াছিল; এমন কি তাহারা ইহাদিগকে বিপদাপন্ন করিয়া নিপীড়িত করিবার নিমিত্ত সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল। এই বারে তাহারা সুযোগ পাইয়া এই মহাপরাধের ভার তাহাদের স্কন্ধে স্থাপন করিয়া নগরময় ঘোষণা করিয়া দিল যে খৃষ্টসম্প্রদায়েরাই এই অগ্নিকাণ্ডের মূল। তখন নগরস্থ যাবতীয় ব্যক্তির রোষাগ্নি নিরাশ্রয় শিষ্যদিগকে সংহার করিবার জন্য প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহারা জানিত যে পল এই ঘৃনিত নেজারিনি সম্প্রদায়ের একজন প্রধান নেতা, সেই জন্য বিপক্ষেরা এই মিথ্যাপবাদ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিল যে সেই ব্যক্তি এস্থানে অবস্থানকালীন খৃষ্টিয়ানদিগের মনে এই কার্য্যের সংকল্প নিহিত করিয়া দিয়া গিয়াছে। যখন এই কথা নগর মধ্যে রাষ্ট্র

হইয়া গেল যে পল এই সর্ব্বনাশকর ব্যাপারের পরামর্শদাতা, তখন নগর শুদ্ধ লোক পলের বিরুদ্ধে ঘোর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। পল নেজ্রারিনি সম্প্রদায়ের নেতা এবং এই অগ্নিকাণ্ডের পরামর্শদাতা, সুতরাং পল তাহাদিগের নিকট পরম শত্রু মধ্যে পরিগণিত হইল।

অকারণে খৃষ্টশিষ্যদিগের প্রতি এই মহাপরাধের ভার সমর্পণ করাতে তাহারা একেবারে হতবুদ্ধি ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহারা দেখিল যে, ব্যাপার বড় সামান্য নহে, নগরের প্রায় সকল লোক তাহাদিগের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান; স্বয়ং সম্রাট তাহাদিগের প্রতি খড়্গহস্ত। তাহারা আপনাদিগকে অনন্যগতি দেখিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের নিকট শরণাপন্ন হইল। এদিকে দুর্দ্দান্ত নিরো নিরাশ্রয় খৃষ্টীয়সম্প্রদায়ের প্রতি প্রবল অত্যাচার আরম্ভ করিল। এমন অবর্ণনীয় অত্যাচার ধর্ম্মরাজ্যের ইতিহাসে কেহ কখন দৃষ্টিগোচর করে নাই। মানুষে যে মানুষের প্রতি এমন অত্যাচার করিতে পারে; তাহা কেহ কখন স্বপ্নেও চিন্তা করে নাই। সেই অভাবনীয় অত্যাচারের কথা স্মরণ করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়—ভাষায় বর্ণনা করিতে গেলে রসনা কম্পিত হইয়া যায়। নিরোর প্রমোদকানন খৃষ্টশিষ্যদিগকে সংহার করিবার জন্য বধ্যভূমি রূপে স্থিরীকৃত, হইল। শিষ্যেরা দলে দলে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া বধার্থে সেই প্রমোদউদ্যান মধ্যে প্রেরিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের সংহারকার্য্য দেখিবার জন্য নিরো পার্শ্বচর অনুচর সকল সমভিব্যাহারে অশ্বারথারোহণে সেই কাননমধ্যে গমন করিতে লাগিলেন। কৌতূহলাক্রান্ত দর্শকবৃন্দের সম্মুখভাগে খৃষ্টশিষ্যেরা একে একে আনীত হইতে লাগিল। নিষ্ঠুর ঘাতকেরা হিংস্রস্বভাব কুক্কুরদিগকে তাহাদিগের প্রতি ধাবিত করিয়া দিতে লাগিল; কুক্কুরেরা চতুর্দ্দিক হইতে তাহাদিগের গাত্রে সবেগে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তীব্র দন্তাঘাতে সুকোমল দেহকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিল। হস্ত পদ উভয়ই শৃঙ্খলাবদ্ধ, সুতরাং তাহারা অব্যাহত ভাবে তাহা-

দিগের কলেবরকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল; নিদারুণ যন্ত্রণায় যখন এক একবার অধীর হইয়া পড়িতে লাগিল, তখন দর্শকগণ হাস্য সহকারে উচ্চরবে করতালি প্রদান পূর্ব্বক প্রভূত হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহাদিগের জীবনবায়ু অনন্ত আকাশ-গর্ভে মিশাইয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে নিরোর প্রমোদউদ্যান খৃষ্টশিষ্যদিগের দেহনিঃসারিত রক্তধারায় প্লাবিত হইয়া উঠিল। কাহাকেও বা ক্রুশদণ্ডে বিদ্ধ করিয়া অশেষ যন্ত্রণা প্রদান পূর্ব্বক হত্যা করিতে লাগিল। আবার কতকগুলির গাত্রে ছিদ্র করত সেই সকল ছিদ্রে জ্বলন্ত বর্ত্তিকা সকল লাগাইয়া তাহাদিগকে অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশাকালে রাজপথমধ্যে আলোক-স্তম্ভের ন্যায় সারি সারি দণ্ডায়মান রাখিত। তাহারা তদবস্থায় সেই দেহসংলগ্ন বর্ত্তিকা সকলের জ্বালায় ছট্‌ফট করিতে করিতে প্রভাতকালের পূর্ব্বেই রাজপথমধ্যে বিগত-চেতন হইয়া পড়িয়া থাকিত। নাগরিকেরা প্রভাত কালে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া পথিমধ্যে খৃষ্টশিষ্যদিগের মৃত শব দর্শন করিত। নিরো এইরূপ নৃশংসভাবে খৃষ্টীয়সম্প্রদায়ের প্রাণ হনন কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। অনেকে বলেন যে নিরোর ইহাতেও পরিতৃপ্তি হয় নাই; তিনি খৃষ্টশিষ্যদিগকে দলন করিবার নিমিত্ত সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছিলেন। এই নবোত্থিত ধর্ম্মতরুর মূলে সাংঘাতিকরূপে কুঠারাঘাত করিবার নিমিত্ত যেন সমগ্র রোমসাম্রাজ্য একেবারে গাত্রোত্থান করিয়াছিল। কিন্তু প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা ঘোরতর প্রতিবন্ধকেও প্রকৃত বিশ্বাসী সমাজের গতিকে কেহ কখন রোধ করিতে পারে না। প্রত্যুত তদ্দ্বারা তাহার বেগ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। বেগবতী নদীর সম্মুখে পর্ব্বত পড়িলে, সে যেমন সেই স্থানে ভীষণাকার ধারণ করত প্রচণ্ড তর্জ্জনগর্জ্জন করিতে করিতে সেই পর্ব্বতকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়; সেইরূপ বিশ্বাসী ধর্ম্ম সমাজের সমক্ষে বিঘ্নবাধা আসিলে, সেও সেই স্থানে অধিকতর শক্তিমান্ ও বেগবান্ হইয়া উঠে। আমরা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি যে খৃষ্টধর্ম্ম

কথনই এতদূর বিস্তৃত হইত না, কখনই এত বড় বিশাল ক্ষেত্রের উপরে বদ্ধমূল হইতে পারিত না, যদি না এই সকল প্রবল বিঘ্নবিপত্তির দ্বারা নিষ্পেষিত হইয়া আসিত। শিষ্য দল! তোমরা ধন্য, তোমাদের বিশ্বাসকে অগণ্য ধন্যবাদ, যে কিছুতেই তোমাদিগকে বিচলিত করিতে পারিতেছে না; ক্রুশদণ্ডের অপরিসীম যন্ত্রণা পরাস্ত হইল, কুক্কুরের তীব্র বিষাক্ত দংশন পরাভব স্বীকার করিল; কি যে তোমরা দুর্জ্জয় বিশ্বাস বলে বলীয়ান্, আমাদের মত সত্যে অবিশ্বাসী শিথিলবিশ্বাসী লোকে তাহা কিরূপে ধারণা করিবে? আমাদের মত লোকে যদি তোমাদের জ্বলন্ত বিশ্বাসাগ্নির কণামাত্র লাভ করিতে পারে, তবে তাহাতেও এদেশের কল্যাণ হয়। খৃষ্ট! তুমিও ধন্য, এই নিমিত্ত যে তোমার সত্য-বীজ যাহার হৃদয়ে একবার প্রকৃতরূপে বদ্ধমূল হইয়াছে, সে তাহার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনেও প্রস্তুত। রোম নগর মধ্যে যেমন একদিকে খৃষ্ট-সম্প্রদায়ের প্রতি নিদারুণ অত্যাচারের সূত্রপাত হইয়াছিল, অপরদিকে সেইরূপ পলকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত সাম্রাজ্যের নানাস্থানে বিশেষ চেষ্টা হইতেছিল। ঘটনাক্রমে পল ট্রোয়াস নগরে শত্রুহস্তে আক্রান্ত হইয়াছেন, তিনি এখন রোমের কারাগার মধ্যে অবস্থান করিতেছেন পাঠক মহাশয়! দেখুন দেখি তাঁহার অবস্থা এখন কিরূপ?

—o—

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অন্তিমকাল।

Servant of God, well done !
Rest from thy loved employ ;
The battle fought – the victory won,
Enter thy Master's joy.

সন্ধ্যার আরক্তিম রাগ ক্রমেই ঘনতর হইয়া উঠিতেছে। পলের অস্তগমনোন্মুখ আয়ুসূর্য্য ইহলোকের পরপারে গমন করিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছে। কঠিন লৌহনিগড়ে অনবরত আবদ্ধ থাকায় হস্ত পদ সকল চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে। কোন বন্ধু বান্ধবের প্রেমোজ্জ্বল মুখ সচরাচর দেখিতে পান না, কখন কখন লিউক এবং উয়ানিসিফোরাস্ নামক জনৈক শিষ্য আসিয়া দেখিয়া যান। মধ্যে মধ্যে রুক্ষস্বভাব অশিক্ষিত প্রহরীগণের তর্জ্জন গর্জ্জন অম্লানবদনে সহ্য করিতেছেন। একাকী বন্দীশালার সেই নিভৃতকক্ষে বসিয়া পল দিনযামিনী অতিবাহিত করিতেছেন। ক্রমে বিচারের দিন উপস্থিত হইল। এবারে নিরো ব্যক্তিবিশেষের (Perfect of the city) উপরে অভিযোগ নিষ্পত্তির সর্ব্বোপরি ক্ষমতা প্রদান করিয়া তাঁহাকে পলের বিচারার্থ নিযুক্ত করিলেন। বিচারপতি মন্ত্রীদিগকে লইয়া বিচারমণ্ডপে উপবেশন করিলেন। বিচারগৃহ দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এমন সময়ে পল কারাগার হইতে বিচারস্থলে আনীত হইলেন। পলের পদার্পণ মাত্রে দর্শকবৃন্দের মধ্যে একপ্রকার অস্ফুট শব্দস্রোত প্রবাহিত হইল। সকলে উৎসুকচিত্তে উৎকর্ণ হইয়া বিচারার্থ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পলের মুখমণ্ডলে ভীতি বা নিরাশার রেখা মাত্রও বিদ্যমান নাই, তাঁহার হৃদয় বিষণ্ণতার আবির্ভাবে অভিভূত হওয়া দূরে থাক, প্রত্যুত আনন্দোল্লাসে উৎফুল্ল। কেননা তিনি দিব্যনয়নে দেখিতেছেন যে, সকল বিচারকের বিচারক, সকল রাজার রাজা, সকল সম্রাটের সম্রাট তাঁহার পার্শ্বভাগে দণ্ডায়মান। সেই বিচারমন্দিরে এমন একজন সহায় নাই, এমন একজন

সখা নাই, যে তাঁহাকে আশ্বাসবাক্যে তুষ্ট করে, অথবা তাঁহার পক্ষসমর্থনার নিমিত্ত একটা কথাও বলে। পল নিজে বলিয়াছেন যে, এই সহায়শূন্য সখাশূন্য বিচারস্থলে কেবল বিধাতাই আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া আমাকে উৎসাহান্বিত করিয়াছিলেন।

পল ধীরে ধীরে আপনার বক্তব্য বিষয় সকল বলিতে লাগিলেন, দর্শকগণ একাগ্রচিত্তে তাঁহার কথা সকল শ্রবণ করিতে লাগিল। অবশেষে প্রতিপন্ন করিলেন যে, অগ্নিকাণ্ডসম্বন্ধীয় অপরাধে তিনি সম্পূর্ণ নিরপরাধী। কিন্তু এবারে বিচারক তাঁহার বিষয়ে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে তদবস্থায় কারাগারে প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়শিষ্য টিমথিকে দ্বিতীয় বার পত্র লিখেন, এই পত্রই তাঁহার শেষ পত্র। এই পত্র মধ্যে তিনি টিমথিকে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন যে, মৃত্যু তাঁহার অতি সন্নিকটে। পল! মৃত্যুকেই বা তোমার ভয় কি? তুমিত মৃত্যুভয়ের অতীত সেই শাশ্বত অমৃত-ভূমির উপরে দণ্ডায়মান হইয়াছ।

কিছুদিন পরে পলের বিচারের নিমিত্ত পুনরায় সভা আহূত হইল। বিচারপতি পুনরায় মন্ত্রীদলে পরিবেষ্টিত হইয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। এবারে যেন তাঁহারা প্রথম হইতেই সংকল্প করিয়া বসিয়াছেন যে, পলকে হত্যা করিতে হইবে। সেনাগণ পলকে শৃঙ্খলে নিবদ্ধ করিয়া বিচারমন্দিরে আনয়ন করিল, শত্রুকুল পুনরায় উৎফুল্ল অন্তরে তাঁহার অন্তিমদশা দর্শন করিবার নিমিত্ত বিচারাধিকরণে আসিয়া উপস্থিত হইল। চারিদিক নিস্তব্ধ,—সকলেই যেন সেই অন্তিম মুহূর্ত্তের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছে। মন্ত্রীগণ আপন আপন মন্তব্য লিখিয়া বিচারপতির সম্মুখে প্রদান করিলেন। সকলের সম্মতিক্রমে পল অপরাধী বলিয়া স্থিরীকৃত হইলেন। তখন বিচারপতি পলের শিরশ্ছেদনের আদেশ প্রদান করিলেন। শত্রুকুল তচ্ছ্রবণে অপরিসীম হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। পলকে ক্রুশদণ্ডে হত্যা করিবার আদেশ হইত, কিন্তু

তিনি রোমীয় প্রজা ছিলেন, সেই নিমিত্ত তাঁহার প্রতি এই কঠোরতম দণ্ডের আদেশ রহিত হইল। নির্ম্মম ঘাতকেরা পলকে নগর প্রাচীরের বহির্দ্দেশে 'অষ্টিয়া' নামক রাজমার্গের পার্শ্বভাগে লইয়া গেল, লোকারণ্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিতে লাগিল। এখন জিজ্ঞাসা করি পল! তুমি কোথায় যাও? তোমার পরলোকগত আত্মা হুঙ্কার করিয়া বলিতেছে "ধর্ম্মের জন্য মরিতে"; তবে বলি যাও, অগ্রসর হও, ঐ দেখ, স্বর্গে তোমার জন্য মহা আয়োজন হইতেছে, পুণ্যাত্মা দেবতাগণ তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন এবং স্বয়ং জগজ্জননী তাঁহার প্রিয়পুত্রকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রেমবাহু বিস্তার করিয়া বসিয়া আছেন। ঘাতকেরা এক কাষ্ঠদণ্ডে পলের হস্ত পদ বন্ধন করিল। পল নতজানু হইয়া পরমপিতার ক্রোড়ে শরণাপন্ন হইলেন। উন্মুক্ত শাণিত তরবারি পলের কোমলকণ্ঠকে দ্বিধা করিয়া রোম নগরকে অপবিত্র করিল, বসুন্ধরাকে কলুষিত করিল। পলের অমরণধর্ম্মা আত্মা ভগবানের প্রেমগান করিতে করিতে দিব্যধামে যাত্রা করিল।

এখন আমরা পলের চরিতাখ্যায়ক এবং ইংলণ্ডের বর্ত্তমান সুপণ্ডিত ফ্যারার সাহেবের ওজস্বিনী রচনা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এই মহাত্মার জীবনের উপসংহার করিতেছি।

How little did men recognise his greatness! Here was one to whom no single man that has ever lived, before or since, can furnish a perfect parallel. If we look at him only as a writer, how immensely does he surpass, in his most casual Epistles, the greatest authors, whether Pagan or Christian, of his own and succeeding epochs. The younger Pliny was famous as a letter-writer, yet the younger Pliny never produced any letter so exquisite as that to Philemon. Seneca, as a moralist stood almost unrivalled, yet not only is clay largely mingled with his gold, but even his finest moral aphorisms are inferior in breadth

and intensity to the most casual of St. Paul's. Epictetus and Marcus Aurelius furnish us with the purest and noblest specimens of stoic loftiness of thought, yet St. Paul's chapter on charity is worth more than all they ever wrote. If we look at the Christian world, the very greatest worker in each realm of Christian service does but present an inferior aspect of one phase only of Paul's many-sided preeminence. As a theologian, as one who formulated the doctrines of Christianity, we may compare him with St. Augustine or St. Thomas of Aquinum , yet how should we be shocked to find in him the fanciful rhetoric and dogmatic bitterness of the one, or the scholastic aridity of the other ! If we look at him as a moral reformer, we may compare him with Savonarola ; but in his practical control of even the most thrilling spiritual impulses—in making the spirit of the prophet subject to the prophet—how grand an exemplar might he not have furnished to the impassioned Florentine ! If we consider him as a preacher we may compare him with St. Bernard ; yet St. Paul would have been incapable of the unnatural ascetism and heresy-hunting hardness of the great-Abbot of Clairvaux. As a reformer who altered the entire course of human history, Luther alone resembles him ; yet how incomparably is the Apostle superior to Luther in insight, in courtesy, in humility, in dignity, in self control ! As a missionary we might compare him to Xavier,as a practical organiser to St. Gregory, as a fervent lover of souls to Whitefield, and to many other saints of God in many other of his endowments ; but no saint of God has ever attained the same heights in so many capacities, or received the gifts of the Spirit in so rich an outpouring, or borne in his mortal body such evident brand-marks of the Lord. In his life time he

was no whit behind the very chiefest of the Apostles, and he towers above the very greatest of all the saints who have since striven to follow the example of his devotion to his Lord. F. W. Farrar's Life and Works of St. Paul. Second volume, Page 579-80

পরিশিষ্ট।

বাইবেল গ্রন্থের সুপণ্ডিত টীকাকারেরা মহাত্মা পলের লিখিত এক একখানি পত্রকে অবলম্বন করিয়া এক একখানি বৃহৎগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বাস্তবিক ঐ সকল পত্রের মধ্যে এমন সকল অত্যাবশ্যকীয় সারবান্ বিষয় নিহিত আছে, যাহা বিস্তারিতরূপে লিখিতে গেলে গ্রন্থাকার ধারণ করে, কিন্তু আমরা সে পথে না গিয়া তাঁহার লিখিত পত্রসম্বন্ধীয় অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় সকলকে সংক্ষিপ্তভাবে প্রকটিত করিতেছি।

রোমীয়দিগের প্রতি পত্র,—করিন্থ নগরে অবস্থানকালীন খৃষ্টের ৫৮ বৎসরে বসন্তকালে এই পত্র লিখিত হয়। পল স্বহস্তে এই পত্র লিখেন নাই,তিনি বলিয়াছিলেন আর টার্টিয়াস নামক জনৈক ব্যক্তি তাহা লিপিবদ্ধ করেন। তৎপরে কেংখ্রিয়া নগরের ফৈবী নাম্নী নারীর দ্বারা এই পত্র রোমে প্রেরিত হয়। অন্যান্য পত্র অপেক্ষা এই পত্রখানি অধিকতর গুরুতর, ইহাতে বিশেষ সূক্ষ্মতার সহিত অনেক গুরুতর বিষয় বিচারিত হইয়াছে। পল এই পত্রে অতি উজ্জ্বলরূপে দেখাইয়াছেন যে, পরমেশ্বরের নিকট য়িহুদী ও জেণ্টাইলের কিছুমাত্র তারতম্য নাই, তাহার নিকট সকল মনুষ্যই সমানভাবে পাপী। তিনি আরও বলিয়াছেন যে মানুষ ব্যবস্থা পালন দ্বারা পরিত্রাণ পাইতে পারে না, কিন্তু ভগবানে বিশ্বাস ও তাঁহার কৃপায় মানুষ পরিত্রাণের অধিকারী হইতে পারে। পল এই পত্র মধ্যে একটি অতি উচ্চ সত্য কথা প্রচার করিয়াছেন! তিনি বলিয়াছেন যে মানবমাত্রেই ঈশ্বরের সন্তান। As many as are led by the spirit of God, they are the sons of God. অর্থাৎ যাহারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহারাই ঈশ্বরের সন্তান। তিনি প্রেম সম্বন্ধে এই পত্র মধ্যে একটি অতি মহামূল্য কথা বলিয়াছেন।

"পরস্পরের প্রতি প্রেম করা ভিন্ন কাহারো নিকট আর কোন বিষয়ে ঋণী হইও না। কারণ যে পরকে প্রেম করে, তাহার সকল ব্যবস্থা পালন করা হইয়াছে। ব্যভিচার করিবে না, চুরি করিবে না, বধ করিবে না, লোভ করিবে না এবং এতদ্ভিন্ন যদি আর কোন আদেশ থাকে, তবে সে সমস্তই এই কথার মধ্যে যে—তুমি আপন প্রতিবেশীকে আত্মবৎ প্রেম কর" বাস্তবিক প্রেমই সকল সাধনের সর্ব্বোপরি সাধন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

পল করিন্থিয়েনদিগের প্রতি দুইখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। প্রথম খানি এফিসাস নগর হইতে খৃষ্টের ৫৭ বৎসরের প্রথমভাগে এবং দ্বিতীয় খানি ফিলিপ্পি হইতে ঐ বৎসরের শেষভাগে লিখিত হয়। এতদ্ভিন্ন তিনি করিন্থিয়েনদিগের প্রতি আর একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই খানিই প্রথম পত্র, কিন্তু তাহা হারাইয়া গিয়াছে। যাহা হউক এখন যেখানিকে প্রথম পত্র বলা হয় সেখানি করিন্থিয়দিগের প্রেরিত কতক-গুলি প্রশ্নের উত্তরে লিখিত। এতদ্ভিন্ন এই পত্রমধ্যে সমাজের অনেক হীনতা ও বিশৃঙ্খলা নিবন্ধন তাহাদিগের প্রতি তিরস্কার বাক্য বর্ষিত হই-য়াছে। এই পত্র মধ্যে পল পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মস্তকাচ্ছাদন সম্বন্ধে একটি অতি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। তাঁহার কথার সহিত আমাদের সম্পূর্ণ ঐক্যমত আছে। যথা "যে পুরুষ মস্তকাচ্ছাদন করিয়া প্রার্থনা বা দৈববাদনা করে, সে আপন মস্তকের অবমাননা করে। কিন্তু যে স্ত্রীলোক অনাচ্ছাদিত মস্তকে প্রার্থনা বা দৈববাদনা করে, সে আপন মস্তকের অপমান করে। কারণ অনাবৃত মস্তক হওয়া আর শিরমুণ্ডিত হওয়া একই বিষয়! কারণ স্ত্রীলোক যদি মস্তকাচ্ছাদিত না করিল তবে সে শিরমুণ্ডিত হউক"।

করিন্থ নগরে দ্বিতীয়বার অবস্থানকালীন খৃষ্টের ৫৭ এবং ৫৮ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ রোমীয়দিগের প্রতি পত্রলেখার কিছু পূর্ব্বে তিনি গ্যালেসিয় সমাজে পত্র লেখেন। এই খানি গ্যালেসিয়দিগের

প্রতি পত্র। এই পত্রেতে পল উজ্জ্বলরূপে দেখাইয়াছেন যে, মানুষ অসার কর্ম্মকাণ্ডের যাজনা অথবা ব্যবস্থা পালন দ্বারা কখনই পরিত্রাণের অধিকারী হয় না,পরমেশ্বরের কৃপা ভিন্ন মানবাত্মা কোনরূপেই মুক্তিলাভ করিতে পারে না।

রোমে প্রথমবার অবস্থান সময়ে বন্দীদশায় কারাগার হইতে পল ফিলিপ্পিয়েনদিগের প্রতি, এফিসিয়েনদিগের প্রতি, কলসিয়েন এবং ফিলিমনের প্রতি এই চারি খানি পত্র লিখেন। খৃষ্টের ৬২ বৎসরে এই সকল পত্র লিখিত হয়। এই সকল পত্র মধ্যে নানা প্রকার উপদেশ পূর্ণ বাক্যাবলী নিবদ্ধ আছে।

পলের সর্ব্বপ্রথম পত্র থেসেলোনিয়েনদিগের প্রতি। তিনি তাহা-দিগের প্রতি দুই খানি পত্র লিখেন। প্রথম খানি করিন্থ হইতে খৃষ্টীয় শকের ৫২ বৎসরে এবং দ্বিতীয়খানি তাহার কিছুকাল পরে লিখিত হয়। প্রথম পত্রে,—পল বিপুল বিঘ্ন বাধার মধ্যে থেসেলোনিয়দিগকে বিশ্বাসে দৃঢ় থাকিবার নিমিত্ত অনেক হিতকর বাক্য লিখিয়াছেন। প্রথম পত্রের বাহকেরা পলের নিকট আসিয়া বলিল যে থেসেলোনিয়নেরা এক মহা-ভ্রমে পতিত হইয়াছে। তাহদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে পৃথিবীর শেষদশা উপস্থিত, খৃষ্ট অতি সত্বরেই পুনরায় আগমন করিবেন। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের মধ্যে অনেকে ব্যবসা বাণিজ্য পরি-ত্যাগ করিয়া সেই কালের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছে। পল এই সংবাদ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন, এবং তাহাদিগের এই ভ্রম সংশো ধনের জন্য থেসেলোনিয়েনদিগের প্রতি দ্বিতীয় পত্র প্রেরণ করিলেন।

খৃষ্টীয় শকের ৬৭ অথবা ৬৮ শকে টিমথির প্রতি প্রথম পত্র লিখিত হয়। পল টিমথিকে এফিসাসের বিশপ পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসিয়া মেসিডোনিয়া রাজ্য হইতে এই পত্র লেখেন। এবং অন্তিম দশায় রোমের কারাগার হইতে টিমথিকে দ্বিতীয় বার আর এক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন।

টিটসের প্রতি পত্র—ক্রিট দ্বীপ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নিকোপোলিস নগরে ৬৭ বৎসরে লিখিত হয়। এই সর্ব্বসমেত পলের লিখিত তের খানি পত্র পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে হিব্রুদিগের প্রতি পত্রও পলের লিখিত। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস তাহা নয়। কারণ পলের অন্যান্য পত্রের লিখনপ্রণালী এবং রচনা হইতে উহা অনেক পরিমাণে স্বতন্ত্র।

—o—

সম্পূর্ণ।